মাসিক

আত-তাহরীক

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'মুসলিম ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার জন্য অপর মুসলিমের দো'আ কবুল হয়। তার মাথার নিকটে একজন ফেরেশতা নিযুক্ত থাকে। যখনই ঐ ব্যক্তি তার ভাইয়ের জন্য কল্যাণের দো'আ করে, তখনই উক্ত ফেরেশতা বলে 'আমীন'। তোমার জন্যও অনুরূপ হৌক' (মুসলিম হা/২৭৩৩)।
ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web: www.at-tahreek.com
২০তম বর্ষ ৭ম সংখ্যা
এপ্রিল ২০১৭

Contents

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

মাসিক আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية ودينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

www.at-tahreek.com

২০তম বর্ষ	৭ম সংখ্যা
রজব-শাবান	১৪৩৮ হিঃ
চৈত্র-বৈশাখ	১৪২৩-১৪২৪ বাং
এপ্রিল	২০১৭ ইং

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া (আমচত্বর)
পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
ফোন ও ফ্যাক্স : ০৭২১-৮৬১৩৬৫।
সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০
ফৎওয়া হটলাইন : ০১৭৩৮-৯৭৭৭৯৭ (আছর থেকে মাগরিব)
কেন্দ্রীয় 'আন্দোলন' অফিস : ০৭২১-৭৬০৫২৫
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' ঢাকা অফিস : ০২-৯৫৬৮২৮৯
ই-মেইল : tahreek@ymail.com
ওয়েবসাইট : www.at-tahreek.com

হাদিয়া : ২০ টাকা মাত্র

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা	সাধারণ ডাক	রেজিঃ ডাক
বাংলাদেশ	(ষাণ্মাসিক ১৬০/-)	৩০০/-
সার্কভুক্ত দেশসমূহ	৮০০/-	১৪৫০/-
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১১৫০/-	১৮০০/-
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৪৫০/-	২১০০/-
আমেরিকা মহাদেশ	১৮০০/-	২৪৫০/-

সূচীপত্র

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

Contents

যুলুমের পরিণাম ভয়াবহ

বিশ্বব্যাপী যুলুম বৃদ্ধি পাচ্ছে। মানবাধিকার এখন কেবল শ্লোগানে পরিণত হয়েছে। ধর্মীয় অধিকার, সত্য বলার অধিকার, জান-মাল-ইয্যতের অধিকার, বড়-ছোট ভেদাভেদ, পুরুষ ও নারীর ভেদাভেদ ইত্যাদি সব ধরনের মানবিক মূল্যবোধ এখন ভূলুণ্ঠিত। সর্বত্র যেন চলছে মত্ত হস্তীর লড়াই। বৃহৎ শক্তি অর্থ বৃহৎ অস্ত্রশক্তির মালিক। ধনী রাষ্ট্র অর্থ মুষ্টিমেয় ধনীদের রাষ্ট্র। গরীবেরা গণনার বাইরে। যেকোন অজুহাতে যেকোন রাষ্ট্রে বোমা ফেলে নিরীহ মানুষ হত্যা করাই এখন গণতন্ত্র উদ্ধারের বড় মাধ্যম। বিশ্বায়ন ও মুক্ত বাজার অর্থনীতির নামে দেশে দেশে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শোষণ ও নির্যাতন এখন অঘোষিত আইনে পরিণত হয়েছে। এমনকি বিদেশী গোয়েন্দা সংস্থার নীল নকশায় ক্ষমতার বদল হয়; ভোটাভুটি নাকি আইওয়াশ মাত্র। যুলুম করে শক্তিমানরা। তারা ব্যক্তি, দল, সরকারী প্রশাসন বা আদালত যে কেউ হ'তে পারে। আর যালেমদের বাঁচার হাতিয়ার হ'ল মিথ্যাচার। যে যত বড় যালেম, সে তত বড় মিথ্যাবাদী। রাষ্ট্রীয় নির্যাতনে বিশ্বব্যাপী দুর্নাম কুড়িয়েছেন জার্মানীর চ্যান্সেলর ও ফুয়েরার এডলফ হিটলার (১৮৮৯-১৯৪৫ খৃ.) এবং মিথ্যা প্রচারে দুর্নাম কুড়িয়েছেন তার তথ্যমন্ত্রী ও প্রচার বিভাগের প্রধান ড. জোসেফ গোয়েবল্স (১৮৯৭-১৯৪৫ খৃ.)। একটা জাজ্বল্যমান মিথ্যাকে সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তার কৌশল ছিল 'একটি মিথ্যা শতবার বললে তা সত্যে পরিণত হয়ে যায়'। প্রধানতঃ তারই অপপ্রচারে জার্মানীতে লাখ লাখ ইহূদীর জীবন নাশ হয়েছিল। যদি বলি, এ যুগে 'ইসলাম'কে টার্গেট বানানো হয়েছে, তাহ'লে সম্ভবতঃ ভুল হবে না।

হিটলার ছিলেন অষ্ট্রিয় বংশোদ্ভুত জার্মান রাজনীতিবিদ। যিনি সোস্যালিষ্ট জার্মান ওয়ার্কার্স পার্টি (সমাজতান্ত্রিক জার্মান শ্রমিক দল) বা 'নাৎসী' পার্টির নেতা ছিলেন। ১৯২১ সালে হিটলার উক্ত দলের নেতা হন। ১৯২৪ সালে গোয়েবল্স এ দলের সদস্য হন। বিদ্বেষ পূর্ণ বক্তৃতা ও ইহূদী বিরোধী তৎপরতার জন্য তিনি খ্যাত ছিলেন। হিটলার ৩০শে এপ্রিল রাজধানী বার্লিনে নিজ সদ্য বিবাহিত স্ত্রীসহ বাংকারে আত্মহত্যা করার পরদিন ১লা মে গোয়েবল্স সস্ত্রীক আত্মহত্যা করার আগে নিজের ৬ সন্তানকে হত্যা করেন। এভাবেই এই দুই কুখ্যাত ব্যক্তির নির্মম পরিণতি হয়। হিটলারের পুঁজি ছিল মোহনীয় বক্তৃতার মাধ্যমে জাতীয়তাবাদ, ইহূদী বিদ্বেষ ও সমাজতন্ত্রের বিরোধিতা। সমগ্রতাবাদী ও ফ্যাসিবাদী একনায়কত্বের রাজনীতি ও শোষণমূলক রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ ছিল তার লক্ষ্য। অন্যদিকে গোয়েবল্সের কাজ ছিল হিটলারের যুলুমের পক্ষে জনমত ঠিক রাখা এবং সেজন্য নিত্য নতুন মিথ্যা রটনা করা। এ দু'জনকে সবাই ঘৃণা করলেও বাস্তবে তারাই পরবর্তী বিশ্ব রাজনীতিতে সবচেয়ে স্মরণীয় ও বরণীয় ব্যক্তি হয়ে আছেন।

মিথ্যা তথ্য, মিথ্যা বক্তব্য, মিথ্যা সাক্ষী, মিথ্যা রায়- এ সবই এখন ডাল-ভাত। হিটলারের মতই এযুগে ক্ষমতারোহনের সবচেয়ে সহজ মাধ্যম হ'ল মিথ্যা প্রচারে ভুলিয়ে বাক্স ভরে সত্য-মিথ্যা ভোট নিয়ে নেতা হওয়া। এরপর গণবিরোধী হাযারো দুষ্কর্ম করা। কথিত ৬০ লাখ ইহূদীকে হত্যা করেও হিটলার ছিলেন জার্মানীর একচ্ছত্র নেতা। পুঁজি ছিল বর্ণবাদী মিথ্যাচার। এ যুগেও যেন নেওয়া হয়েছে ইসলাম বিরোধী মিথ্যাচার। যখন যাকে টার্গেট করা হচ্ছে, তখন তাকে তুলে নেওয়া হচ্ছে। তারপর গুম। তারপর যেকোন এক রাতে হত্যা করে পরদিন পত্রিকায় বন্দুক যুদ্ধের নাটক শুনানো হচ্ছে। অথবা তিন-চারদিন থানায় রেখে পরদিন বলা হচ্ছে, এই নামের কেউ থানায় ছিল না। ব্যস, একেবারেই হাওয়া। অথবা বহুদিন পর হঠাৎ একদিন সাংবাদিকদের ডেকে জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে, লোকটি অমুক জঙ্গী দলের সদস্য। অতঃপর মিথ্যা মামলা দিয়ে বা অন্যদের কোন মামলায় জড়িয়ে দিয়ে আদালত ঘুরিয়ে কারাগারে পাঠানো এখন নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। বিচারের আগেই রায় শেষ। পরিবার, এলাকাবাসী বা সংগঠনের লোকেরা তার পক্ষে কথা বলতে গেলে তাদের ভয় দেখানো হয়। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা একেবারেই চুপ। সবজান্তা আইন-শৃংখলা বাহিনীর হাতেই দেশকে জঙ্গী দেশ বলে পরিচিত করানো হচ্ছে। ফলে কমে গেছে দেশী-বিদেশী বিনিয়োগ। নিরপরাধ মযলূমদের পক্ষে সমাজ, থানা, আদালত কেউ মাথা তোলে না। এমনকি কথিত আইনজীবীরা একজোট হয়ে সিদ্ধান্ত নেন যে, অমুক ব্যক্তি বা দলের সদস্যের পক্ষে আইনী সহায়তা দেওয়া যাবে না। ভাগ্যিস এখনও ডাক্তাররা এমন সিদ্ধান্ত নেননি যে, অমুক দলের রোগীকে চিকিৎসা দেওয়া যাবে না।

যুলুমের উৎস হ'ল হিংসা ও অহংকার এবং বাহন হ'ল মিথ্যাচার। এই পাপে যখন কেউ ডুবে যায়, তখন সে হেন অপকর্ম নেই যে করতে পারে না। অজুহাত সৃষ্টির জন্য যালেমের উর্বর মস্তিষ্কে কোন তথ্যের অভাব হয় না। গোপাল ভাঁড়ের গল্প এদেশে খুবই প্রসিদ্ধ। 'নদীর কিনারে একটা হরিণ শাবক পানি পান করছে। বনের রাজা বাঘ তাকে টার্গেট করল। কাছে এসে বলল, তোর এতবড় সাহস পানি ঘোলা করছিস। হরিণটি বলল, আমি তো পানিতেই নামিনি। ঘোলা করলাম কিভাবে? রাজা বলল, তুই করিসনি তোর বাপ করেছে। বলেই তার ঘাড় মটকালো'। এটাই হ'ল রাজার ন্যায় বিচার। এ যুগে এর দৃষ্টান্ত এখন সর্বত্র। যালেমরা সর্বদা প্রশংসা কুড়াচ্ছে। মযলূমরা নিভৃতে গুমরে মরছে। কিন্তু এটাই কি শেষ? বিগত যুগের নমরূদ-ফেরাঊন এবং আধুনিক যুগের হিটলার-গোয়েবল্স শত যুলুম করেও পৃথিবীতে স্থায়ী হ'তে পারেনি। কেননা আল্লাহ্র নীতি হ'ল একজনকে দিয়ে অন্যজনকে প্রতিহত করা *(বাক্বারাহ ২৫১)*। কিন্তু যালেমদের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা এই যে, তারা ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে না।

যালেমদের পরকালীন পরিণতি :

(১) ক্বিয়ামতের দিন তারা আল্লাহ্র সামনে হাত কামড়াবে। আল্লাহ বলেন, 'যালেম সেদিন নিজের দু'হাত কামড়ে বলবে, হায়! যদি (দুনিয়াতে) রাসূলের পথ অবলম্বন করতাম'। 'হায় দুর্ভোগ আমার! যদি আমি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম'। 'আমার কাছে উপদেশ (কুরআন) আসার পর সে আমাকে পথভ্রষ্ট করেছিল। বস্তুতঃ শয়তান মানুষের জন্য পথভ্রষ্টকারী' *(ফুরক্বান ২৭-২৯)*। (২) মযলূমদের প্রতিশোধ নেওয়ার পর নিঃস্ব অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। রাসূল (ছাঃ) একদিন বলেন, তোমরা কি জানো নিঃস্ব কে? সবাই বলল, যার কোন ধন-সম্পদ নেই। তিনি বললেন, আমার উম্মতের মধ্যে নিঃস্ব সেই ব্যক্তি, যে ক্বিয়ামতের দিন ছালাত, ছিয়াম, যাকাত নিয়ে হাযির হবে। অতঃপর লোকেরা এসে অভিযোগ করে বলবে যে, তাকে ঐ ব্যক্তি গালি দিয়েছে, মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে, তার মাল গ্রাস করেছে, হত্যা করেছে, প্রহার করেছে। অতঃপর তার নেকী থেকে তাদের একে একে বদলা দেওয়া হবে। এভাবে বদলা দেওয়া শেষ হবার আগেই যখন তার নেকী শেষ হয়ে যাবে, তখন বাদীদের পাপ থেকে নিয়ে তার উপর নিক্ষেপ করা হবে। অবশেষে ঐ ব্যক্তিকে জাহান্নামে ছুঁড়ে ফেলা হবে' *(মুসলিম হা/২৫৮১)*। তিনি আরও বলেন, 'ক্বিয়ামতের দিন অবশ্যই হকদারকে তার হক আদায় করে দেয়া হবে। এমনকি শিংওয়ালা ছাগল যদি শিংবিহীন ছাগলকে গুঁতো মেরে কষ্ট দিয়ে থাকে, সেটারও বদলা নেওয়া হবে (মানুষকে ন্যায়বিচার দেখানোর জন্য)' *(মুসলিম হা/২৫৮২)*। (৩) অহংকার চূর্ণ করে নিকৃষ্ট পিপীলিকার ন্যায় উঠানো হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ক্বিয়ামতের দিন অহংকারীদের পিপীলিকার ন্যায় জড়ো করা হবে। যদিও তাদের আকৃতি হবে মানুষের। অপমান তাদেরকে চতুর্দিক থেকে বেষ্টন করে নিবে। অতঃপর তাদেরকে 'বূলাস' নামক জাহান্নামের কারাগারের দিকে হাঁকিয়ে নেওয়া হবে। যেখানে আগুনের লেলিহান শিখা তাদের উপর ছেয়ে যাবে। আর তাদেরকে পান করানো হবে জাহান্নামীদের দেহ নিঃসৃত 'ত্বীনাতুল খাবাল' নামক কদর্য পুঁজ-রক্ত' *(তিরমিযী হা/২৪৯২)*। অতএব অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যাকারী ও মিথ্যা মামলা দানকারীরা সাবধান! *(স.স.)*।

Contents

পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا- وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا- رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا- (إسراء 23-25)-

'আর তোমার প্রতিপালক আদেশ করেছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারু উপাসনা করো না এবং তোমরা পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ করো। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়ে যদি তোমার নিকট বার্ধক্যে উপনীত হন, তাহ'লে তুমি তাদের প্রতি উহ্ শব্দটিও উচ্চারণ করো না এবং তাদেরকে ধমক দিয়ো না। তুমি তাদের সাথে নম্রভাবে কথা বল'। 'আর তাদের প্রতি মমতাবশে নম্রতার পক্ষপুট অবনমিত কর এবং বল, হে আমার প্রতিপালক! তুমি তাদের প্রতি দয়া কর যেমন তারা আমাকে শৈশবে দয়াপরবশে লালন-পালন করেছিলেন'। 'তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের অন্তরে যা আছে তা ভালভাবেই জানেন। যদি তোমরা সৎকর্ম পরায়ণ হও, তবে তিনি তওবাকারীদের জন্য ক্ষমাশীল' *(ইসরা/বনু ইস্রাঈল ১৭/২৩-২৫)*।

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ স্বীয় ইবাদতের সাথে পিতা-মাতার সেবাকে একত্রিতভাবে বর্ণনা করেছেন। এর মাধ্যমে এটিকে তাওহীদ বিশ্বাসের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ বুঝানো হয়েছে। এর কারণ সৃষ্টিকর্তা হিসাবে যেমন আল্লাহ্‌র কোন শরীক নেই, জন্মদাতা হিসাবে তেমনি পিতা-মাতারও কোন শরীক নেই। আল্লাহ্‌র ইবাদত যেমন বান্দার উপর অপরিহার্য, পিতা-মাতার সেবাও তেমনি সন্তানের উপর অপরিহার্য। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে, أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ 'অতএব তুমি আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। (মনে রেখ, তোমার) প্রত্যাবর্তন আমার কাছেই' *(লোকমান ৩১/১৪)*। এখানেও আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞতাকে সমভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

১. আল্লাহ্‌র আদেশ অপরিবর্তনীয় :

উপরোক্ত আয়াতে وَقَضَى رَبُّكَ 'আর তোমার প্রতিপালক আদেশ করেছেন'। এই আদেশ অর্থ 'চূড়ান্ত ফায়ছালা'। কেননা আল্লাহ্‌র ইবাদতের ফায়ছালা যেমন চূড়ান্ত, পিতা-মাতার সেবা করার ফায়ছালাও তেমনি চূড়ান্ত। এই সিদ্ধান্তে কোন পরিবর্তন বা নড়চড় নেই। যেমন অন্যত্র এসেছে, قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ 'তোমরা যে বিষয়ে জানতে আগ্রহী, তার সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে' *(ইউসুফ ১২/৪১)*।

যাকারিয়া বিন সালাম বলেন, জনৈক ব্যক্তি হাসান বাছরী (রহঃ)-এর নিকট এসে বলল, আমি আমার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছি। জবাবে তিনি বললেন, তুমি তোমার প্রতিপালকের অবাধ্যতা করেছ। লোকটি বলল, আমার উপর এটিই আল্লাহ আদেশ করেছেন। তখন হাসান বাছরী বললেন, আল্লাহ তোমার উপর এটি আদেশ করেননি। বলেই তিনি অত্র আয়াতের প্রথমাংশটি পাঠ করলেন' *(কুরতুবী)*। কারণ إِنَّ اللهَ لاَ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ 'আল্লাহ কখনো ফাহেশা কাজের আদেশ করেন না' *(আ'রাফ ৭/২৮)*। অনুরূপভাবে وَلاَ يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ 'তিনি বান্দার কুফরীর উপরে সন্তুষ্ট হন না' *(যুমার ৩৯/৭)*। অতএব অত্র আয়াতে 'আদেশ করেছেন' অর্থ 'ফায়ছালা করেছেন'।

২. পিতা-মাতার শরী'আত বিরোধী আদেশ ব্যতীত সবকিছু মানতে হবে :

আল্লাহ বলেন, وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا 'আর যদি পিতা-মাতা তোমাকে চাপ দেয় আমার সাথে কাউকে শরীক করার জন্য, যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তাহ'লে তুমি তাদের কথা মানবে না। তবে পার্থিব জীবনে তাদের সাথে সদ্ভাব রেখে চলবে' *(লোকমান ৩১/১৫)*। এখানে শিরক বলতে আল্লাহ্‌র সত্তার সঙ্গে অন্য কিছুকে শরীক করা। একইভাবে আল্লাহ্‌র বিধানের সাথে অন্যের বিধানকে শরীক করা বুঝায়। ধর্মের নামে ও রাষ্ট্রের নামে মানুষের মনগড়া সকল বিধান এর মধ্যে শামিল। অতএব পিতা-মাতা যদি সন্তানকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বাইরে অন্য কিছু করতে চাপ দেন, তবে সেটি মানতে সন্তান বাধ্য নয়। কিন্তু অন্য সকল বিষয়ে সদাচরণ করবে।

মুছ'আব বিন সা'দ তার পিতা সা'দ বিন খাওলা হ'তে বর্ণনা করেন যে, আমার মা একদিন আমাকে কসম দিয়ে বলেন, আল্লাহ কি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করতে এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করতে নির্দেশ দেননি? فَوَاللهِ لاَ أَطْعَمُ طَعَامًا وَلاَ أَشْرَبُ شَرَابًا حَتَّى أَمُوتَ أَوْ تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ 'অতএব আল্লাহ্‌র কসম! আমি কিছুই খাবো না ও পান করবো না, যতক্ষণ না মৃত্যুবরণ করব অথবা তুমি মুহাম্মাদের সাথে কুফরী করবে' *(আহমাদ হা/১৬১৪)*। ফলে যখন তারা তাকে খাওয়াতেন, তখন গালের মধ্যে লাঠি ভরে ফাঁক করে তরল খাদ্য দিতেন। এভাবে তিন দিন পর যখন মায়ের মৃত্যুর উপক্রম হ'ল, তখন সূরা আনকাবূত ৮ আয়াত নাযিল হ'ল, وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي

مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ– 'আর আমরা মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি যেন তারা পিতা-মাতার সাথে (কথায় ও কাজে) উত্তম ব্যবহার করে। তবে যদি তারা তোমাকে এমন কিছুর সাথে শরীক করার জন্য চাপ দেয়, যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, সে বিষয়ে তুমি তাদের কথা মান্য করো না। আমার কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তনস্থল। অতঃপর আমি তোমাদের জানিয়ে দেব যেসব কাজ তোমরা করতে' *(আনকাবূত ২৯/৮)*।[১]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, মা বললেন, তুমি অবশ্যই তোমার দ্বীন ছাড়বে। নইলে আমি খাব না ও পান করব না, এভাবেই মরে যাব। তখন তোমাকে লোকেরা তিরষ্কার করে বলবে, يَا قَاتِلَ أُمِّهِ 'হে মায়ের হত্যাকারী'! আমি বললাম, يَا أُمَّاهُ! لَوْ كَانَتْ لَكِ مِائَةُ نَفْسٍ، فَخَرَجَتْ نَفْسًا نَفْسًا مَا تَرَكْتُ دِينِي هَذَا فَإِنْ شِئْتِ فَكُلِي، وَإِنْ شِئْتِ فَلَا تَأْكُلِي 'হে মা! যদি তোমার একশ'টি জীবন হয়, আর এক একটি করে এভাবে বের হয়, তবুও আমি আমার এই দ্বীন ছাড়ব না। এখন তুমি চাইলে খাও, চাইলে না খাও! অতঃপর আমার এই দৃঢ় অবস্থান দেখে তিনি খেলেন। তখন অত্র আয়াত নাযিল হ'ল। সা'দ (রাঃ) বলেন, আমার কারণে এভাবে মোট ৪টি আয়াত নাযিল হয়েছে।[২] বস্তুতঃ এমন ঘটনা সকল যুগে ঘটতে পারে। তখন মুমিনকে অবশ্যই দুনিয়ার বদলে দ্বীনকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৩. মুশরিক পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ :

(ক) আসমা বিনতে আবুবকর (রাঃ) বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার মুশরিক মা আমার কাছে এসেছে। আমি কি তার সাথে সদ্ব্যবহার করব? তিনি বললেন, হ্যাঁ। সদ্ব্যবহার কর'।[৩] ইবনু হাজার (রহঃ) বলেন, ঘটনাটি ছিল হোদায়বিয়া সন্ধি থেকে মক্কা বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত সময়কার। যখন তিনি তার মুশরিক স্বামী হারেছ বিন মুদরিক আল-মাখযূমীর সাথে ছিলেন *(ফাৎহুল বারী)*।

(খ) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমার মা ছিলেন মুশরিক। একদিন আমি তার নিকটে ইসলামের দাওয়াত দিলে তিনি আমাকে রাসূল (ছাঃ) সম্পর্কে এমন কিছু কথা বলেন, যা আমার নিকট খুবই অপসন্দনীয় ছিল। তখন আমি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট গিয়ে কাঁদতে লাগলাম এবং তার হেদায়াতের জন্য দো'আ করতে বললাম। অতঃপর তিনি দো'আ করলেন। এরপর আমি বাড়িতে ফিরে এসে দরজা নাড়লে ভিতর থেকে মা বলেন, তুমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর। তারপর তিনি গোসল সেরে পোষাক পরে দরজা খুলে দেন এবং কালেমায়ে শাহাদত পাঠ করে তার ইসলাম ঘোষণা করেন।[৪]

৪. পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ কেন করবে?

আল্লাহ বলেন, وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ– '(আল্লাহ বলেন,) আর আমরা মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেছে এবং তার দুধ ছাড়ানো হয় দু'বছরে। অতএব তুমি আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। (মনে রেখ, তোমার) প্রত্যাবর্তনস্থল আমার কাছেই' *(লোকমান ৩১/১৪)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْرًا– 'আমরা মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি তার পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করার জন্য। তার মা তাকে গর্ভে ধারণ করেছে কষ্টের সাথে এবং প্রসব করেছে কষ্টের সাথে। তাকে গর্ভে ধারণ ও দুধ পান ছাড়াতে লাগে ত্রিশ মাস' *(আহক্বাফ ৪৬/১৫)*। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, গর্ভ ধারণের সর্বনিম্ন মেয়াদ ছয় মাস *(কুরতুবী)*। কেননা বাচ্চাকে দু'বছর যাবৎ বুকের দুধ খাওয়ানোর ব্যাপারে মায়েদের প্রতি নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেন, وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ– 'জন্মদানকারিনী মায়েরা তাদের সন্তানদের পূর্ণ দু'বছর দুধ পান করাবে, যদি তারা দুধপানের মেয়াদ পূর্ণ করতে চায়' *(বাক্বারাহ ২/২৩৩)*।

মানুষ তার পিতা-মাতার মাধ্যমেই দুনিয়াতে এসেছে। অতএব তারাই সর্বাধিক সদাচরণ পাওয়ার যোগ্য। আল্লাহ বলেন, هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا– إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا– 'নিশ্চয়ই মানুষের উপর যুগের এমন একটি সময় অতিক্রান্ত হয়েছে, যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিল না'। 'আমরা মানুষকে সৃষ্টি করেছি (পিতা-মাতার) মিশ্রিত শুক্রবিন্দু হ'তে, তাকে পরীক্ষা করার জন্য। অতঃপর আমরা তাকে করেছি শ্রবণশক্তিসম্পন্ন ও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন' *(দাহর ৭৬/১-২)*।

৫. পিতা-মাতার পায়ের নীচে জান্নাত :

জাহেমাহ আস-সুলামী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে এলাম জিহাদে যাওয়ার উদ্দেশ্যে পরামর্শ করার

১. মুসলিম হা/১৭৪৮; আহমাদ হা/১৫৬৭, ১৬১৪; তিরমিযী হা/৩১৮৯; মিশকাত হা/৩০৭১ (কেবল 'অছিয়ত' অংশটুকু) 'অছিয়ত সমূহ' অনুচ্ছেদ।
২. কুরতুবী হা/৪৮৪৯, ৪৮৫০; তিরমিযী হা/৩১৮৯, হাদীছ ছহীহ; ওয়াহেদী হা/৬৭০ সনদ হাসান, মুহাক্কিক কুরতুবী।
৩. বুখারী হা/৩১৮৩; মুসলিম হা/১০০৩; মিশকাত হা/৪৯১৩।
৪. মুসলিম হা/২৪৯১; মিশকাত হা/৫৮৯৫।

জন্য। তিনি আমাকে বললেন, তোমার কি পিতা-মাতা আছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, الْزَمْهُمَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ أَرْجُلِهِمَا 'তুমি তাদের নিকটে থাক। কেননা জান্নাত রয়েছে তাদের পায়ের নীচে'।[৫] অন্য বর্ণনায় এসেছে, জাহেমাহ আস-সুলামী রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ডান দিক থেকে ও বাম দিক থেকে দু'বার এসে বলেন, আমি আপনার সাথে জিহাদে যেতে চাই এবং এর মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও আখেরাত কামনা করি। জবাবে রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমার মা কি বেঁচে আছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। রাসূল (ছাঃ) বললেন, ارْجِعْ فَبَرَّهَا 'ফিরে যাও। তার সাথে সদাচরণ কর'। অবশেষে তৃতীয় বার সম্মুখ থেকে এসে একই আবেদন করেন। তখন রাসূল (ছাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করেন তোমার মা কি জীবিত আছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, وَيْحَكَ الْزَمْ رِجْلَهَا فَثَمَّ الْجَنَّةُ 'তোমার ধ্বংস হৌক! তার পায়ের কাছে থাক। সেখানেই জান্নাত' *(ইবনু মাজাহ হা/২৭৮১)*।

৬. পিতা-মাতার সেবা জিহাদে গমনের চাইতে উত্তম :

আব্দুল্লাহ বিন 'আমর (রাঃ) বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর দরবারে এসে বলল, আমি আপনার নিকটে হিজরত ও জিহাদের উপরে বায়'আত করতে চাই। যার দ্বারা আমি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও আখেরাত কামনা করি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বললেন, তোমার পিতা-মাতার কেউ জীবিত আছেন কি? লোকটি বলল, হ্যাঁ। বরং দু'জনেই বেঁচে আছেন। আমি তাদের উভয়কে ক্রন্দনরত অবস্থায় ছেড়ে এসেছি। রাসূল (ছাঃ) বললেন, এরপরেও তুমি আল্লাহ্র নিকট পুরস্কার আশা কর? লোকটি বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, فَارْجِعْ إِلَى وَالِدَيْكَ فَأَحْسِنْ صُحْبَتَهُمَا فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ 'তুমি তোমার পিতা-মাতার নিকট ফিরে যাও ও সর্বোত্তম সাহচর্য দান কর এবং তাদের কাছেই জিহাদ কর' *(মুসলিম হা/২৫৪৯ (৫-৬)*। তিনি আরও বলেন, فَارْجِعْ إِلَيْهِمَا فَأَضْحِكْهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا، وَأَبَى أَنْ يُبَايِعَهُ 'তুমি তাদেরকে হাসাও, যেমন তুমি তাদেরকে কাঁদিয়েছ। অতঃপর তিনি তার বায়'আত নিতে অস্বীকার করলেন'।[৬] এর দ্বারা বুঝা যায় যে, পিতা-মাতার সেবা কখনো কখনো জিহাদের চেয়ে উত্তম হয়ে থাকে। জমহূর বিদ্বানগণের নিকটে সন্তানের উপর জিহাদে যাওয়া হারাম হবে, যদি তাদের মুসলিম পিতা-মাতা উভয়ে কিংবা কোন একজন জিহাদে যেতে নিষেধ করেন। কেননা তাদের সেবা করা সন্তানের জন্য 'ফরযে 'আয়েন'। পক্ষান্তরে জিহাদ করা তার জন্য 'ফরযে কিফায়াহ'। যা সে না করলেও অন্য কেউ করবে ইসলামী রাষ্ট্রের আমীরের হুকুমে।

আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহ্র নিকট কোন আমল সর্বাধিক প্রিয়? তিনি বললেন, ওয়াক্ত মোতাবেক ছালাত আদায় করা। আমি বললাম, তারপর কি? তিনি বললেন, পিতা-মাতার সেবা করা। বললাম, তারপর কি? তিনি বললেন, আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করা'।[৭] অন্য বর্ণনায় এসেছে, আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা'।[৮] এর দ্বারা বুঝা যায় যে, পিতা-মাতার সেবা করার স্থান জিহাদে গমন করার উপরে।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, তার নাক ধূলি ধূসরিত হৌক (৩ বার)। বলা হ'ল, তিনি কে হে আল্লাহ্র রাসূল! তিনি বললেন, যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতা উভয়কে কিংবা একজনকে বৃদ্ধাবস্থায় পেল, অথচ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারলো না'।[৯]

জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মিম্বরে আরোহণ করলেন। অতঃপর ১ম সিঁড়িতে পা দিয়ে বললেন, আমীন। ২য় সিঁড়িতে পা দিয়ে বললেন, আমীন। এরপর ৩য় সিঁড়িতে পা দিয়ে বললেন, আমীন। লোকেরা বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা আপনাকে তিন সিঁড়িতে তিন বার আমীন বলতে শুনলাম। তিনি বললেন, আমি যখন ১ম সিঁড়িতে উঠলাম, তখন জিব্রীল আমাকে এসে বললেন, হে মুহাম্মাদ! যে ব্যক্তি রামাযান মাস পেল। অতঃপর মাস শেষ হয়ে গেল। কিন্তু তাকে ক্ষমা করা হ'ল না। পরে সে জাহান্নামে প্রবেশ করল। আল্লাহ তাকে স্বীয় রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দিলেন। তুমি বল, আমীন। তখন আমি বললাম, আমীন'। ২য় সিঁড়িতে উঠলে জিব্রীল বললেন, যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে বা তাদের একজনকে পেল। অতঃপর সে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করলো না। ফলে সে জাহান্নামে প্রবেশ করল। আল্লাহ তাকে স্বীয় রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দিলেন। তুমি বল, আমীন। তখন আমি বললাম, আমীন'। অতঃপর ৩য় সিঁড়িতে পা দিলে তিনি বললেন, যার নিকটে তোমার কথা বর্ণনা করা হ'ল, অথচ সে তোমার উপরে দরূদ পাঠ করলো না। অতঃপর মারা গেল ও জাহান্নামে প্রবেশ করলো। আল্লাহ তাকে স্বীয় রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দিলেন। তুমি বল, আমীন। তখন আমি বললাম, আমীন'।[১০]

৭. মায়ের সেবার গুরুত্ব সর্বাধিক :

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার সেবা পাওয়ার সর্বাধিক হকদার কে? তিনি বললেন, তোমার মা। লোকটি বলল, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। লোকটি বলল, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। লোকটি বলল, তারপর কে?

৫. ত্বাবারাণী কাবীর হা/২২০২; ছহীহ আত-তারগীব হা/২০৮৫।
৬. আহমাদ হা/৬৮৩৩; আবুদাউদ হা/২৫২৮।

৭. বুখারী হা/৫২৭; মুসলিম হা/৮৫; মিশকাত হা/৫৬৮।
৮. তিরমিযী হা/১৭০; মিশকাত হা/৬০৭।
৯. মুসলিম হা/২৫৫১; মিশকাত হা/৪৯১২ 'সৎকাজ ও সদ্ব্যবহার' অনুচ্ছেদ।
১০. ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৪০৯, ছহীহ লেগায়রিহী; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৬৪৬, হাদীছ হাসান ছহীহ।

Contents

তিনি বললেন, তোমার পিতা। অতঃপর তোমার রক্ত সম্পর্কীয় নিকটাত্মীয়গণ যে যত নিকটবর্তী'।[১১]

অন্য এক বর্ণনায় তিনি বলেন, তুমি তোমার মায়ের সেবা কর। فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا 'কেননা জান্নাত তার দু'পায়ের নীচে' *(নাসাঈ হা/৩১০৪)*।

৮. পিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি :

আব্দুল্লাহ বিন 'আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, رِضَى الرَّبِّ فِى رِضَى الْوَالِدِ وَسَخَطُ الرَّبِّ فِى سَخَطِ الْوَالِدِ 'পিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি এবং পিতার ক্রোধে আল্লাহ্র ক্রোধ'।[১২] আবুদ্দারদা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি শামে তার নিকটে এসে বলল, আমার মা, অন্য বর্ণনায় আমার পিতা বা মাতা (রাবীর সন্দেহ) আমাকে বারবার তাকীদ দিয়ে বিয়ে করালেন। এখন তিনি আমাকে আমার স্ত্রীকে তালাক দানের নির্দেশ দিচ্ছেন। এমতাবস্থায় আমি কি করব? জবাবে আবুদ্দারদা বলেন, আমি তোমার স্ত্রীকে ছাড়তেও বলব না, রাখতেও বলব না। আমি কেবল অতটুকু বলব, যতটুকু আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট থেকে শুনেছি। তিনি বলেছেন, الْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبوابِ الْجَنَّةِ، فَحَافِظْ إِنْ شِئْتَ أَوْ ضَيِّعْ 'পিতা হ'লেন জান্নাতের মধ্যম দরজা। এক্ষণে তুমি চাইলে তা রেখে দিতে পার অথবা বিনষ্ট করতে পার'।[১৩]

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, আমার স্ত্রীকে আমি ভালবাসতাম। কিন্তু আমার পিতা তাকে অপসন্দ করতেন। তিনি তাকে তালাক দিতে বলেন। আমি তাতে অস্বীকার করি। তখন বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলা হ'লে তিনি বলেন, أَطِعْ أَبَاكَ وَطَلِّقْهَا، فَطَلَّقْتُهَا 'তুমি তোমার পিতার আনুগত্য কর এবং তাকে তালাক দাও। অতঃপর আমি তাকে তালাক দিলাম'।[১৪] ঈমানদার ও দূরদর্শী পিতার আদেশ মান্য করা ঈমানদার সন্তানের জন্য অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু পুত্র ও তার স্ত্রী উভয়ে ধার্মিক ও আনুগত্যশীল হ'লে ফাসেক পিতা-মাতার নির্দেশ এক্ষেত্রে মানা যাবে না। একইভাবে সন্তান ছহীহ হাদীছপন্থী হ'লে বিদ'আতী পিতা-মাতার ধর্মীয় নির্দেশও মানা চলবে না। কারণ সকল ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বিধান অগ্রাধিকার পাবে।

৯. পিতা-মাতার দো'আ নিঃসন্দেহে কবুল হয় :

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ثَلاَثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لاَ شَكَّ فِيهِنَّ : دَعْوَةُ الْوَالِدِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ 'তিনটি দো'আ কবুল হয়। যাতে কোনরূপ সন্দেহ নেই। পিতার দো'আ, মুসাফিরের দো'আ ও মযলূমের দো'আ' *(আবুদাঊদ হা/১৫৩৬)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, وَدَعْوَةُ الْوَالِدَيْنِ 'পিতা-মাতার দো'আ' *(আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৩২)*। আরেক বর্ণনায় এসেছে, وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ 'পিতার বদদো'আ তার সন্তানের বিরুদ্ধে' *(তিরমিযী হা/১৯০৫)*। এক কথায় সন্তানের জন্য বা সন্তানের বিরুদ্ধে পিতা-মাতার যেকোন দো'আ বা বদদো'আ নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র নিকট কবুল হয়ে যায়। অতএব এ ব্যাপারে পিতা-মাতা ও সন্তানদের সর্বদা সাবধান থাকতে হবে। যেন সন্তানের কোন আচরণে পিতা-মাতার অন্তর থেকে 'উহ্' শব্দ বেরিয়ে না আসে। অথবা সন্তানের প্রতি রুষ্ট হয়ে পিতা-মাতা যেন মনে বা মুখে কোন বদদো'আ না করে বসেন। যেকোন অবস্থায় উভয়কে ধৈর্য ধারণ করতে হবে এবং সর্বদা উভয়ে উভয়ের প্রতি সহমর্মী ও সহানুভূতিশীল থাকতে হবে। প্রত্যেকে পরস্পরের কল্যাণ কামনা করতে হবে। নইলে যেকোন সময় কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হয়ে যাওয়ার নিশ্চিত সম্ভাবনা থেকে যাবে।

১০. সন্তান হ'ল পিতা-মাতার পবিত্রতম উপার্জন :

'আমর বিন শু'আইব তার পিতা হ'তে, তিনি তার দাদা 'আমর ইবনুল 'আছ (রাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে এসে বলল, আমার সম্পদ আছে। আর আমার পিতা আমার সম্পদের মুখাপেক্ষী। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ، إِنَّ أَوْلاَدَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ، كُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلاَدِكُمْ 'তুমি ও তোমার সম্পদ তোমার পিতার জন্য। নিশ্চয়ই তোমাদের সন্তানগণ তোমাদের পবিত্রতম উপার্জনের অন্তর্ভুক্ত। অতএব তোমরা তোমাদের সন্তানদের উপার্জন থেকে ভক্ষণ কর'।[১৫] আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত অন্য হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ وَإِنَّ أَوْلاَدَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ- 'নিশ্চয়ই সবচেয়ে পবিত্র খাদ্য হ'ল যা তোমরা নিজেরা উপার্জন কর। আর তোমাদের সন্তানগণ তোমাদের উপার্জনের অংশ' *(তিরমিযী হা/১৩৫৮)*। উক্ত বিষয়ে জাবের ও আব্দুল্লাহ বিন 'আমর প্রমুখ ছাহাবী থেকেও ছহীহ হাদীছ সমূহ রয়েছে। ইমাম তিরমিযী বলেন, অনেক ছাহাবী ও অন্যান্য বিদ্বানগণ বলেন, পিতা-মাতা সন্তানের সম্পদ থেকে যতটুকু ইচ্ছা গ্রহণ করতে পারেন। তবে কেউ কেউ বলেন, কেবল প্রয়োজন অনুপাতে নিতে পারেন' *(তিরমিযী হা/১৩৫৮-এর ব্যাখ্যা)*।

নেককার সন্তানের সকল নেক আমলের ছওয়াব তার পিতা-মাতা পাবেন। যদি তারা কাফের-মুশরিক অবস্থায় মৃত্যুবরণ না করেন। পক্ষান্তরে তাদের পাপের অংশ পিতা-মাতা না

---

১১. বুখারী হা/৫৯৭১; মুসলিম হা/২৫৪৮; মিশকাত হা/৪৯১১।
১২. তিরমিযী হা/১৮৯৯; মিশকাত হা/৪৯২৭; ছহীহাহ হা/৫১৬।
১৩. শারহুস সুন্নাহ হা/৩৪২১; আহমাদ হা/২৭৫৫১; তিরমিযী হা/১৯০০; ইবনু মাজাহ হা/২০৮৯; মিশকাত হা/৪৯২৮; ছহীহাহ হা/৯১৪।
১৪. হাকেম হা/২৭৯৮; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৪২৬; ছহীহাহ হা/৯১৯।
১৫. আবুদাঊদ হা/৩৫৩০; ইবনু মাজাহ হা/২২৯১; মিশকাত হা/৩৩৫৪।

পেলেও দুনিয়াতে তারা সন্তানের কারণে বদনামগ্রস্থ হবেন। যেভাবে নূহ (আঃ)-এর অবাধ্য পুত্র জগদ্বাসীর নিকটে চিহ্নিত হয়ে আছে এবং ছেলেকে বাঁচানোর জন্য প্রার্থনা করে নবী নূহ (আঃ) আল্লাহ্র নিকট ধমক খেয়েছিলেন *(হূদ ১১/৪৫-৪৬)*। অতএব সন্তানদের অবশ্যই পিতা-মাতা ও বংশের সম্মান ও সুনামের ব্যাপারে সাবধান থাকতে হবে।

১১. পিতা-মাতার সেবা বিপদমুক্তির অসীলা :

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, পূর্ব কালে তিন জন ব্যক্তি সফরে বের হয়। পথিমধ্যে তারা মুষলধারে বৃষ্টির মধ্যে পতিত হয়। তখন তিন জনে একটি পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নেয়। হঠাৎ গুহা মুখে একটি বড় পাথর ধসে পড়ে। তাতে গুহার মুখ বন্ধ হয়ে যায়। তিন জনে সাধ্যমত চেষ্টা করেও তা সরাতে ব্যর্থ হয়। তখন তারা পরস্পরে বলতে থাকে যে, এই বিপদ থেকে রক্ষার কেউ নেই আল্লাহ ব্যতীত। অতএব তোমরা আল্লাহকে খুশী করার উদ্দেশ্যে জীবনে কোন সৎকর্ম করে থাকলে সেটি সঠিকভাবে বল এবং তার দোহাই দিয়ে আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা কর। আশা করি তিনি আমাদেরকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করবেন।

তখন একজন বলল, আমার বৃদ্ধ পিতা-মাতা ছিলেন এবং আমার ছোট ছোট কয়েকটি শিশু সন্তান ছিল। যাদেরকে আমি প্রতিপালন করতাম। আমি প্রতিদিন মেষপাল চরিয়ে যখন ফিরে আসতাম, তখন সন্তানদের পূর্বে পিতা-মাতাকে দুধ পান করাতাম। একদিন আমার ফিরতে রাত হয়ে যায়। অতঃপর আমি দুগ্ধ দোহন করি। ইতিমধ্যে পিতা-মাতা ঘুমিয়ে যান। তখন আমি তাদের মাথার নিকট দুধের পাত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি, যতক্ষণ না তারা জেগে ওঠেন। এ সময় ক্ষুধায় আমার বাচ্চারা আমার পায়ের নিকট কেঁদে গড়াগড়ি যায়। কিন্তু আমি পিতা-মাতার পূর্বে তাদেরকে পান করাতে চাইনি। এভাবে ফজর হয়ে যায়। অতঃপর তারা ঘুম থেকে উঠেন ও দুধ পান করেন। তারপরে আমি বাচ্চাদের পান করাই। اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ 'হে আল্লাহ! যদি আমি এটা তোমার সন্তুষ্টির জন্য করে থাকি, তাহ'লে তুমি আমাদের থেকে এই পাথর সরিয়ে নাও'! তখন পাথর কিছুটা সরে গেল এবং তারা আকাশ দেখতে পেল।

দ্বিতীয় জন বলল, হে আল্লাহ! আমার একটা চাচাতো বোন ছিল। যাকে আমি সবচেয়ে ভালবাসতাম। এক সময় তাকে আমি আহ্বান করলে সে একশ' দীনার নিয়ে আসতে বলল। আমি বহু কষ্টে একশ' দীনার জমা করলাম। অতঃপর তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। কিন্তু যখন আমি তার প্রতি উদ্যত হ'লাম, তখন সে বলল, يَا عَبْدَ اللهِ اتَّقِ اللهَ، وَلاَ تَفْتَحِ الْخَاتَمَ 'হে আল্লাহ্র বান্দা! আল্লাহকে ভয় কর। আমার সতীত্ব বিনষ্ট করো না'। তৎক্ষণাৎ আমি সেখান থেকে উঠে এলাম। হে আল্লাহ! যদি আমি এটা তোমার সন্তুষ্টির জন্য করে থাকি, তাহ'লে তুমি আমাদের থেকে এই পাথর সরিয়ে নাও'! তখন পাথর কিছুটা সরে গেল।

তৃতীয়জন বলল, হে আল্লাহ! আমি জনৈক ব্যক্তিকে এক পাত্র চাউলের বিনিময়ে মজুর নিয়োগ করি। কাজ শেষে আমি তাকে প্রাপ্য দিয়ে দেই। কিন্তু সে কোন কারণবশত তা ছেড়ে চলে যায়। তখন আমি তার প্রাপ্যের বিনিময়ে গরু ও রাখাল পালন করতে থাকলাম। অতঃপর একদিন লোকটি আমার কাছে আসল এবং বলল, আল্লাহকে ভয় কর, আমার উপর যুলুম করো না। আমার পাওনাটা দিয়ে দাও'। তখন আমি বললাম, এই গরু ও রাখাল সবই তুমি নিয়ে যাও। লোকটি বলল, আল্লাহকে ভয় কর, আমার সঙ্গে ঠাট্টা করো না'। আমি বললাম, আমি ঠাট্টা করছি না। ঐ গরু ও রাখাল সবই তুমি নিয়ে যাও। অতঃপর লোকটি সব নিয়ে গেল'। হে আল্লাহ! যদি আমি এটা তোমার সন্তুষ্টির জন্য করে থাকি, তাহ'লে তুমি আমাদের থেকে এই পাথর সরিয়ে নাও'! তখন পাথরের বাকীটুকু সরে গেল এবং আল্লাহ তাদেরকে মুক্তি দান করলেন'।[১৬]

এগুলি হ'ল বৈধ অসীলা সমূহের অন্যতম। যাতে কোন রিয়া ও শ্রুতি ছিল না। কেবলমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কাম্য ছিল। সেজন্য আল্লাহ উপরোক্ত সৎকর্ম সমূহের অসীলায় তাদেরকে মুক্তি দিয়েছিলেন।

১২. পিতা-মাতার অবাধ্যতা শিরকের পরে মহাপাপ :

আবু বাকরাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় কবীরা গোনাহ কোনটি সে বিষয়ে খবর দিব না? আল্লাহ্র সাথে শিরক করা এবং পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া। এসময় তিনি ঠেস দিয়ে ছিলেন। অতঃপর উঠে বসে বললেন, সাবধান! মিথ্যা কথা ও মিথ্যা সাক্ষ্য। কথাটি তিনি বলতেই থাকলেন। আমরা ভাবছিলাম, তিনি আর থামবেন না'।[১৭] অত্র হাদীছে বুঝা যায় যে, শিরকের পরেই মহাপাপ হ'ল পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া। এরপরে মহাপাপ হ'ল মিথ্যা কথা বলা ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া।

১৩. রেহেম রহমান হ'তে নিঃসৃত :

আব্দুর রহমান বিন 'আওফ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, قَالَ اللهُ : أَنَا اللهُ وَأَنَا الرَّحْمَنُ خَلَقْتُ الرَّحِمَ وَشَقَقْتُ لَهَا مِنَ اسْمِى فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَتُّهُ– 'আল্লাহ বলেছেন, আমি আল্লাহ, আমি রহমান। আমিই রেহেম সৃষ্টি করেছি। আমি 'রেহেম' শব্দটিকে আমার 'রহমান' নাম থেকে নিঃসৃত করেছি। অতএব যে ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক দৃঢ় রাখবে, আমি তার সাথে যুক্ত থাকব। আর যে ব্যক্তি সেটা ছিন্ন করবে, আমি তাকে বিচ্ছিন্ন করে দিব'।[১৮]

---

১৬. বুখারী হা/৫৯৭৪, ২৯৭২; মুসলিম হা/২৭৪৩; মিশকাত হা/৪৯৩৮ 'শিষ্টাচার সমূহ' অধ্যায় 'সৎকর্ম ও সদ্ব্যবহার' অনুচ্ছেদ।
১৭. বুখারী হা/৫৯৭৬; মুসলিম হা/৮৭।
১৮. তিরমিযী হা/১৯০৭; আবুদাঊদ হা/১৬৯৪; মিশকাত হা/৪৯৩০।

আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ الرَّحِمَ شُجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ 'রেহেম শব্দটি রহমান থেকে নিঃসৃত। সেকারণ আল্লাহ বলেছেন,...।'[১৯]

আয়েশা (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে রাসূল (ছাঃ) বলেন, الرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ 'রেহেম আল্লাহ্র আরশের সাথে ঝুলন্ত। সে বলে, যে আমাকে নিজের সাথে যুক্ত রাখবে, আল্লাহ তাকে যুক্ত রাখবেন। আর যে আমাকে ছিন্ন করবে, আল্লাহ তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবেন'।[২০]

জুবায়ের বিন মুত্ব'ইম (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ رَحِمٍ 'রেহেমের সম্পর্ক ছিন্নকারী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না'।[২১] আব্দুল্লাহ বিন 'আমর (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে, لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنَّانٌ وَلاَ عَاقٌّ وَلاَ مُدْمِنُ خَمْرٍ 'খোটা দানকারী, পিতা-মাতার অবাধ্য ও মদ্যপায়ী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না'।[২২] ইবনু ওমর (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে, ثَلاَثَةٌ قَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِمُ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ وَالْعَاقُّ وَالدَّيُّوثُ الَّذِى يُقِرُّ فِى أَهْلِهِ الْخَبَثَ– 'তিন জন ব্যক্তির উপরে আল্লাহ জান্নাতকে হারাম করেছেন। মদ্যপায়ী, পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান এবং দাইয়ূছ। যে তার পরিবারে অশ্লীলতা স্থায়ী রাখে'।[২৩]

'দাইয়ূছ' অর্থ যে ব্যক্তি তার পরিবারে ব্যভিচার, ব্যভিচার উদ্রেককারী পরিবেশ, মদ্যপান ও বিভিন্ন ধরনের অনৈসলামী আচরণ জিইয়ে রাখে এবং তা দূরীকরণে যথাযোগ্য ব্যবস্থা নেয় না *(মিরক্বাত)*।

আবু বাকরাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, বিদ্রোহ এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা অপেক্ষা কোন পাপই এত জঘন্য নয় যে, পাপীকে আল্লাহ সবচেয়ে দ্রুত এ দুনিয়াতেই শাস্তি দেন এবং আখেরাতেও তার জন্য শাস্তি জমা রাখেন'।[২৪] অর্থাৎ অন্যান্য পাপের শাস্তি আল্লাহ দুনিয়াতে নাও দিতে পারেন অথবা বিলম্বিত করতে পারেন। কিন্তু বর্ণিত দুই পাপের শাস্তি দুনিয়াতেই আল্লাহ কিছু না কিছু দিয়ে থাকেন। আর আখেরাতে তো থাকবেই। যদি না সে তওবা করে।

পিতা-মাতা হ'লেন রেহেমের সম্পর্কের মূল সূত্র। অতএব পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার হ'ল সর্বাগ্রে। অতঃপর পিতৃকুল ও মাতৃকুলের রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়গণ এই হাদীছের মধ্যে শামিল। কেননা আল্লাহ বলেন, وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا 'তিনিই মানুষকে পানি হ'তে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি তার বংশগত ও বিবাহগত সম্পর্ক নির্ধারণ করেছেন' *(ফুরক্বান ২৫/৫৪)*। বনু মুছত্বালিক্ব যুদ্ধে পরাজিত গোত্র নেতার কন্যা জুওয়াইরিয়াকে বিবাহ করার সূত্রে ঐ গোত্রের বন্দী একশ' পরিবার মুক্তি পায় এবং তারা মুসলমান হয়ে যায়। অতঃপর রাসূল (ছাঃ)-এর শ্বশুর গোত্র (أَصْهَارُ رَسُولِ اللهِ) হিসাবে তারা সম্মানিত হয় ও ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করে।[২৫] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় পরলোকগত স্ত্রী খাদীজার বান্ধবীদের কাছে হাদিয়া পাঠাতেন।[২৬]

তিনি সর্বদা আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার জন্য তাকীদ দিতেন। এমনকি ঐতিহাসিক ছাফা পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে কুরায়েশদের প্রতি ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার সময়েও তিনি বলেছিলেন, يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ فَإِنِّى وَاللهِ لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا إِلاَّ أَنَّ لَكُمْ رَحِمًا سَأَبُلُّهَا بِبَلاَلِهَا– 'হে কুরায়েশগণ! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও! কেননা আল্লাহ্র কসম! আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্র শাস্তি থেকে বাঁচানোর ক্ষমতা রাখি না। তবে তোমাদের সঙ্গে যে আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে, তা আমি (দুনিয়াতে) সদ্ব্যবহার দ্বারা সিক্ত করব'।[২৭]

মক্কায় যখন খরা ও দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং তারা মৃত ভক্ষণ ও হাড়-হাড্ডি খেতে শুরু করে, তখন শত্রুনেতা আবু সুফিয়ান এসে রাসূল (ছাঃ)-কে বলেন, يَا مُحَمَّدُ، جِئْتَ تَأْمُرُ بِصِلَةِ الرَّحِمِ ، وَإِنَّ قَوْمَكَ هَلَكُوا، فَادْعُ اللهَ 'হে মুহাম্মাদ! তুমি আগমন করেছ আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার আদেশ দানের জন্য। এদিকে তোমার কওম ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। অতএব তুমি আল্লাহ্র নিকট দো'আ কর'। তখন রাসূল (ছাঃ) পাঠ করলেন, فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ 'অতএব তুমি অপেক্ষা কর সেই দিনের, যেদিন আকাশ ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হবে' *(দুখান ৪৪/১০)*। এর দ্বারা বিরোধী পক্ষকে ক্বিয়ামত প্রাক্কালের অবস্থা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে।

অতঃপর রাসূল (ছাঃ) দো'আ করলেন এবং মুষলধারে বৃষ্টি নেমে আসে। যা সাত দিন স্থায়ী হয়। তখন তারা এসে অতিবৃষ্টির অভিযোগ করে। ফলে রাসূল (ছাঃ) দো'আ করেন, اَللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا 'হে আল্লাহ! আমাদের থেকে ফিরিয়ে নাও। আমাদের উপর দিয়ো না'। এরপর তারা পুনরায়

---

১৯. বুখারী হা/৫৯৮৮; মিশকাত হা/৪৯২০।
২০. মুসলিম হা/২৫৫৫; মিশকাত হা/৪৯২১।
২১. মুসলিম হা/২৫৫৬; বুখারী হা/৫৯৮৪; মিশকাত হা/৪৯২২।
২২. নাসাঈ হা/৫৬৭২; দারেমী হা/২০৯৪; মিশকাত হা/৪৯৩৩।
২৩. আহমাদ হা/৫৩৭২; নাসাঈ হা/২৫৬২; মিশকাত হা/৩৬৫৫।
২৪. তিরমিযী হা/২৫১১; ইবনু মাজাহ হা/৪২১১; আবুদাউদ হা/৪৯০২; মিশকাত হা/৪৯৩২।
২৫. আবুদাউদ হা/৩৯৩১, সনদ হাসান; সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ৪৩০ পৃ.।
২৬. বুখারী হা/৩৮১৮; মুসলিম হা/২৪৩৫; মিশকাত হা/৬১৭৭।
২৭. আহমাদ হা/৮৭১১; মুসলিম হা/২০৪; মিশকাত হা/৫৩৭৩ 'রিক্বাক্ব' অধ্যায়; 'সতর্ক করণ ও ভীতি প্রদর্শন' অনুচ্ছেদ; সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ১০১ পৃ.।

কুফরীতে ফিরে যায়। ফলে তাদের নেতারা বদরের যুদ্ধে ধ্বংস হয়। এদিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ বলেন, يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى، يَوْمَ بَدْرٍ ‘যেদিন আমরা সর্বোচ্চ গ্রেফতারে পাকড়াও করব, সেদিন আমরা চূড়ান্ত প্রতিশোধ নেব’ *(দুখান ৪৪/১৬)*, যেটা ঘটে যায় বদরের দিন’ *(বুখারী হা/১০২০)*। মদীনাতেও একই অভিযোগ এলে রাসূল (ছাঃ) একই দো‘আ করেন *(বুখারী হা/১০২১)*। ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে সকল যুগেই এটা হ’তে পারে। এছাড়াও ক্বিয়ামতের দিন হবে চূড়ান্ত প্রতিশোধ।

৬ষ্ঠ হিজরীর মুহাররম মাসে কুরায়েশদের সাথে যুদ্ধাবস্থা চলাকালে ইয়ামামা থেকে মক্কাবাসীদের জন্য শস্য আগমন বন্ধ হয়ে গেলে মক্কাবাসীগণ বাধ্য হয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে পত্র লেখে। তখন তাঁর নির্দেশে সেখানে পুনরায় শস্য রফতানী শুরু হয়’।[২৮] এসব ঘটনায় স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইসলাম আত্মীয়তার সম্পর্ককে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। যার মূলে হ’ল পিতা-মাতার রক্ত সম্পর্ক।

১৪. রক্তের সম্পর্ক ছিন্নকারীর সাথে সদ্ব্যবহারকারী ব্যক্তি আল্লাহ্র সাহায্য প্রাপ্ত :

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত একবার জনৈক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার এমন কিছু আত্মীয়-স্বজন আছে, যারা আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। কিন্তু আমি তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করি এবং তাদের দুর্ব্যবহারে ধৈর্য্য ধারণ করি। উত্তরে তিনি বললেন, তুমি যা বলছ, সেরূপ হ’লে তুমি তাদের মুখের উপর গরম ছাই নিক্ষেপ করছ। যতক্ষণ তুমি এই নীতির উপর থাকবে, ততক্ষণ আল্লাহ্র পক্ষ হ’তে তোমার সাথে একজন সাহায্যকারী থাকবেন। যিনি তাদের ক্ষতি হ’তে তোমাকে রক্ষা করবেন’।[২৯] অকৃতজ্ঞতার পরিণাম হ’ল আগুনের শাস্তি। ‘মুখে গরম ছাই নিক্ষেপ করছ’ বলার মাধ্যমে তাদের জন্য জাহান্নামের শাস্তির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

আব্দুল্লাহ বিন ‘আমর (রাঃ) হ’তে অন্য বর্ণনায় এসেছে রাসূল (ছাঃ) বলেন, ঐ ব্যক্তি আত্মীয়তা রক্ষাকারী নয়, যে কেবল আত্মীয়তার বিপরীতে আত্মীয়তা করে। বরং সেই ব্যক্তি আত্মীয়তা রক্ষাকারী, যে ব্যক্তি ছিন্ন হবার পরে তা পুনঃস্থাপন করে’।[৩০] কেননা সেটাই হবে প্রকৃত আত্মীয়তা। বাকীটা হবে স্রেফ লৌকিকতা। আত্মীয়তা সর্বদা আত্মার সাথে সম্পর্কিত। যেখানে আত্মার সংযোগ নেই, সেখানে আল্লাহ্র রহমত নেই। আর আত্মীয়তার মূলে হ’লেন পিতা-মাতা। তাই তাঁদের সাথে সম্পর্ক দৃঢ় রাখাই হ’ল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই সম্পর্কে ত্রুটি থাকলে বাকী সব সম্পর্কই ত্রুটিপূর্ণ হয়ে যাবে।

২৮. ইবনু হিশাম ২/৬৩৮-৩৯; যাদুল মা‘আদ ৩/২৪৮; আল-বিদায়াহ ৪/১৪৯; সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ৪২৬ পৃ.।
২৯. মুসলিম হ/২৫৫৮; মিশকাত হা/৪৯২৪।
৩০. বুখারী হা/৫৯৯১; মিশকাত হা/৪৯২৩।

১৫. আত্মীয়তায় জীবিকা ও আয়ু বৃদ্ধি পায় :

আনাস (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি নিজের জীবিকায় প্রশস্ততা ও আয়ু বৃদ্ধি কামনা করে, সে যেন তার আত্মীয়দের সাথে উত্তম ব্যবহার করে’।[৩১] সালমান ফারেসী (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে, لاَ يَرُدُّ الْقَضَاءَ إِلاَّ الدُّعَاءُ وَلاَ يَزِيدُ فِى الْعُمُرِ إِلاَّ الْبِرُّ ‘তাক্বদীর পরিবর্তন হয় না দো‘আ ব্যতীত এবং বয়স বৃদ্ধি হয় না সৎকর্ম ব্যতীত’।[৩২] অর্থাৎ যে সব বিষয় আল্লাহ দো‘আ ব্যতীত পরিবর্তন করেন না, সেগুলি দো‘আর ফলে পরিবর্তিত হয়। আর ‘সৎকর্মে বয়স বৃদ্ধি পায়’ অর্থ ঐ ব্যক্তির আয়ুতে বরকত বৃদ্ধি পায়। যাতে নির্ধারিত আয়ু সীমার মধ্যে সে বেশী বেশী সৎকাজ করার তাওফীক লাভ করে এবং তা তার আখেরাতে সুফল বয়ে আনে *(মিরক্বাত, মির‘আত)*। কেননা মানুষের রূযী ও আয়ু আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত। যাতে কোন কমবেশী হয় না।[৩৩] আর এটা বাস্তব সত্য যে, পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের সহযোগিতার মাধ্যমে মানুষ খুব সহজে সৎকর্ম করার সুযোগ পায়। তাছাড়া পরস্পরের মর্যাদা রক্ষায় ও বিপদাপদ হ’তে নিরাপদ থাকায় তারা একে অপরের সহযোগী হয়।

১৬. পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তানের কোন সৎকর্ম কবুল হয় না :

আবু উমামাহ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ثَلاَثَةٌ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ: عَاقٌّ وَمَنَّانٌ وَمُكَذِّبٌ بِقَدْرٍ– ‘তিনজন ব্যক্তির কোন দান বা সৎকর্ম আল্লাহ কবুল করেন না : পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, খোটা দানকারী এবং তাক্বদীরে অবিশ্বাসী ব্যক্তি’।[৩৪]

১৭. পিতা-মাতার মৃত্যুর পর সন্তানের কর্তব্য :

প্রথম করণীয় হ’ল, তাঁদের ঋণ পরিশোধ করা ও অছিয়ত পূর্ণ করা। অতঃপর মীরাছ বণ্টন করা *(নিসা ৪/১১)*। অতঃপর পিতা-মাতার জন্য দো‘আ করা, ছাদাক্বা করা এবং ইল্ম বিতরণ করা। আরেকটি হ’ল তাদের পক্ষ হ’তে হজ্জ করা।[৩৫]... তবে এজন্য উত্তরাধিকারীকে প্রথমে নিজের ফরয হজ্জ আদায় করতে হবে।[৩৬]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘নিশ্চয় আল্লাহ জান্নাতে সৎকর্মশীল বান্দার মর্যাদার স্তর উঁচু করবেন। তখন সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! কিভাবে এটা আমার জন্য হ’ল? তিনি বলবেন, بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ ‘তোমার জন্য তোমার সন্তানের

৩১. বুখারী হা/৫৯৮৬; মুসলিম হা/২৫৫৭; মিশকাত হা/৪৯১৮।
৩২. তিরমিযী হা/২১৩৯; মিশকাত হা/২২৩৩; ছহীহাহ হা/১৫৪।
৩৩. ক্বামার ৫৪/৫২-৫৩; আ‘রাফ ৭/৩৪; বুখারী হা/৬৫৯৪; মুসলিম হা/২৬৪৩; মিশকাত হা/৮২ ‘তাক্বদীরে বিশ্বাস’ অনুচ্ছেদ।
৩৪. ত্বাবারাণী কাবীর হা/৭৫৪৭; ছহীহাহ হা/১৭৮৫।
৩৫. ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩১০; তালখীছ ৭৬।
৩৬. আবুদাঊদ হা/১৮১১; ইবনু মাজাহ হা/২৯০৩; মিশকাত হা/২৫২৯ ‘মানাসিক’ অধ্যায়-১০।

Contents

ক্ষমা প্রার্থনার কারণে'।[৩৭] এজন্য সন্তানকে সর্বদা দো'আ করতে হবে, رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيْراً– *(রব্বিরহাম্‌হুমা কামা রব্বাইয়া-নী ছগীরা)* 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি তাদের প্রতি দয়া কর যেমন তারা আমাকে শৈশবে দয়াপরবশে লালন-পালন করেছিলেন' *(ইসরা ১৭/২৪)*।

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ– *(রব্বানাগফিরলী ওয়ালিওয়া-লিদাইয়া ওয়া লিলমু'মিনীনা ইয়াউমা ইয়াক্বূমুল হিসা-ব)* 'হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে এবং ঈমানদার সকলকে ক্ষমা কর যেদিন হিসাব দণ্ডায়মান হবে' *(ইবরাহীম ১৪/৪১)*।

ছাদাক্বার মধ্যে ঐ ছাদাক্বা উত্তম, যা ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ, যা সর্বদা জারি থাকে ও স্থায়ী নেকী দান করে। এর মধ্যে সর্বোত্তম হ'ল ইল্‌ম বিতরণ করা। যে ইল্‌ম মানুষকে নির্ভেজাল তাওহীদ ও ছহীহ সুন্নাহ্‌র পথ দেখায় এবং শিরক ও বিদ'আত হ'তে বিরত রাখে। উক্ত উদ্দেশ্যে উচ্চতর ইসলামী গবেষণা খাতে সহযোগিতা প্রদান করা, সেজন্য প্রতিষ্ঠান নির্মাণ ও পরিচালনা করা। বিশুদ্ধ আক্বীদা ও আমল সম্পন্ন বই ছাপানো ও বিতরণ করা এবং এজন্য স্থায়ী প্রচার মাধ্যম স্থাপন ও পরিচালনা করা ইত্যাদি।

অতঃপরমসজিদ, মাদরাসা, ইয়াতীমখানা, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণ ও পরিচালনা, রাস্তা ও বাঁধ নির্মাণ, অনাবাদী জমিকে আবাদ করা, সুপেয় পানির ব্যবস্থা করা, দাতব্য চিকিৎসালয় ও হাসপাতাল স্থাপন ও পরিচালনা করা ইত্যাদি।

জানা আবশ্যক যে, ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ দু'ভাবে হতে পারে। (১) মৃত ব্যক্তি স্বীয় জীবদ্দশায় এটা করে যাবেন। এটি নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম। কারণ মানুষ সেটাই পায়, যার জন্য সে চেষ্টা করে *(নাজম ৫৩/৩৯)*। (২) মৃত্যুর পরে তার জন্য তার উত্তরাধিকারীগণ বা অন্যেরা যেটা করেন। সাইয়িদ রশীদ রিযা বলেন, দো'আ, ছাদাক্বা (ও হজ্জ)-এর নেকী মৃত ব্যক্তি পাবেন, এ বিষয়ে বিদ্বানগণ সকলে একমত। কেননা উক্ত বিষয়ে শরী'আতে স্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে।[৩৮]

আরেকটি বিষয় মনে রাখা আবশ্যক যে, স্থান-কাল-পাত্র ভেদে ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ্‌র ধরন পরিবর্তন হয়ে থাকে। অতএব যেখানে বা যাকে এটা দেওয়া হবে, তার গুরুত্ব ও স্থায়ী কল্যাণ বুঝে এটা দিতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে এ বিষয়ে সদা সতর্ক থাকতে হবে, যেন উক্ত ছাদাক্বা ধর্মের নামে কোন শিরক ও বিদ'আতের পুষ্টি সাধনে ব্যয়িত না হয়। যা স্থায়ী নেকীর বদলে স্থায়ী গোনাহের কারণ হবে। ক্বিয়ামতের দিন বান্দাকে তার আয় ও ব্যয় দু'টিরই হিসাব দিতে হবে।[৩৯] অতএব ছাদাক্বা দানকারীগণ সাবধান!

৩৭. আহমাদ হা/১০৬১৮; ইবনু মাজাহ হা/৩৬৬০; মিশকাত হা/২৩৫৪ 'ইস্তিগফার ও তওবা' অনুচ্ছেদ; ছহীহাহ হা/১৫৯৮।
৩৮. মির'আত ৫/৪৫৩।
৩৯. তিরমিযী হা/২৪১৬; মিশকাত হা/৫১৯৭ 'হৃদয় গলানো' অধ্যায়-২৬, পরিচ্ছেদ-২; ছহীহাহ হা/৯৪৬।

১৮. পিতা-মাতা না থাকলে খালা-ফুফুর সঙ্গে সদ্ব্যবহার :

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, জনৈক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি বড় পাপ করেছি। আমার কি কোন তওবা আছে? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বললেন, তোমার কি পিতা-মাতা আছে? সে বলল, না। তিনি বললেন, তোমার কি খালা আছে? সে বলল, আছে। তিনি বললেন, তাহ'লে তার সঙ্গে সদ্ব্যবহার কর'।[৪০] বারা বিন আযেব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ 'খালা হ'লেন মায়ের স্থলাভিষিক্ত'।[৪১] একইভাবে চাচা ও মামু সমান মর্যাদার অধিকারী। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় চাচা আবু ত্বালিবের নিকটে লালিত-পালিত হয়েছিলেন এবং হিজরতের পর মদীনায় স্বীয় দাদার মাতুল গোষ্ঠী বনু নাজ্জারে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন।[৪২]

অত্র হাদীছে 'বড় পাপ' বলতে ব্যক্তির নিকটে বড় পাপ হিসাবে গণ্য হয়েছিল। যদিও সেটি ছোট পাপ ছিল। অথবা সেটি আসলেই বড় পাপ ছিল। কিন্তু সে খালেছ তওবা করেছিল। আর খালেছ তওবাকারী ব্যক্তির পাপ আল্লাহপাক ক্ষমা করেন ও তা পুণ্যে পরিবর্তন করে দেন *(ফুরক্বান ২৫/৭০)*। জানা আবশ্যক যে, ছগীরা গোনাহ বারবার করলে তা কবীরা গোনাহে পরিণত হয় এবং কবীরা গোনাহ তওবা করলে মাফ হয়ে যায়। আর তওবা ব্যতীত কবীরা গোনাহের কোন ক্ষমা হয় না *(নাজম ৫৩/৩২; তাহরীম ৬৬/৮)*।

খালা মায়ের দিক দিয়ে এবং ফুফু পিতার দিক দিয়ে সন্তানের সর্বাধিক নিকটবর্তী। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের পরেই বলেছেন, ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ 'অতঃপর যে তোমার সর্বাধিক নিকটবর্তী তার সাথে সদ্ব্যবহার কর' *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৪৯১১)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাফা পাহাড়ে উঠে যেদিন কুরায়েশগণকে তাওহীদের আহ্বান জানান, সেদিন নিজ কন্যা ফাতেমার পরেই يَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ اللهِ 'হে আল্লাহ্‌র রাসূলের ফুফু ছাফিয়া' বলে তাঁকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার আহ্বান জানিয়েছিলেন।[৪৩] এতে বুঝা যায় যে, খালা ও ফুফু একই মর্যাদার অধিকারী।

১৯. পিতার বন্ধুদের সাথে সুসম্পর্ক রাখা :

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, إِنَّ مِنْ أَبَرِّ الْبِرِّ صِلَةَ الرَّجُلِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ بَعْدَ أَنْ يُوَلِّيَ– 'সবচেয়ে বড় সদ্ব্যবহার হ'ল পিতার অবর্তমানে তার বন্ধুদের সাথে সদ্ব্যবহার করা'।[৪৪] এতে বুঝা যায় যে, পিতার সাথে সদ্ব্যবহারকারী সন্তান পিতার বন্ধুর কাছেও সদ্ব্যবহার পেয়ে থাকে। আর পিতার বন্ধুও তাকে নিজ সন্তানের মত স্নেহ করে থাকেন। এভাবেই সে সমাজে সম্মানিত হয়।

৪০. তিরমিযী হা/১৯০৪; মিশকাত হা/৪৯৩৫।
৪১. বুখারী হা/২৬৯৯; মিশকাত হা/৩৩৭৭ 'বিবাহ' অধ্যায়।
৪২. সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ৬৮-৬৯ ও ২৩৯ পৃ.।
৪৩. বুখারী হা/২৭৫৩; মুসলিম হা/২০৬; মিশকাত হা/৫৩৭৩।
৪৪. মুসলিম হা/২৫৫২ (১৩); মিশকাত হা/৪৯১৭।

Contents

২০. পিতা হ'লেন পরিবারের আমীর :

ইসলামী সমাজ হ'ল নেতৃত্ব ও আনুগত্যের সমাজ। যা আল্লাহ্‌র বিধান দ্বারা পরিচালিত হয়। পাঁচ ওয়াক্ত জামা'আতে ইমামের আনুগত্যের মাধ্যমে যার দৈনন্দিন প্রশিক্ষণ হয়ে থাকে। এর দ্বারা মুসলমানদের জামা'আতবদ্ধ জীবনের গুরুত্ব বুঝানো হয়েছে। পরিবার হ'ল সমাজের প্রাথমিক সংস্থা। যা পিতা-মাতা ও সন্তানাদি নিয়ে গঠিত। এই সংস্থা বা সংগঠন পরিচালিত হয় মূলতঃ পিতার মাধ্যমে। আল্লাহ বলেন, الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ 'পুরুষেরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল' *(নিসা ৪/৩৪)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ 'পুরুষ হ'ল তার পরিবারের দায়িত্বশীল'।[৪৫]

অতএব পিতা হ'লেন তার পরিবারের আমীর। তার প্রতি আনুগত্য ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য। শিরক বা শরী'আত বিরোধী আদেশ ব্যতীত অন্য সকল ব্যাপারে পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার ও সদাচরণ করতে হবে। তার আদেশই সর্বদা শিরোধার্য হবে এবং পিতা-মাতার অবাধ্যতা আল্লাহ্‌র ক্রোধের কারণ হবে।

পিতা হবেন পরিবার প্রধান এবং মা হবেন গৃহকর্ত্রী। প্রয়োজন মত পরিবারের বয়স্ক সদস্যদের পরামর্শ নিয়ে তারা পরিবার পরিচালনা করবেন। কেননা আল্লাহ বলেন, وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ 'যরূরী বিষয়ে তুমি তাদের সাথে পরামর্শ কর। অতঃপর যখন সংকল্পবদ্ধ হবে, তখন আল্লাহ্‌র উপর ভরসা কর' *(আলে ইমরান ৩/১৫৯)*।

উপসংহার :

পরিবার হ'ল সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রাথমিক ইউনিট। পরিবার যত আনুগত্যশীল ও পরস্পরে শ্রদ্ধাশীল হবে, সমাজ ও রাষ্ট্র তত সুন্দর ও শান্তিময় হবে। পরিবার যত উদ্ধত ও উচ্ছৃংখল হবে, সমাজ তত বিশৃংখল ও বিনষ্ট হবে। অতএব পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহারের প্রাথমিক পারিবারিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র প্রতি আনুগত্যশীল সুন্দর সমাজ গঠনে সর্বদা সচেষ্ট থাকতে হবে। সাথে সাথে পিতা-মাতাকেও আল্লাহভীরু এবং সন্তানের শ্রদ্ধা পাওয়ার যোগ্য হ'তে হবে। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন- আমীন!

---

৪৫. বুখারী হা/৭১৩৮; মুসলিম হা/১৮২৯; মিশকাত হা/৩৬৮৫।

মার্চ'১৭ সংখ্যায় 'দরসে হাদীছ' কলামে প্রকাশিত 'বায়'এ মুআজ্জাল' নিবন্ধের উপর বিদগ্ধ পাঠকবৃন্দের লিখিত মতামত পাঠাতে অনুরোধ করা যাচ্ছে। -*সম্পাদক*। E-mail : tahreek@ymail.com.

Contents

আহলেহাদীছ আন্দোলন-এর পাঁচ দফা মূলনীতি ঃ একটি বিশ্লেষণ

ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

(২য় কিস্তি)

২য় মূলনীতি ঃ তাক্বলীদে শাখছী বা অন্ধ ব্যক্তিপূজার অপনোদন

'তাক্বলীদ' অর্থ- শারঈ বিষয়ে বিনা দলীলে কারো কোন কথা চোখ বুঁজে মেনে নেওয়া। 'তাক্বলীদ' দু'প্রকারেরঃ জাতীয় ও বিজাতীয়। জাতীয় তাক্বলীদ বলতে ধর্মের নামে মুসলিম সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন মাযহাব ও তরীকার অন্ধ অনুসরণ বুঝায়। বিজাতীয় তাক্বলীদ বলতে- বৈষয়িক ব্যাপারের নামে সমাজে প্রচলিত পুঁজিবাদ, সমাজবাদ, গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ প্রভৃতি বিজাতীয় মতবাদের অন্ধ অনুসরণ বুঝায়।[১]

আভিধানিক অর্থে তাক্বলীদ ঃ

'তাক্বলীদ' (اَلتَّقْلِيْدُ) শব্দটি 'ক্বালাদাতুন' (قِلاَدَةٌ) হ'তে গৃহীত। যার শাব্দিক অর্থ কণ্ঠহার বা রশি। যেমন বলা হয় قَلَّدَ الْبَعِيْرَ 'সে উটের গলায় রশি বেঁধেছে'। সেখান থেকে মুক্বাল্লিদ (مُقَلِّدٌ) অর্থ যিনি কারো আনুগত্যের রশি নিজের গলায় বেঁধে নিয়েছেন।

পারিভাষিক অর্থে তাক্বলীদ ঃ পারিভাষিক অর্থে 'নবী ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির কোন শারঈ সিদ্ধান্তকে বিনা দলীলে মেনে নেওয়াকে 'তাক্বলীদ' বলা হয়। মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) বলেন, اَلتَّقْلِيْدُ قُبُوْلُ قَوْلِ الْغَيْرِ بِلاَ دَلِيْلٍ فَكَأَنَّهُ لِقُبُوْلِه جَعَلَهُ قِلاَدَةً فِيْ عُنُقِه 'অন্যের কোন কথা বিনা দলীলে গ্রহণ করার নাম 'তাক্বলীদ'। এইভাবে গ্রহণ করার ফলে ঐ ব্যক্তি যেন নিজের গলায় রশি পরিয়ে নিল'।[২]

আল্লামা জুরজানী (রহঃ)-এর মতে اَلتَّقْلِيْدُ هُوَ قَبُوْلُ قَوْلِ الْغَيْرِ بِلاَ حُجَّةٍ وَلاَ دَلِيْلٍ 'বিনা দলীল-প্রমাণে অন্যের কথা গ্রহণ করাই হচ্ছে তাক্বলীদ'।[৩]

ইত্তেবা ও তাক্বলীদ ঃ

অনেকে ইত্তেবা ও তাক্বলীদকে একাকার করে ফেলেন। তাদের মতে ইত্তেবাই তাক্বলীদ, তাক্বলীদই ইত্তেবা। তারা এও বলেন যে, প্রত্যেক মুসলমানকেই কারো না কারো তাক্বলীদ করতে হবে। বিশেষ করে সাধারণ মানুষের জন্য তো তাক্বলীদ ব্যতীত কোন গত্যন্তর নেই। আসলে ইত্তেবা ও তাক্বলীদের পার্থক্য না বুঝার কারণে তারা এমন উদ্ভট ও অমূলক কথা বলে থাকেন। এর মাধ্যমে তাদের ইলমের দৈন্যতাও ফুটে ওঠে।

মূলতঃ ইত্তেবা ও তাক্বলীদ কখনো এক নয়। দু'টি সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। 'তাক্বলীদ' হ'ল নবী-রাসূল ব্যতীত অন্য কারো শারঈ বক্তব্যকে বিনা দলীলে মেনে নেওয়া। পক্ষান্তরে ছহীহ দলীল অনুযায়ী নবীর অনুসরণ করাকে বলা হয় 'ইত্তেবা'। একটি হ'ল দলীল বিহীন ব্যক্তির রায়ের অনুসরণ, অন্যটি হ'ল দলীলের অর্থাৎ কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্‌র অনুসরণ।

اَلتَّقْلِيْدُ هُوَ قُبُوْلُ قَوْلِ الْغَيْرِ بِلاَ دَلِيْلٍ وَالْإِتِّبَاعُ هُوَ قُبُوْلُ قَوْلِ الْغَيْرِ مَعَ دَلِيْلٍ–

'তাক্বলীদ হ'ল বিনা দলীলে কারো কোন কথা মেনে নেওয়া। আর ইত্তেবা হ'ল দলীল সহ কারো কথা মেনে নেয়া'। অন্য কথায় 'তাক্বলীদ' হ'ল রায়ের অনুসরণ, 'ইত্তেবা' হ'ল 'রেওয়ায়াতের' অনুসরণ। যেমনটি ইমাম শাওকানী (রহঃ) বলেছেন।

اَلتَّقْلِيْدُ إِنَّمَا هُوَ قَبُوْلُ الرَّأىِ وَالْإِتِّبَاعُ إِنَّمَا هُوَ قُبُوْلُ الرِّوَايَةِ، فَالْإِتِّبَاعُ فِى الدِّيْنِ مُسَوَّغٌ وَالتَّقْلِيْدُ مَمْنُوْعٌ–

অর্থাৎ 'তাক্বলীদ' হ'ল রায়-এর অনুসরণ এবং 'ইত্তেবা' হ'ল রেওয়ায়াতের' অনুসরণ। ইসলামী শরী'আতে 'ইত্তেবা' সিদ্ধ এবং 'তাক্বলীদ' নিষিদ্ধ।[৪]

সুতরাং কোন আলেমের ছহীহ দলীল ভিত্তিক কথা মেনে নেওয়ার নাম তাক্বলীদ নয়; বরং তা হ'ল ইত্তেবা। অনুরূপভাবে কোন আলেমের দেওয়া ফৎওয়ার বিপরীতে কোন ছহীহ দলীল পাওয়া গেলে উক্ত ফৎওয়া পরিত্যাগ করে ছহীহ দলীলের অনুসরণ করাকে বলা হয় 'ইত্তেবা'।

তাক্বলীদের আবির্ভাব ঃ

ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈনে এযামের যুগ শেষে দ্বিতীয় শতাব্দী হিজরীর পরে মুসলিম সমাজে সৃষ্ট অনৈক্য ও বিভ্রান্তির যুগে তাক্বলীদের আবির্ভাব ঘটে। তবে বিভিন্ন উসতায ও ইমামের তাক্বলীদের ভিত্তিতে সৃষ্ট বিভিন্ন মাযহাবী দলের উদ্ভব ঘটে চতুর্থ শতাব্দী হিজরীতে। যেমন ভারতগুরু শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (১১১৪-১১৭৬ হিঃ/১৭০৩-১৭৬২ খৃঃ) বলেন,

إِعْلَمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوْا قَبْلَ الْمِائَةِ الرَّابِعَةِ غَيْرَ مُجْمَعِيْنَ عَلَى التَّقْلِيْدِ الْخَالِصِ لِمَذْهَبٍ وَاحِدٍ بِعَيْنِه–

'জেনে রাখ (হে পাঠক!) চতুর্থ শতাব্দী হিজরীর আগের লোকেরা কোন একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তির একক মাযহাবী

১. *আহলেহাদীছ আন্দোলন পরিচিতি লিফলেট, পৃঃ ৩।*
২. *মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, তিনটি মতবাদ (রাজশাহী ঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, ফেব্রুয়ারী ২০১০), পৃঃ ৬; গৃহীতঃ হাকীকাতুল ফিক্বহ (বোম্বাই ঃ তাবি), পৃঃ ৪৪।*
৩. *শরীফুল ইসলাম বিন যয়নুল আবেদীন, কুরআন ও সুন্নাহ্‌র আলোকে তাক্বলীদ, পৃঃ ২০; গৃহীত ঃ জুরজানী, কিতাবুত তা'রীফাত, পৃঃ ৬৪।*
৪. *তিনটি মতবাদ, পৃঃ ৭; গৃহীত ঃ শাওকানী, আল-ক্বাওলুল মুফীদ (মিসরী ছাপা ঃ ১৩৪০/১৯২১ খৃঃ), পৃঃ ১৪।*

তাক্বলীদের উপরে সংঘবদ্ধ ছিল না'।[৫]

তাক্বলীদের বিরোধিতায় ছাহাবীগণ ঃ

ওমর ফারূক (রাঃ) যখন কোন বিষয়ে নিজের পক্ষ থেকে ফৎওয়া দিতেন তখন বলতেন,

هَذَا رَأْىُ عُمَرَ فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ وَإِنْ كَانَ خَطَاءً فَمِنْ عُمَرَ-

'এটি ওমরের রায়। যদি এটা সঠিক হয়, তাহ'লে আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে। আর যদি ভুল হয় তাহ'লে তা ওমরের পক্ষ হ'তে'।[৬]

ছাহাবী আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) বলেন,

..فَإِنْ يَّكُنْ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ وَ إِنْ يَكُنْ خَطَاءً فَمِنِّىْ وَمِنَ الشَّيْطَانِ-

'যদি আমার রায় সঠিক হয়, তবে তা আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে, আর যদি ভুল হয় তাহ'লে আমার পক্ষ হ'তে ও শয়তানের পক্ষ হ'তে'।[৭]

তাক্বলীদের বিরোধিতায় ইমামগণ ঃ

যে ইমামগণের নামে পরবর্তীতে চারটি প্রসিদ্ধ মাযহাব চালু হয়েছে। যে কারণে মুসলমানরা আজ শতধা বিভক্ত। যে সকল মাযহাবের তাক্বলীদের দোহাই দিয়ে সাধারণ মুসলমানদেরকে ইত্তেবা হ'তে যোজন যোজন দূরে রাখা হচ্ছে, সে ইমামগণের কেউই তাদের নিজেদের নামে মাযহাব তৈরী করতে বলেননি। বলেননি অন্ধভাবে তাদের যেকোন ফৎওয়ার অনুসরণের কথা। বরং প্রত্যেকেই তাক্বলীদের ব্যাপারে তাদের অনুসারীদের কঠোরভাবে সতর্ক করেছেন। নিম্নে তাক্বলীদের বিরুদ্ধে ইমামগণের কিছু দ্ব্যর্থহীন বক্তব্য তুলে ধরা হ'ল।-

ইমাম আবু হানীফা (৮০-১৫০ হিঃ)-এর বক্তব্য ঃ

إِيَّاكُمْ وَالْقَوْلَ فِى دِيْنِ اللهِ تَعَالَى بِالرَّأْىِ وَعَلَيْكُمْ بِاتِّبَاعِ السُّنَّةِ فَمَنْ خَرَجَ عَنْهَا ضَلَّ-

'তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে নিজ নিজ রায় অনুযায়ী কথা বলা হ'তে বিরত থাক, তোমাদের জন্য সুন্নাতের অনুসরণ করা অপরিহার্য। যে ব্যক্তি সুন্নাতের অনুসরণ থেকে বেরিয়ে যাবে, সে পথভ্রষ্ট হবে'।[৮] তিনি আরও বলেন,

حَرَامٌ عَلَى مَنْ لَّمْ يَعْرِفْ دَلِيْلِىْ أَن يُّفْتِى بِكَلَامِىْ-

'আমার কথা অনুযায়ী ফৎওয়া দেওয়া হারাম ঐ ব্যক্তির জন্য, যে আমার গৃহীত দলীল সম্পর্কে অবগত নয়'।[৯]

তিনি বলেন, إذا صَحَّ الحديثُ فهو مذهبي 'যখন ছহীহ হাদীছ পাবে, জেনো সেটাই আমার মাযহাব'।[১০]

তিনি ফৎওয়া দিলে বলে দিতেন যে,

هذا رأى أبي حنيفةَ وهو أحسنُ ما قدَّرنا عليه فمـــن جـــاء بأحسنَ منه فهو أولَى بالصواب-

'এটি আবু হানীফার রায়। আমাদের সাধ্যপক্ষে এটিই উত্তম মনে হয়েছে। এর চেয়ে উত্তম পেলে সেটিই সঠিকতর বলে গণ্য হবে'।[১১]

তিনি আরও বলেন,

إِنَّنَا بَشَرٌ، نَقُوْلُ الْقَوْلَ الْيَوْمَ، وَنَرْجِعُ عَنْهُ غَدًا-

'নিশ্চয়ই আমরা মানুষ। আমরা আজকে যা বলি, আগামীকাল তা থেকে ফিরে আসি'।[১২] তিনি স্বীয় ছাত্র আবু ইউসুফকে সতর্ক করে বলেন,

وَيْحَكَ يَا يَعْقُوْبُ! لَا تَكْتُبْ كُلَّ مَا تَسْمَعُ مِنِّيْ، فَإِنِّيْ قَدْ أَرَى الرَّأْيَ الْيَوْمَ وَأَتْرُكُهُ غَدًا، وَأَرَى الرَّأْيَ غَدًا وَأَتْرُكُهُ بَعْدَ غَدٍ-

'সাবধান হে ইয়াকূব (আবু ইউসুফ)! আমার নিকট থেকে যা-ই শোন তাই-ই লিখে নিও না। কেননা আমি আজকে যে রায় দেই, কালকে তা পরিত্যাগ করি এবং কাল যে রায় দেই, পরদিন তা প্রত্যাহার করি'।[১৩]

ইমাম মালিক (৯৩-১৭৯ হিঃ)-এর বক্তব্য ঃ

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أُخْطِئُ وأُصِيْبُ فَانْظُرُوْا فِىْ رَائِى فَكُلُّ مَا وَافَـــقَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فَخُذُوْهُ وَكُلُّ مَا لَمْ يُوَافِقْ فَاتْرُكُوْهُ-

'আমি একজন মানুষ মাত্র। আমি ভুল করি, সঠিকও বলি। অতএব আমার সিদ্ধান্তগুলি তোমরা যাচাই কর। যেগুলি কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী পাও, সেগুলি গ্রহণ কর, যেগুলি না পাও, সেগুলি পরিত্যাগ কর'।[১৪]

তিনি মূলনীতির আকারে বলেন,

---

৫. *তিনটি মতবাদ, পৃঃ ৮; গৃহীতঃ শাহ অলিউল্লাহ, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ (মিসর ঃ খায়রিয়াহ প্রেস, ১৩২২ হিঃ), ১ম খণ্ড পৃঃ ১২২।*
৬. *আহলেহাদীছ আন্দোলন ঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, পৃঃ ১৭০; গৃহীত ঃ আব্দুল ওয়াহ্হাব শা'রানী, কিতাবুল মীযান, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬১।*
৭. *আহলেহাদীছ আন্দোলন ঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, পৃঃ ১৭০; গৃহীত ঃ হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম, ই'লামুল মুওয়াক্কেঈন ১/৫৭ পৃঃ।*
৮. *তিনটি মতবাদ, পৃঃ ১৫; গৃহীত ঃ আব্দুল ওয়াহ্হাব শা'রানী (৮৯৮-৯৭৩হিঃ) কিতাবুল মীযান (দিল্লী ঃ আকমালুল মাতাবে, ১২৮৬ হিঃ) ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬৩, লাইন ১৮।*
৯. *তিনটি মতবাদ, পৃঃ ১৫।*
১০. *তিনটি মতবাদ, পৃঃ ১৬; গৃহীত ঃ ইবনু আবেদীন, শামী রাদ্দুল মুহতার শরহ দুর্রে মুখতার (দেওবন্দঃ ১২৭২হিঃ) ১/৪৬ পৃঃ।*
১১. *তিনটি মতবাদ, পৃঃ ১৬; গৃহীত ঃ কিতাবুল মীযান, ১ম খণ্ড, ৬৩ পৃঃ।*
১২. *কুরআন ও সুন্নাহ্র আলোকে তাক্বলীদ, পৃঃ ৩০; গৃহীত ঃ ড. অছিউল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আব্বাস, আত-তাক্বলীদ ওয়া হুকমুহু ফী যুইল কিতাব ওয়াস-সুন্নাহ, পৃঃ ২০।*
১৩. *আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন?, পৃঃ ৭; গৃহীত ঃ আবুবকর আল-খত্বীব বাগদাদী, তারীখু বাগদাদ ১৩/৪০২ পৃঃ।*
১৪. *তিনটি মতবাদ, পৃঃ ১৬; গৃহীত ঃ ইউসুফ জয়পুরী, হাক্বীক্বাতুল ফিক্বহ (বোম্বাই ঃ পরিবর্ধিত সংস্করণ, তাবি) পৃঃ ৭৩।*

مَا مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ وَمَأْخُوْذٌ مِنْ كَلاَمِهِ وَمَرْدُوْدٌ عَلَيْهِ إِلاَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ব্যতীত দুনিয়াতে এমন কোন ব্যক্তি নেই, যার সকল কথা গ্রহণীয় অথবা বর্জনীয়।[১৫] অন্য বর্ণনায় এসেছে, إلا صاحبُ هذه الروضة 'এই কবরবাসী ব্যতীত'।[১৬]

ইমাম শাফেঈ (১৫০-২০৪ হিঃ)-এর বক্তব্য ঃ

إِذَا رَأَيْتُمْ كَلاَمِي يُخَالِفُ الْحَدِيْثَ فَاعْمَلُوا بِالْحَدِيْثِ وَاضْرِبُوْا بِكَلاَمِي الْحَائِطَ وَ قَالَ يَوْماً لِلْمُزَنِيِّ يَا إِبْرَاهِيْمُ لاَ تُقَلِّدْنِيْ فِي كُلِّ مَا أَقُوْلُ وَانْظُرْ فِي ذَالِكَ لِنَفْسِكَ فَإِنَّهُ دِيْنٌ-

'যখন তোমরা আমার কোন কথা হাদীছের বরখেলাফ দেখবে, তখন হাদীছের উপর আমল করবে এবং আমার কথাকে দেওয়ালে ছুঁড়ে মারবে'। তিনি একদা স্বীয় ছাত্র ইবরাহীম মুযানীকে বলেন, 'হে ইবরাহীম! তুমি আমার সকল কথার তাক্বলীদ করবে না। বরং নিজে চিন্তা-ভাবনা করে দেখবে। কেননা এটা দ্বীনের ব্যাপার'।[১৭]

তিনি আরো বলেন,

كُلُّ مَا قلتُ فَكَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِلاَفَ قَوْلِي مِمَّا يَصِحُّ فَحَدِيْثُ النَّبِيِّ أَوْلَى فَلاَ تُقَلِّدُوْنِي-

'আমি যেসব কথা বলেছি, তা যদি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছহীহ হাদীছের বিপরীত হয়, তবে রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছই অগ্রগণ্য। অতএব তোমরা আমার তাক্বলীদ কর না'।[১৮]

তিনি আরো বলেন, كُلُّ حَدِيْثٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ قَوْلِيْ، وَإِنْ لَمْ تَسْمَعُوْهُ مِنِّي- 'রাসূল (ছাঃ)-এর প্রত্যেকটি হাদীছই আমার কথা, যদিও আমার নিকট থেকে তোমরা না শুনে থাক'।[১৯]

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (১৬৪-২৪১ হিঃ)-এর বক্তব্য ঃ

لاَ تُقَلِّدْنِيْ وَلاَ تُقَلِّدَنَّ مَالِكاً وَلاَ الْأَوْزَاعِيَّ وَلاَ النَّخْعِيَّ وَلاَ غَيْرَهُمْ وَ خُذِ الْأَحْكَامَ مِنْ حَيْثُ أَخَذُوْا مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ-

'তুমি আমার তাক্বলীদ কর না। তাক্বলীদ কর না ইমাম মালেক, আওযাঈ, নাখ্ঈ বা অন্য কারও। বরং নির্দেশ গ্রহণ কর কুরআন ও সুন্নাহ্র মূল উৎস থেকে, যেখান থেকে তাঁরা সমাধান গ্রহণ করতেন'।[২০]

১৫. *তিনটি মতবাদ, পৃঃ ১৬; গৃহীত ঃ শাহ ওয়ালিউল্লাহ, ইক্বদুল জীদ উর্দূ অনুবাদসহ (লাহোরঃ তাবি) ৯৭ পৃঃ ৩য় লাইন।*
১৬. *তিনটি মতবাদ, পৃঃ ১৭; গৃহীত ঃ কিতাবুল মীযান ১/৬৪ পৃঃ।*
১৭. *তিনটি মতবাদ, পৃঃ ১৭; গৃহীত ঃ ইক্বদুল জীদ ৯৭ পৃঃ ৭ম লাইন।*
১৮. *কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে তাক্বলীদ, পৃঃ ৩২; গৃহীত ঃ ইবনু আবী হাতেম, পৃঃ ৯৩।*
১৯. *কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে তাক্বলীদ, পৃঃ ৩২; গৃহীত ঃ ইবনু আবী হাতেম, পৃঃ ৯৩ সনদ ছহীহ।*
২০. *তিনটি মতবাদ, পৃঃ ১৭; গৃহীত ঃ ইক্বদুল জীদ, ৯৮ পৃঃ ৩য় লাইন।*

ইমাম শাওকানী (রহঃ) বলেন,

و قد علم كل عالم أهم (أى الصحابة والتابعين و تابعيهم) لم يكونوا مقلدين ولا منتسبين إلى فرد من أفراد العلماء بل كان الجاهل يسئل العالم عن الحكم الشرعى الثابت فى كتاب الله أو بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيفتيه به و يرويه له لفظا أو معنى فيعمل بذلك من باب العمل بالرواية لا بالرأى وهذا أسهل من التقليد-

'প্রত্যেক বিদ্বান এ কথা জানেন যে, ছাহাবা, তাবেঈন ও তাবে তাবেঈন কেউ কারো মুক্বাল্লিদ ছিলেন না। ছিলেন না কেউ কোন বিদ্বানের প্রতি সম্বন্ধযুক্ত। বরং জাহিল ব্যক্তি আলেমের নিকট থেকে কিতাব ও সুন্নাহ হ'তে প্রমাণিত শরী'আতের হুকুম জিজ্ঞেস করতেন। আলেমগণ সেই মোতাবেক ফৎওয়া দিতেন। কখনও শব্দে শব্দে বলতেন, কখনও মর্মার্থ বলে দিতেন। সে মতে লোকেরা আমল করত (কুরআন ও হাদীছের) রেওয়ায়াত (বর্ণনা) অনুযায়ী, কোন বিদ্বানের রায় অনুযায়ী নয়। বলা বাহুল্য, কারও তাক্বলীদ করার চেয়ে এই তরীকাই সহজতর'।[২১]

মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) বলেন,

ومن المعلوم أن الله تعالى ما كلّف أحدا أن يكون حنفيا أو مالكيا أو شافعيا و حنبليا بل كلّفهم أن يعملوا السنة-

'এটা জানা কথা যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা কাউকে বাধ্য করেননি এজন্যে যে, সে হানাফী, মালেকী, শাফেঈ বা হাম্বলী হৌক। বরং বাধ্য করেছেন এজন্য যে, তারা সুন্নাত অনুযায়ী আমল করুক'।[২২]

উপরের আলোচনা সমূহ হ'তে এ কথা সুস্পষ্ট যে, বিগত কোন ইমামই পরবর্তীকালে সৃষ্ট বিভিন্ন মাযহাবী ফের্কাবন্দীর জন্য দায়ী ছিলেন না, তাদের কেউ নিজেদের অন্ধ অনুসরণের কথা বলেননি। বরং প্রত্যেকেই পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র নিঃশর্ত অনুসরণের নির্দেশ প্রদান করেছেন।

[চলবে]

২১. *তিনটি মতবাদ, পৃঃ ১৭-১৮; গৃহীত ঃ শাওকানী, আল-ক্বাওলুল মুফীদ (মিসরী ছাপা ১৩৪০/১৯২১ খৃঃ), পৃঃ ১৫।*
২২. *তিনটি মতবাদ, পৃঃ ১৮।*

'আহলেহাদীছ আন্দোলন' চায় এমন একটি ইসলামী সমাজ যেখানে থাকবে না প্রগতির নামে কোন বিজাতীয় মতবাদ; থাকবে না ইসলামের নামে কোনরূপ মাযহাবী সংকীর্ণতাবাদ।

আদর্শ পরিবার গঠনে করণীয়

ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

(২য় কিস্তি)

পরিবারে স্বামীর দায়িত্ব ও কর্তব্য :

স্বামী পরিবারের দায়িত্বশীল। তিনি পরিবারের সদস্যদের সাথে উত্তম ব্যবহার করবেন। এটা তার দায়িত্ব। তিনি এ সম্পর্কে পরকালে জিজ্ঞাসিত হবেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ سَائِلٌ كُلَّ رَاعٍ عَمَّا اسْتَرْعَاهُ أَحَفِظَ ذَلِكَ أَمْ ضَيَّعَهُ حَتَّى يَسأَلَ الرَّجُلَ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ– ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেক দায়িত্বশীলকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন যে, সে তা পালন করেছে, না করেনি? এমনকি পুরুষকে তার পরিবার-পরিজন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন’।[১] সেই সাথে স্বামীকে আদর্শ পরিবার গঠনের চেষ্টা করতে হবে। এজন্য তাকে কিছু কাজ আবশ্যিকভাবে করতে হবে, যাতে তার পরিবারের সদস্যরাও আদর্শ হিসাবে গড়ে ওঠে। স্বামীর করণীয়গুলিকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। ১. বিবাহ পূর্ব করণীয় ২. বিবাহ পরবর্তী করণীয়। নিম্নে স্বামীর বিবাহ পূর্ব করণীয়গুলি উল্লেখ করা হ'ল।-

১. ঈমানদার ও উত্তম স্ত্রী নির্বাচন করা :

পরিবারের কল্যাণ ও শান্তি-শৃঙ্খলার জন্য ঈমানদার নারীকে বিবাহ করা যরূরী। মুমিনা সতি-সাধ্বী নারী স্বামীর সংসার, সন্তান-সন্ততি ও অন্যান্য সদস্যদের প্রতি দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট থাকে। সাথে সাথে দ্বীনী কাজে সহায়তা করে। এজন্য মুমিনা নারীকে বিবাহ করতে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন। যদি সে কুৎসিৎ কালোও হয়। আল্লাহ বলেন,

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوْا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّى يُؤْمِنُوْا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ–

‘আর তোমরা মুশরিক নারীদের বিয়ে করো না, যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে। (মনে রেখ) মুমিন ক্রীতদাসী মুশরিক স্বাধীন নারীর চাইতে উত্তম। যদিও সে তোমাদের বিমোহিত করে। আর তোমরা মুশরিক পুরুষদের বিয়ে করো না, যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে। (মনে রেখ) মুমিন ক্রীতদাস মুশরিক স্বাধীন পুরুষের চাইতে উত্তম। যদিও সে তোমাদের বিমোহিত করে। ওরা জাহান্নামের দিকে আহ্বান করে। আর আল্লাহ স্বীয় আদেশক্রমে জান্নাত ও ক্ষমার দিকে আহ্বান করেন। তিনি মানবজাতির জন্য স্বীয় আয়াত সমূহ ব্যাখ্যা করেন, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে’ *(বাক্বারাহ ২/২২১)*।

নারীদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، ‘নারীকে বিবাহ করা হয় চারটি কারণে (১) তার সম্পদ (২) বংশ মর্যাদা (৩) সৌন্দর্য এবং (৪) তার দ্বীনদারির কারণে। এর মধ্যে তুমি দ্বীনদারীকে অগ্রাধিকার দাও। নইলে তুমি কল্যাণ বঞ্চিত হবে’।[২] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلاَّ تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِى الأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ– ‘তোমাদের নিকট এমন কোন ব্যক্তি বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে এলে, যার চরিত্র ও ধার্মিকতা সম্পর্কে তোমরা সন্তুষ্ট, তার সাথে (তোমাদের মেয়েদের) বিবাহ দাও। তোমরা যদি তা না করো, তাহ'লে পৃথিবীতে বিপর্যয় ও ব্যাপক বিশৃংখলা ছড়িয়ে পড়বে’।[৩] সুতরাং দ্বীনদার নারীকে বিবাহ করতে হবে।

আর মুমিনা উত্তম স্ত্রী পাওয়ার জন্য আগ্রহী হওয়া ও আল্লাহ্র সাহায্য কামনা করা যরূরী। রাসূল (ছাঃ) বলেন, احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللهِ ‘তুমি তোমার জন্য উপকারী জিনিসের আকাঙ্ক্ষা কর এবং আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা কর’।[৪]

উত্তম নারীর বৈশিষ্ট্য :

মুমিনা হওয়ার পরও নারীর মাঝে যেসব বৈশিষ্ট্য থাকলে তাকে উত্তম স্ত্রী হিসাবে গণ্য হয়, তন্মধ্যে কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল।-

ক. সতী-সাধ্বী, অনুগত ও লজ্জাস্থান হেফাযতকারিণী :

সেই উত্তম নারী যে সতী-সাধ্বী ও অনুগত এবং স্বামীর অনুপস্থিতিতেও স্বীয় লজ্জাস্থান হেফাযতকারিণী। আল্লাহ বলেন, فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ ‘অতএব সতী-সাধ্বী স্ত্রীরা হয় অনুগত এবং আল্লাহ যা হেফাযত করেছেন, আড়ালেও (সেই গুপ্তাঙ্গের) হেফাযত করে’ *(নিসা ৪/৩৪)*। আয়াতে বর্ণিত গুণাবলী দু'টি ভাগে বিভক্ত। একটি হ'ল আল্লাহ্র সাথে সংশ্লিষ্ট। অপরটি স্বামীর সাথে সম্পৃক্ত। আল্লাহ্র সাথে সংশ্লিষ্ট গুণ তথা সে আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধ পুরাপুরি মেনে চলে, তাঁর ইবাদত নিয়মিত আদায় করে এবং দ্বীনের আবশ্যিক বিষয়গুলি পালনে অলসতা করে না। এসবই আল্লাহ্র অনুগত হওয়ার পরিচায়ক। স্বামীর সাথে সম্পৃক্ত গুণ তথা স্বামীর উপস্থিতি ও অনুপস্থিতিতে তার হক আদায় করে এবং তার সন্তানাদি ও সম্পদ হেফাযত করে। আর নিজের লজ্জাস্থান হেফাযত করে।

---

১. নাসাঈ, আস-সুনানুল কুবরা, হা/৯১৭৪; ছহীহাহ হা/১৬৩৬; ছহীহুল জামে‘ হা/১৭৭৪।

২. বুখারী হা/৫০৯০; ‘বিবাহ’ অধ্যায়।

৩. তিরমিযী হা/১০৮৪; ইবনু মাজাহ হা/১৯৬৭; ইরওয়া হা/১৮৬৮, ছহীহাহ হা/১০২২, সনদ হাসান।

৪. মুসলিম হা/২৬৬৪; ইবনু মাজাহ হা/৭৯;মিশকাত হা/৫২৯৮।

Contents

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِذَا صلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَصَّنَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، دَخَلَتْ مِنْ أَيِّ أَبْوابِ الجَنَّةِ شَاءَتْ ‘নারী যখন পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করবে, রামাযান মাসের ছিয়াম পালন করবে, নিজের লজ্জাস্থানের হেফাযত করবে, স্বামীর আনুগত্য করবে তখন জান্নাতের যে কোন দরজা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করবে’।[৫]

নারীর লজ্জাস্থান হেফাযত করা তার সবচেয়ে বড়গুণ। কারণ এর দ্বারা বিপর্যয়-বিশৃংখলার পথ বন্ধ হয়। আর এর অভাবে সংসারে সর্বপ্রকার অনিষ্ট ও অকল্যাণ প্রবেশ করে এবং পাপাচারের পথ উন্মুক্ত হয়। সুতরাং লজ্জাস্থানের হেফাযত নারীর কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্য। তাই যে নারী তার নিজের কল্যাণ কামনা করে সে যেন নিজের লজ্জাস্থান হেফাযত করে। আর আল্লাহ্র আনুগত্য ও তাঁর ইবাদতে রত থাকে এবং স্বীয় কথা-কর্মের মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য হাছিলের চেষ্টা করে। সেই স্বামীর অনুগত থাকবে এবং নিজের লজ্জাস্থান হেফাযত করবে ও স্বামীর হক আদায়ে সদা তৎপর থাকবে।

খ. দ্বীন ও ঈমানের কাজে সহযোগী :

মুমিন নারী-পুরুষ পরস্পরের সহযোগী হবে। নেকীর কাজে উৎসাহিত করবে এবং পাপের কাজে বাধা দিবে; এটাই হবে স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি অন্যতম কর্তব্য। আল্লাহ বলেন,

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكَاةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللهَ وَرَسُوْلَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ‘আর মুমিন পুরুষ ও নারী পরস্পরের বন্ধু। তারা সৎ কাজের আদেশ করে ও অসৎ কাজে নিষেধ করে। তারা ছালাত কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। এসব লোকের প্রতি আল্লাহ অবশ্যই অনুগ্রহ বর্ষণ করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাবান’ *(তওবা ৯/৭১)*। মুমিনা নারীকে শ্রেষ্ঠ সম্পদ অভিহিত করা হয়েছে। হাদীছে এসেছে,

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ لَمَّا نَزَلَتِ (الَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِي سَبِيْلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيْمٍ) قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فِى بَعْضِ أَسْفَارِهِ فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ أُنْزِلَ فِى الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ مَا أُنْزِلَ. لَوْ عَلِمْنَا أَىُّ الْمَالِ خَيْرٌ فَنَتَّخِذَهُ فَقَالَ أَفْضَلُهُ لِسَانٌ ذَاكِرٌ وَقَلْبٌ شَاكِرٌ وَزَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ تُعِينُهُ عَلَى إِيْمَانِهِ.

ছাওবান (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘যারা সোনা ও রূপা জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহ তা‘আলার পথে ব্যয় করে না তাদেরকে পীড়াদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও’ *(তওবা ৯/৩৪)*, এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার সময় আমরা নবী করীম (ছাঃ)-এর সাথে সফরে ছিলাম। কোন কোন ছাহাবী বলেন, এ আয়াতটি সোনা ও রূপার সমালোচনায় অবতীর্ণ হয়েছে। কোন সম্পদ উৎকৃষ্ট আমরা তা জানতে পারলে তা জমা করতাম। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, উৎকৃষ্ট সম্পদ হ'ল (আল্লাহ তা‘আলার) যিকরকারী জিহ্বা, কৃতজ্ঞ অন্তর ও ঈমানদার স্ত্রী, যে স্বামীকে দ্বীনদারীর ব্যাপারে সহযোগিতা করে’।[৬]

অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, لِيَتَّخِذْ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِيْنُ أَحَدَكُمْ عَلَى أَمْرِ الآخِرَةِ ‘তোমাদের প্রত্যেকেই যেন অর্জন করে কৃতজ্ঞ অন্তর, যিকরকারী জিহ্বা এবং আখেরাতের কাজে তাকে সহায়তাকারী ঈমানদার স্ত্রী’।[৭]

গ. প্রেম-ভালবাসা বিনিময়কারিণী :

স্বামী-স্ত্রীর সুসম্পর্ক বজায় থাকা পরিবারে শান্তি বজায় থাকার অন্যতম শর্ত। এ সম্পর্ক অটুট রাখার জন্য স্ত্রীকে স্বামীর প্রতি অতি প্রেমময়ী হওয়া যরূরী। এতে অন্য নারীর প্রতি স্বামীর মনে কখনো কোন আকর্ষণ সৃষ্টি হয় না এবং তার বিপথগামী হওয়ারও সম্ভাবনা থাকে না। আর এ ধরনের নারীর জন্যই জান্নাত রয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

وَنِسَاؤُكُمْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْوَدُوْدُ الْعَؤُوْدُ عَلَى زَوْجِهَا، الَّتِي إِذَا غَضِبَ جَاءَتْ حَتَّى تَضَعَ يَدَهَا فِيْ يَدِهِ، ثُمَّ تَقُوْلُ: لَا أَذُوْقُ غَمْضًا حَتَّى تَرْضَى-

‘তোমাদের জান্নাতী রমণীগণ হচ্ছে যারা স্বামীর প্রতি প্রেমময়ী ও অধিক সন্তান প্রসবকারিণী। স্বামী ক্রুদ্ধ হ'লে সে এসে স্বামীর হাতে হাত রেখে বলে, আপনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত আমি ঘুমাব না’।[৮] অন্য বর্ণনায় এসেছে, هَذِهِ يَدِيْ فِيْ يَدِكَ لَا أَكْتَحِلُ بِغَمْضٍ حَتَّى تَرْضَى ‘এই আমার হাত আপনার হাতের মধ্যে রাখছি, আপনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত আমি চোখে মুদিত করব না’।[৯] অর্থাৎ আমি ঘুমাব না, আরাম-আয়েশ করব না।

ঘ. স্বামীকে মুগ্ধকারিণী :

উত্তম স্ত্রীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হ'ল নিজের প্রতি স্বামীকে আকর্ষিত করার চেষ্টা করা। সেটা কয়েকভাবে হতে পারে। নিজের আকার-আকৃতিকে কেবল স্বামীর মনোরঞ্জনের জন্য

৫. *ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/৪১৬৩; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৯৩১, ২৪১১; মিশকাত হা/৩২৫৪, সনদ ছহীহ।*

৬. *ইবনু মাজাহ হা/১৮৫৬; ছহীহাহ হা/২১৭৬।*
৭. *তিরমিযী হা/৩০৯৪; মিশকাত হা/২২৭৭, সনদ ছহীহ।*
৮. *ছহীহুল জামে‘ হা/২৬০৪; ছহীহাহ হা/২৮৭।*
৯. *ছহীহাহ হা/৩৩৮০; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৯৪১।*

সুন্দর করা। স্বামীর সামনে সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান করে সর্বদা স্বামীকে নিজের দিকে আকর্ষিত করার চেষ্টা করা। সেই সাথে স্বামী যে ধরনের পোশাক পসন্দ করে সেগুলো পরিধান করা কেবল স্বামীর নযর কাড়ার জন্য। আচার-ব্যবহারে সর্বদা খোশ মেজাযী ও হাসি-খুশী থাকা। কথা-বার্তার ক্ষেত্রে সর্বদা মিষ্টি হাসিতে স্বামীর মন জয় করে নেওয়া। স্বামীর সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখা, তার অনুগত থাকা এবং তাঁর নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করা। এক্ষেত্রে কোন প্রকার গর্ব, অহংকার, আত্মম্ভরিতা প্রকাশ না করা। ঐসব বিষয়ে হাদীছে এসেছে, রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল, أَىُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ الَّتِى تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ وَتُطِيْعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلاَ تُخَالِفُهُ فِى نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ. 'কোন নারী উত্তম? তিনি উত্তরে বললেন, যে স্বামীকে আনন্দিত করে যখন সে (স্বামী) তার দিকে তাকায়; যখন সে নির্দেশ দেয়, তা মান্য করে। তার নিজের ও স্বামীর সম্পদের ব্যাপারে স্বামীর অপসন্দনীয় কাজের বিরোধিতা করে না'।[১০] অর্থাৎ নিজে স্বামীর অপসন্দনীয় কাজ করবে না এবং স্বামীর বিনা অনুমতিতে তার সম্পদ খরচ করবে না।

অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَلاَ أُخْبِرُكَ بِخَيْرِ مَا يَكْنِزُ الْمَرْءُ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ 'আমি কি তোমাকে মানুষের সর্বোত্তম সম্পদ সম্পর্কে অবহিত করব না? তা হ'ল, নেককার স্ত্রী। সে (স্বামী) তার (স্ত্রীর) দিকে তাকালে স্ত্রী তাকে আনন্দ দেয়, তাকে কোন নির্দেশ দিলে সে তা মেনে নেয় এবং সে যখন তার থেকে অনুপস্থিত থাকে, তখন সে তার সতীত্ব ও তার সম্পদের হেফাযত করে'।[১১]

উপরোক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, নারীর সব কিছুই হবে স্বামীকে কেন্দ্র করে। কিন্তু অতি দুঃখের বিষয় হচ্ছে নারী স্বামীর জন্য নিজেকে মোহনীয় ও সুসজ্জিত করে না। বরং সে নিজেকে সুশোভিত করে কেবল বাড়ির বাইরে যাওয়ার জন্য বা কোন পার্টি ও উৎসবে অংশগ্রহণ কিংবা কোন বিশেষ কারো বাড়ীতে আগমনের জন্য। পক্ষান্তরে স্বামীর কাছে যখন থাকে তখন অপরিস্কার-অপরিচ্ছন্ন কাপড়ে থাকে, চুল থাকে এলোমেলো ও অপরিপাটি, শরীর থেকে দুর্গন্ধ বের হয়। এছাড়া আরো অন্যান্য খারাপ গুণ তার মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং স্বামী তার দিকে আকৃষ্ট হবে কিভাবে?

ঙ. বিপদাপদে সান্ত্বনা দানকারিণী :

মানুষ বিভিন্ন বিপদাপদ ও অসুখ-বিসুখে অনেক সময় মুষড়ে পড়ে। এসময় তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার প্রয়োজন হয়। আদর্শ ও গুণবতী স্ত্রীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হ'ল বিপদে স্বামীকে সান্ত্বনা দেওয়া ও ধৈর্য ধারণে সাহায্য করা। রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, خَيْرُ نِسَائِكُمُ الْوَلُوْدُ الْوَدُوْدُ الْمُوَاسِيَةُ الْمُوَاتِيَةُ إِذَا اتَّقَيْنَ اللهَ 'তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে উত্তম হ'ল যারা প্রেমময়ী, অধিক সন্তান প্রসবকারিণী, সান্ত্বনাদানকারিণী ও (স্বামীর) বাধ্যগত ও অনুগতা যখন তারা আল্লাহকে ভয় করে'।[১২] এক্ষেত্রে প্রথম অহী নাযিলের প্রাক্কালে উম্মুল মুমিনীন খাদীজা (রাঃ) কর্তৃক রাসূল (ছাঃ)-কে প্রদত্ত সান্ত্বনাবাণী বিশেষভাবে স্মরণীয় ও অনুকরণীয়।[১৩] অনুরূপভাবে উম্মে সুলাইম (রাঃ) কর্তৃক তার স্বামীকে প্রদত্ত সান্ত্বনার ঘটনাটি স্মর্তব্য। ঘটনাটি হ'ল এরূপ- তাদের একটি ছেলে মারা গেল। উম্মু সুলাইম পরিবারের সদস্যদের বললেন, আমি না বলা পর্যন্ত তাকে সন্তান মৃত্যুর কথা কেউ বলবে না। আবু ত্বালহা আসলে তার সামনে রাতের খাবার পেশ করলেন। তিনি পানাহার করলেন। এরপর সুসজ্জিত হয়ে নিজেকে স্বামীর কাছে পেশ করলেন। স্বামী আবু ত্বালহা পরিতৃপ্ত হ'লে তাকে এ বলে সান্ত্বনা দেন যে, কোন সম্প্রদায় যদি কোন দম্পতির নিকট একটি আমানত রাখে, অতঃপর তারা তাদের আমানত ফেরৎ নিয়ে নেয়, তাহ'লে আপনি সেটা কোন দৃষ্টিতে দেখবেন? তাদের নিষেধ করার কোন অধিকার আপনার আছে কি? আবু ত্বালহা উত্তর দিলেন, না। উম্মে সুলাইম বললেন, আপনার ছেলেকে সেই আমানত গণ্য করুন। তাকে হারানো পুণ্য বিবেচনা করুন। এ ঘটনা অবহিত হয়ে রাসূল (ছাঃ) বলেন, بَارَكَ اللهُ لَكُمَا فِيْ غَابِرِ لَيْلَتِكُمَا. 'আল্লাহ তা'আলা তোমাদের গত রাতের মিলনে বরকত দান করুন'। এরপর উম্মে সুলাইমের একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে।[১৪]

চ. স্বামীর চাহিদা পূরণকারিণী :

গুণবতী স্ত্রী সদা স্বামীর সেবা-যত্ন ও তার সার্বিক চাহিদা পূরণে নিয়োজিত থাকবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِذَا الرَّجُلُ دَعَا زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِه فَلْتَأْتِه وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّور 'কোন লোক তার স্ত্রীকে নিজ প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যে ডাকলে সে যেন তার নিকট আসে যদিও সে চুলার উপর রান্না-বান্নার কাজে ব্যস্ত থাকে'।[১৫] অন্য বর্ণনায় আছে, إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِه فَلْتُجِبْ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَب 'যখন স্বামী তার স্ত্রীকে নিজ প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যে ডাকে সে যেন তার ডাকে সাড়া দেয় যদিও সে উটের গদির উপরে থাকে'।[১৬]

ছ. স্বামীর অধিকার পূরণে অগ্রগামী :

উত্তম নারী হচ্ছে যে স্বামীর অধিকার আদায়ে কমতি করে না

---

১০. নাসাই হা/৩২৩১; মিশকাত হা/৩২২৭; ছহীহাহ হা/১৮৩৮।

১১. আবুদাউদ হা/১৬৬৪; মিশকাত হা/১৭৮১; ছহীহুল জামে' হা/১৬৪৩।

১২. বায়হাক্বী, আস-সুনানুল কুবরা; ছহীহুল জামে' হা/৩৩৩০; ছহীহাহ হা/১৮৪৯।

১৩. বুখারী হা/৩; মুসলিম হা/১৬০; মিশকাত হা/৫৮৪১।

১৪. বুখারী হা/৫৪৭০; মুসলিম হা/২১৪৪ (১০৭), 'আবু ত্বালহার ফযীলত' অনুচ্ছেদ।

১৫. তিরমিযী হা/১১৬০; মিশকাত হা/৩২৫৭; ছহীহাহ হা/১২০২।

১৬. মুসনাদুল বাযযার, ছহীহাহ হা/১২০৩।

বরং তার খেদমতে সাধ্যমত চেষ্টা করে। উম্মুল হুছাইন বিন মিহছান তার ফুফু থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি তার কোন প্রয়োজনে রাসূল (ছাঃ)-এর দরবারে গমন করেন। তার প্রয়োজন শেষ হ'লে রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি কি বিবাহিতা? তিনি বললেন, হ্যাঁ। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি তার জন্য কেমন? তিনি বললেন, আমি অক্ষম না হওয়া পর্যন্ত তার সেবা করি। রাসূল (ছাঃ) বললেন, انْظُرِىْ أَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ فَإِنَّهُ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ 'লক্ষ্য কর, তার থেকে তুমি কোথায়? কেননা সে তোমার জান্নাত ও জাহান্নাম'।[১৭]

জ. খরচের ক্ষেত্রে স্বামীকে কষ্ট না দেওয়া :

জীবন যাত্রার মান সবার সমান নয়। অর্থনৈতিক অবস্থার উপরে মানুষের জীবন যাত্রার মান নির্ভর করে। সুতরাং স্বামীকে ভরণ-পোষণের ব্যাপারে কষ্টে নিপতিত করা আদর্শ নারীর বৈশিষ্ট্য নয়। বরং তার আয় বুঝে ব্যয় করার চেষ্টা করতে হবে। এক্ষেত্রে স্ত্রী কখনোই বিলাসী, অপব্যয়ী ও সম্পদ বিনষ্টকারিনী হবে না। বরং মিতব্যয়ী হওয়া তার জন্য অবশ্য কর্তব্য। আল্লাহ বলেন, وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا 'তারা যখন ব্যয় করে, তখন অপব্যয় করে না বা কৃপণতা করে না। বরং তারা এতদুভয়ের মধ্যবর্তী অবস্থায় থাকে' *(ফুরক্বান ২৫/৬৭)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, كَانَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِى إِسْرَائِيلَ قَصِيرَةٌ تَمْشِى مَعَ امْرَأَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ فَاتَّخَذَتْ رِجْلَيْنِ مِنْ خَشَبٍ وَخَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ مُغْلَقٍ مُطْبَقٍ ثُمَّ حَشَتْهُ مِسْكًا وَهُوَ أَطْيَبُ الطِّيبِ فَمَرَّتْ بَيْنَ الْمَرْأَتَيْنِ فَلَمْ يَعْرِفُوهَا فَقَالَتْ بِيَدِهَا هَكَذَا 'বানী ইসরাঈলের এক খাটো মহিলা দীর্ঘকায় দু'জন মহিলার সাথে চলাফেরা করত। অতঃপর কাঠের দু'টি পা তৈরী করে নিল এবং সোনা দিয়ে একটি বড় আংটি প্রস্তুত করে তাতে মিশক ভরে দিল। তা হ'ল সুগন্ধিগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম। পরে সে এই মহিলাদ্বয়ের মধ্যে চলতে লাগল এবং লোকেরা তাকে চিনতে পারল না। তখন সে তার হাত দিয়ে এভাবে ঝাড়া দিল'।[১৮] অন্য বর্ণনায় এসেছে,

إِنَّ أَوَّلَ مَا هَلَكَ بَنُوْ إِسْرَائِيلَ أَنَّ امرَأَةَ الفَقِيرِ كَانَتْ تُكَلِّفُهُ مِنَ الثِّيَابِ أَوْ الصِّيَغِ أَوْ قَالَ : مِنَ الصِّيغَةِ مَا تُكَلِّفُ امْرَأَةَ الغَنِيِّ، فَذَكَرَ امرأةً مِنْ بني إِسْرَائِيلَ كانتَ قَصِيرةً واتّخذَتْ رِجْلين مِنْ خشب، وَخَاتَماً لَهُ غَلْقٌ وَطَبَقٌ، وَحَشَتْهُ مسْكاً، وَخرجَتْ بَيْنَ امْرَأتين طوَيلتَيْن، أوْ جسيمَتَّيْن، فَبَعَثُوْا إنساناً يَتْبَعُهم، فَعَرَفَ الطويلتَينِ، وَلَمْ يَعْرِفْ صَاحِبَةَ الرِّجْلين مِنْ خَشَبٍ

'বানী ইসরাঈলের প্রথমে যে ধ্বংস হয় সে ছিল এক দরিদ্র মহিলা। সে পোষাকে বা অলংকারে বাড়াবাড়ি করত। অথবা তিনি বলেন, অলংকারে। যেরূপ ধনীর স্ত্রী বাড়াবাড়ি করে। অতঃপর তিনি উল্লেখ করেন যে, বানী ইসরাঈলের এক খাটো মহিলা কাঠের দু'টি পা তৈরী করে নিল এবং সোনা দিয়ে একটি বড় আংটি প্রস্তুত করে তাতে মিশক ভরে দিল। আর সে দীর্ঘকায় বা মোটা দুই মহিলার সাথে বের হ'ল। লোকের তাদের পিছু নেওয়ার জন্য এক ব্যক্তিকে পাঠাল। সে দীর্ঘদেহী মহিলাদ্বয়কে চিনতে পারল কিন্তু কাঠের পা ওয়ালাকে চিনতে পারল না'।[১৯]

ঝ. নে'মতের শুকরিয়া জ্ঞাপন করা :

আল্লাহ প্রদত্ত নে'মতের শুকরিয়া আদায় করা উত্তম নারীর বৈশিষ্ট্য। তদ্রূপ স্বামীর মাধ্যমে আল্লাহ তাকে যে নে'মত দান করেছেন তারও শুকরিয়া আদায় করে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ يَشْكُرُ اللهَ مَنْ لاَ يَشْكُرُ النَّاسَ 'যে ব্যক্তি মানুষের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না সে আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না'।[২০] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, أُرِيْتُ النَّارَ فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ يَكْفُرْنَ. قِيلَ أَيَكْفُرْنَ بِاللهِ قَالَ يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، وَيَكْفُرْنَ الإِحْسَانَ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ 'আমাকে জাহান্নাম দেখানো হয়। (আমি দেখলাম), তার অধিবাসীদের অধিকাংশই নারী। (কারণ) তারা কুফরী করে। জিজ্ঞেস করা হ'ল, তারা কি আল্লাহ্‌র সঙ্গে কুফরী করে? তিনি বললেন, তারা স্বামীর অবাধ্য ও অকৃতজ্ঞ হয় এবং তার অনুগ্রহকে অস্বীকার করে। তুমি যদি দীর্ঘদিন তাদের কারো প্রতি ইহসান করো, অতঃপর সে তোমার সামান্য অবহেলা দেখতে পেলেই বলে ফেলে, আমি কখনও তোমার নিকট হ'তে ভালো ব্যবহার পাইনি'।[২১]

আসমা বিনতু ইয়াযীদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) মসজিদের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন একদল মহিলা তথায় বসা ছিলেন। তিনি হাতের ইশারায় তাদেরকে সালাম দেয়ার পর বলেন, إِيَّاكُنَّ وَكُفْرَ الْمُنَعَّمِيْنَ. فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَا كُفْرُ الْمُنَعَّمِيْنَ؟ قَالَ لَعَلَّ إِحْدَاكُنَّ تَطُولُ أَيْمَتُهَا مِنْ أَبَوَيْهَا ثُمَّ يَرْزُقُهَا مِنْهُ وَوَلَداً فَتَغْضَبَ الْغَضْبَةَ فَتَكْفُرُ فَتَقُوْلُ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْراً قَطُّ. 'তোমরা নে'মতপ্রাপ্তদের অকৃতজ্ঞতা থেকে সাবধান হও। রাবী বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! নে'মতপ্রাপ্তদের অকৃতজ্ঞতা কি? তিনি বললেন,

---

১৭. *মুসনাদ আহমাদ, ছহীহুল জামে' হা/১৫০৯; ছহীহাহ হা/২৬১২।*
১৮. *মুসলিম হা/২২৫২।*
১৯. *আহমাদ, ছহীহাহ হা/৫৯১।*
২০. *আবুদাউদ হা/৪৮১১; তিরমিযী হা/১৯৫৪; মিশকাত হা/৩০২৫; ছহীহাহ হা/৪১৭।*
২১. *বুখারী হা/২৯; মুসলিম হা/৯০।*

হয়তো তোমাদের কোন নারী পিতা-মাতার নিকট দীর্ঘদিন থাকে। অর্থাৎ দেরীতে বিবাহ হয়। অতঃপর আল্লাহ তাকে স্বামী ও তার সন্তান দান করেন। অতঃপর সে অত্যন্ত রাগান্বিত হয় এবং নে'মত অস্বীকার করে বলে, আমি কখনো তার থেকে কোন ভালো ব্যবহার পাইনি'।[22] পরকালে এ ধরনের নারীর পরিণতি হবে ভয়াবহ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَى امْرَأَةٍ لاَ تَشْكُرُ لِزَوْجِهَا وَهِيَ لاَ تَسْتَغْنِي عَنْهُ 'আল্লাহ ঐ মহিলার দিকে তাকাবেন না যে তার স্বামীর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না এবং স্বামীকে ছাড়া তার চলে না'।[23]

ঞ. স্বামীকে সম্মান করা ও তাকে কষ্ট না দেওয়া :

স্বামীকে যথাযথ সম্মান করা ও তাকে কষ্ট না দেওয়া উত্তম নারীর বৈশিষ্ট্য। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَوْ كُنْتُ أُمِرَ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا. 'আমি যদি কোন ব্যক্তিকে কারো জন্য সিজদা করতে আদেশ দিতাম, তবে স্ত্রীকেই তার স্বামীকে সিজদা করার জন্য আদেশ করতাম'।[24] কিন্তু অনেক মহিলা বিভিন্নভাবে স্বামীকে কষ্ট দেয়। যা উচিত নয়। এর জন্য জান্নাতের হূররা তার জন্য বদদো'আ করে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ تُؤْذِي امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا إِلاَّ قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ لاَ تُؤْذِيْهِ قَاتَلَكِ اللهُ فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيلٌ يُوْشِكُ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَيْنَا. 'যখন কোন নারী তার স্বামীকে দুনিয়াতে কষ্ট দেয়, তখন জান্নাতের হূরদের মধ্যে যে তার স্ত্রী হবে সে বলে, (হে অভাগিনী!) তুমি তাকে কষ্ট দিও না। আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করুন। তিনি তোমার কাছে আগন্তুক। অল্প দিনের মধ্যেই তিনি তোমাকে ছেড়ে আমাদের কাছে চলে আসবেন'।[25]

আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। মানুষের কাছে আল্লাহ্র হক হ'ল মানুষ কেবল তাঁর ইবাদত করবে ও তাঁর বিধান মেনে চলবে। নারীর জন্য বিশেষ নির্দেশ হ'ল সে আল্লাহ্র হকের পাশাপাশি স্বামীর হকও আদায় করবে। স্বামীর হক আদায় করলেই আল্লাহ্র হক আদায় হয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لاَ تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعْهُ. 'যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ তাঁর কসম করে বলছি, স্ত্রী ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্র হক্ব আদায় করতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার স্বামীর হক্ব আদায় না করবে। যদি স্বামী উটের গদির উপর থাকা অবস্থায় স্ত্রীর সাথে সহবাসের ইচ্ছা প্রকাশ করে, তবুও স্ত্রীকে সম্মতি প্রকাশ করতে হবে'।[26]

২২. আহমাদ, আদাবুল মুফরাদ হা/১০৪৮; ছহীহাহ হা/৮২৩।
২৩. হাকেম, ছহীহাহ হা/২৮৯;ছহীহ আত-তারগীব হা/১৯৪৪।
২৪. আবুদাউদ হা/২১৪০; তিরমিযী হা/১১৫৯; মিশকাত হা/৩২৫৫, 'বিবাহ' অধ্যায়।
২৫. তিরমিযী হা/১১৭৪; ইবনু মাজাহ হা/২০১৪; মিশকাত হা/৩২৫৮।
২৬. ইবনু মাজাহ হা/১৮৫৩; আদাবুয যিফাফ ২৮৪ পৃঃ, হাদীছ ছহীহ।

ট. বাড়ীতে অবস্থান করা :

মহিলাদের কাজ হ'ল বাড়ীতে। তাই বাড়ীর অভ্যন্তরে থাকাই তার জন্য আবশ্যক। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُوْلَى– 'তোমরা স্বগৃহে অবস্থান কর, প্রাচীন জাহেলী যুগের নারীদের মত নিজেদেরকে প্রদর্শন করো না' *(আহযাব ৩৩/৩৩)*। আর বাড়ীর বাইরে গেলে শয়তান তাকে বেপর্দা করার জন্য নানা কৌশল অবলম্বন করে। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتْ إِسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ. 'নারী হচ্ছে গোপন বস্তু। যখন সে বাড়ি থেকে বের হয়, তখন শয়তান তাকে (সৌন্দর্য প্রকাশে) উদ্বুদ্ধ করে'।[27]

ঠ. স্বামীর গোপনীয় বিষয় ও উভয়ের মধ্যবর্তী বিশেষ কাজ প্রকাশ না করা :

স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সংঘটিত কার্যাবলী গোপনীয় বিষয়। তা প্রকাশ করা নির্লজ্জতা। আর একাজের জন্য পরকালে কঠিন শাস্তি রয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِى إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِى إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا– 'কিয়ামাতের দিন মহান আল্লাহ্র নিকট মর্যাদায় সর্বনিকৃষ্ট হবে ঐ ব্যক্তি যে স্ত্রীর সাথে যৌন সম্ভোগ করে তার গোপনীয়তা প্রকাশ করে'।[28] অন্যত্র তিনি বলেন, لَعَلَّ رَجُلاً يَقُولُ مَا يَفْعَلُ بِأَهْلِهِ وَلَعَلَّ امْرَأَةً تُخْبِرُ بِمَا فَعَلَتْ مَعَ زَوْجِهَا. فَأَرَمَّ الْقَوْمُ فَقُلْتُ إِى وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُنَّ لَيَقُلْنَ وَإِنَّهُمْ لَيَفْعَلُونَ. قَالَ فَلاَ تَفْعَلُوْا فَإِنَّمَا مِثْلُ ذَلِكَ مِثْلُ الشَّيْطَانِ لَقِىَ شَيْطَانَةً فِى طَرِيقٍ فَغَشِيَهَا وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ.

'হয়তো পুরুষ তার স্ত্রীর সাথে কৃত কর্মকাণ্ড প্রকাশ করে এবং স্ত্রীও স্বামীর সাথে সংঘটিত কর্ম প্রকাশ করে দেয়। লোকেরা নীরব-নিশ্চুপ থাকল। আমি বললাম, আল্লাহ্র কসম! হে আল্লাহ্র রাসূল, নিশ্চয়ই নারী-পুরুষরা এসব করে। তিনি বললেন, তোমরা এরূপ কর না। কেননা এরূপ কর্ম হচ্ছে শয়তানের কর্মকাণ্ডের ন্যায়। যে শয়তান পুরুষ নারীকে রাস্তায় দেখে জড়িয়ে ধরে আর মানুষ তা দেখতে থাকে'।[29]

ড. সন্তানের প্রতি স্নেহশীলা :

সন্তানের প্রতি যত্নশীল ও স্নেহময়ী নারীকে মহানবী (ছাঃ) উত্তম নারী হিসাবে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন, نِسَاءُ قُرَيْشٍ خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الإِبِلَ، أَحْنَاهُ عَلَى طِفْلٍ، وَأَرْعَاهُ عَلَى

২৭. তিরমিযী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৩১০৯।
২৮. মুসলিম হা/১৪৩৭; মিশকাত হা/৩১৯০।
২৯. আহমাদ, ইরওয়া ৭/৭৪; আদাবুয যিফাফ, পৃঃ ৭১, সনদ হাসান।

Contents

زَوْجٍ فِى ذَاتِ يَدِه. 'কুরাইশ বংশীয়া নারীরা উটে আরোহণকারী সকল নারীদের তুলনায় উত্তম। এরা শিশু সন্তানের উপর অধিক স্নেহশীলা হয়ে থাকে আর স্বামীর সম্পদের প্রতি খুব যত্নবান হয়ে থাকে।[৩০]

ঢ. লজ্জাশীলা :

লজ্জা ঈমানের অঙ্গ।[৩১] সুতরাং উত্তম নারীদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে লজ্জাশীলা হওয়া। পক্ষান্তরে যার লজ্জা নেই সে যা ইচ্ছা তাই করতে পারে।[৩২]

এতদ্ব্যতীত মনে-প্রাণে স্বামীর উপদেশ শ্রবণ করা ও মান্য করা, স্বামীর সাথে অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ না করা ও উচ্চ শব্দে কথা না বলা, বরং কথাবার্তায় শালীনতা বজায় রাখা, বাকবিতণ্ডা না করা, স্বামীর পিতামাতা ও ভাই-বোনদের প্রতি ইহসান করা ইত্যাদি উত্তম ও গুণবতী নারীদের বৈশিষ্ট্যের অন্তর্গত।

[চলবে]

---

৩০. বুখারী হা/৩৪৩৪, ৫০৮২, ৫৩৬৫; মুসলিম ৪৪/৪৯ হা/২৫২৭; মিশকাত হা/৩০৮৪।
৩১. বুখারী হা/২৪, ৬১১৮; মুসলিম হা/৩৬; মিশকাত হা/৫০৭০।
৩২. বুখারী হা/৩৪৮৪, ৬১২০; মিশকাত হা/৫০৭২।

মানুষের সার্বিক জীবনকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে পরিচালনার গভীর প্রেরণাই হ'ল আহলেহাদীছ আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত বইয়ের প্রাপ্তিস্থান

ঢাকা : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিক্রয় কেন্দ্র, ২২০ বংশাল, ০১৮৩৫-৪২৩৪১১; আনোয়ার হোসেন, আনোয়ার বুক ডিপো, ৫০, বাংলাবাজার, ০১৯২৪-৭৩৩৮১৫; মীযানুর রহমান, মুহাম্মাদপুর, ০১৭৩৬-৭০০২০২; আনীসুর রহমান, মাদারটেক, ০১৭১৮-৭৫৫৩৫৫; বাবু টেলিকম, মিরপুর, ০১৭১৩-২০৩৩৯৬; মাহমূদুল হাসান, সততা লাইব্রেরী, ধামরাই, ০১৭২৪৪৮৪২৩৪; তাসলীম পবলিকেশন্স, কাঁটাবন, ০১৯১৯-৯৬২৯১৯।

গাযীপুর : বেলাল হোসাইন, তাওহীদ লাইব্রেরী, গাযীপুর, ০১৯১৩-০৭০৩৮৪; আব্দুছ ছামাদ শিকদার, ইসলামিয়া লাইব্রেরী, আনসার একাডেমী, গাযীপুর, ০১৮২৫-৭৯১৮৭১; বাদশা মিয়া, ০১৭১৩-২৬৯৮৬০; মুহাম্মাদ এনামুল হক, সুমাইয়া লাইব্রেরী, মাওনা চৌরাস্তা, ০১৯২২-১৫৭৫৭৩; সোহেল আহমাদ সুফল, ০১৯২৫-৪১৮২২০।

চট্টগ্রাম : হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, চট্টগ্রাম শাখা, ই.পি. জেড, ০১৮৩৮-৬৬৯৩৬৫।

কুমিল্লা : মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ, ইকরা লাইব্রেরী, বুড়িচং, ০১৫৫৭-০০০৩৭৭; কামাল আহমাদ, লাকসাম, ০১৮১২০৪৩৬৭১; ইসলামী জ্ঞানের আলো লাইব্রেরী, ০১৬৭৬-৭৪৭৫৩২; বিসমিল্লাহ লাইব্রেরী, ০১৬৮০-৩৫৫১৯০।

সিলেট : আব্দুছ ছবূর, ই,সি,এস, লাইব্রেরী, সিলেট, ০১৭১২-৬৬৮৩৪৫। **মাগুরা :** ইলিয়াস, ০১৯২৮-৭০৭৬৪৩।

হবিগঞ্জ : আল-ফুরকান লাইব্রেরী, ০১৭২৮৭৫৭৮৬১। **নীলফামারী :** এ.এস.এম. আব্দুস সালাম, বিদ্যা বুক হাউস, ০১৭২৮৩৪৬৩১৩।

জামালপুর : আনীসুর রহমান, আরিফ ফার্মেসী এণ্ড ইসলামিয়া লাইব্রেরী, সরিষাবাড়ী, জামালপুর, ০১৯১৬-৭৬৯৭৩৪।

নরসিংদী : আব্দুল্লাহ ইসহাক, মাধবদী, ০১৯৩২০৭২৪৯২। **বাগের হাট :** শেখ জার্জিস আহমাদ ০১৭১৩-৯০৫৩১৬।

যশোর : মুহসিন, হেলাল বুক ডিপো, দড়াটানা, ০১৭২৮-৩৩৮২৮৫। **ময়মনসিংহ :** আবুল কালাম, ০১৭৬৭-৪৬৮৮০৫।

কুষ্টিয়া : তুহিন রেযা, কুষ্টিয়া, ০১৭২২-২২৫৫৮০। **সিরাজগঞ্জ :** মুহাম্মাদ ওয়াসিম, শাপলা লাইব্রেরী ০১৭২৮-২৪৭০৮৮।

খুলনা : আব্দুল মুকীত, খুলনা, ০১৯২০-৪৬০১৩১। **লালমণিরহাট :** শাহ আলম, ফাহমিদা লাইব্রেরী, মহিষখোচা, ০১৯১৬-৪৯১৭৯৮; সালেহা লাইব্রেরী ০১৭১১-২১৭২৮৮; তাজ লাইব্রেরী ০১৭২৪-৮৪৩২৮৩।

সাতক্ষীরা : হাবীবুর রহমান, ০১৭৪০-৬২৬০৫৭; মাগফুর রহমান বাবলু, বাঁকাল, ০১৭১৬-১৫০৯৫৩; আব্দুস সালাম, মল্লিক লাইব্রেরী, কলারোয়া, ০১৭৪৮-৯১০৮২৫।

পাবনা : গোলজার হোসেন, চেতনা বই বিতান, ০১৯২১-৪৮০২২৩; শিরিণ বিশ্বাস, ০১৯১৫-৭৫২৭১১; রেযাউল করীম খোকন, রূপালী কনফেকশনারী, ০১৭১৪-২৩১৩৬২; আব্দুল লতীফ, ০১৭৬১৭০৬৯৪১।

মেহেরপুর : সাইফুল ইসলাম, জোনাকী লাইব্রেরী, ০১৭১০১১৮৫১৪; রবীউল ইসলাম, মুজিব নগর বুকস্টল, বড় বাজার, ০১৭৫৬-৬২৭০৩১।

রংপুর : রেযাউল করীম, দারুসুন্নাহ লাইব্রেরী, সেন্ট্রাল রোড, ০১৭৪০-৪৯০১৯৯; মুহাম্মাদ বেলাল, ০১৭২৩-৯৩৭৯৮৭।

দিনাজপুর : হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, বিরামপুর শাখা, দিনাজপুর, ০১৭৮০-৬৫০১১১; ছাদিক হোসেন, মদীনা লাইব্রেরী, রাণীর বন্দর, ০১৭২৩-৮৯০৯১২; মুনীরুয্যামান, যুবসংঘ লাইব্রেরী, পার্বতীপুর, ০১৭৪৪-৩৬৯৬৯৪; সাজ্জাদ হোসেন তুহিন, ০১৭৮৩-৮২২৫৯৫।

বগুড়া : শাহীন, শাহীন লাইব্রেরী, ০১৭৪১-৩৪৫৫৯৮; মামূন, আদর্শ লাইব্রেরী, ০১৭১৮-৪০৮২৬৯; আনীসুর রহমান, সেনানিবাস, ০১৭৪২-১৬৪৭৮২; আল-মদিনা লাইব্রেরী ০১৭১৪-৯৩৮০৮৭; মদিনা অক্সফোর্ড লাইব্রেরী ০১৭১৬-৫৩৬৫৪৯।

চাঁপাই নবাবগঞ্জ : হাদীছ ফাউণ্ডেশন পাঠাগার, শিবতলা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, ০১৭৩০-৯২৫৭৬৬; ডাঃ মহসিন, ০১৭২৪-১৩৩৬৭২; নূরুল হুদা, নাচোল বরেন্দ্র ইসলামী পাঠাগার, ০১৭৭০-৩৮৩৯৫৩; হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, কানসাট ০১৭৪০-৮৫৬৬০৯।

জয়পুর হাট : আল-আমিন, বটতলী বাজার, ০১৭৫৮-০৯৮৫৮০।

ঠাকুর গাঁও : আব্দুল বারী, মীম লাইব্রেরী, ০১৭১৭-০০৪১১৬; মুহাম্মাদ আবুবকর, মাকতাবাতুল হুদা, ০১৭৬০-৫৮৮১০৯।

নওগাঁ : আফযাল হোসাইন, ০১৭১০-০৬০৪৭১; আতাউর রহমান, হামিদিয়া লাইব্রেরী, ০১৭৬৫-৬৪৮১২৩; শাহজালাল লাইব্রেরী, ০১৭৪১-৩৮৮৮৯৪; মাদরাসা লাইব্রেরী ০১৭৭০-৬৩২৮৩২।

রাজশাহী : হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, কাজলা, মতিহার ০১৭৩৪-২৪৬৪৮১।

নীলফামারী : এডুকেশন সেন্টার অব ইসলাম, নাউতারা বাজার, ডিমলা ০১৭৮৩-৮৫৫৭৩২।

Contents

ইখলাছ

*মূল (আরবী) : মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ**
*অনুবাদ : মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক***

(২য় কিস্তি)

পূর্বসূরি মনীষীদের কথা :

বর্ণিত আয়াত ও হাদীছসমূহ অধ্যয়ন করে আমাদের পূর্বসূরিরা ইখলাছের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। ইখলাছশূন্যতার কুফল কী এবং ইখলাছ রক্ষায় কী সুফল পাওয়া যায় তা তাঁরা ভালভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছেন। এজন্য তাঁরা তাঁদের রচনাবলীর শুরুতেই নিয়ত সংক্রান্ত হাদীছ তুলে ধরেছেন। যেমন ইমাম বুখারী (রহঃ) নিম্নোক্ত হাদীছ দ্বারা তাঁর ছহীহ বুখারীর সূচনা করেছেন, إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ 'নিশ্চয়ই সকল কাজ নিয়তের উপর নির্ভরশীল'।[১]

আব্দুর রহমান বিন মাহদী (রহঃ) বলেছেন, لَوْ صَنَّفْتُ كِتَابًا فِي الْأَبْوَابِ، لَجَعَلْتُ حَدِيْثَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي الْأَعْمَالِ بِالنِّيَّاتِ فِي كُلِّ بَابٍ- 'আমি যদি একাধিক অধ্যায় সম্বলিত গ্রন্থ রচনা করতাম তাহ'লে আমি প্রত্যেক অধ্যায়ের সূচনাতে ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) বর্ণিত নিয়তের হাদীছটি উল্লেখ করতাম'।[২]

তাঁরা তো কাজের থেকে নিয়তের গুরুত্ব বেশী বলেছেন। ইয়াহইয়া ইবনু আবু কাছীর বলেছেন, তোমরা কিভাবে নিয়ত করতে হয় তা শেখ। কেননা তা আমলের থেকেও বেশী গুরুত্ব বহন করে।[৩]

মনীষীগণ সাধারণ লোকদের ইখলাছ শিক্ষাদানের উপর খুব গুরুত্ব দিতেন। ইবনু আবী জামরা (রহঃ) বলেন, আমার মন বলে ফক্বীহদের মধ্যে এমন কেউ হওয়া চাই যার কাজই হবে কেবল লোকদের আমলের উদ্দেশ্য শেখানো। কোন আমলের নিয়ত কী হবে কেবল তা শিক্ষাদানে সে নিজেকে সর্বদা নিয়োজিত রাখবে।[৪] কেননা অনেকেই অনেক কিছু পায় বটে, কিন্তু তাদের নিয়ত শুদ্ধ থাকে না।

এর বিপরীতে যারা লোক দেখানো কাজ করে এবং যারা দুনিয়ার সুবিধা লাভের জন্য কাজ করে আল্লাহ তা'আলা তাদের নিন্দা করেছেন এবং তাদের পরিণাম কী দাঁড়াবে তা বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ বলেন, مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لاَ يُبْخَسُونَ- أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 'যে ব্যক্তি পার্থিব জীবন ও তার জাঁকজমক কামনা করে, আমরা তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের ফল দুনিয়াতেই পূর্ণভাবে দিয়ে দিব। সেখানে তাদেরকে কোনই কমতি করা হবে না'। এরা হ'ল সেইসব লোক যাদের জন্য পরকালে জাহান্নাম ছাড়া কিছুই নেই। দুনিয়াতে তারা যা কিছু (সৎকর্ম) করেছিল আখেরাতে তা সবটাই বরবাদ হবে এবং যা কিছু উপার্জন করেছিল সবটুকুই বিনষ্ট হবে (বাতিল আক্বীদা ও লোক দেখানো সৎকর্মের কারণে)' *(হূদ ১১/১৫-১৬)*।

অন্যত্র তিনি বলেছেন, مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيْهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيْدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلاَهَا مَذْمُوْمًا مَدْحُوْرًا- 'যে ব্যক্তি দুনিয়া কামনা করে, আমরা সেখানে যাকে যা ইচ্ছা করি দিয়ে দেই। পরে তার জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত করি। সেখানে সে প্রবেশ করবে নিন্দিত ও লাঞ্ছিত অবস্থায়' *(ইসরা ১৭/১৮)*। তিনি আরও বলেন, مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِيْ حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيْبٍ- 'যে ব্যক্তি আখেরাতের ফসল কামনা করে, আমরা তার ফসল বৃদ্ধি করে দেই। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার ফসল কামনা করে, আমরা তাকে সেখান থেকে কিছু দেই। কিন্তু আখেরাতে তার জন্য কোনই অংশ থাকবে না' *(শূরা ৪২/২০)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الأَصْغَرُ. قَالُوْا وَمَا الشِّرْكُ الأَصْغَرُ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ: الرِّيَاءُ، يَقُوْلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا جُزِىَ النَّاسُ بِأَعْمَالِهِمْ اذْهَبُوْا إِلَى الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تُرَاءُوْنَ فِى الدُّنْيَا فَانْظُرُوْا هَلْ تَجِدُوْنَ عِنْدَهُمْ جَزَاءً-

'সবচেয়ে ভয়ংকর যে জিনিসের ভয় আমি তোমাদের জন্য করি তা হ'ল ছোট শিরক। তারা বললেন, ছোট শিরক কী হে আল্লাহ্র রাসূল? তিনি বললেন, রিয়া বা লোক দেখানো কাজ। ক্বিয়ামতের দিন যখন মানুষকে তাদের আমলের প্রতিদান দেওয়া হবে, তখন আল্লাহ তাদের বলবেন, তোমরা তাদের কাছে যাও, দুনিয়াতে তোমরা যাদের দেখিয়ে দেখিয়ে আমল করতে। দেখ তাদের কাছে কোন প্রতিদান পাও কি-না'।[৫]

সুতরাং হে আমার মুসলিম ভাই-বোন! আপনি নিজের জন্য উল্লিখিত দু'টি পন্থার একটি নির্বাচন করুন। হয় আল্লাহ্র জন্য ইখলাছ ও তাঁর সন্তোষ লাভের জন্য ইবাদত হবে, নয় রিয়া বা লোক দেখানো কাজ ও দুনিয়ার স্বার্থ থাকবে।

** সঊদী আরবের প্রখ্যাত আলেম ও দাঈ। ** ঝিনাইদহ।*
১. *বুখারী হা/১; মুসলিম হা/১৯০৭; মিশকাত হা/১।*
২. *জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম ১/৮।*
৩. *হিলয়াতুল আওলিয়া ৩/৭০; জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম ১/১৩।*
৪. *আল-মাদখাল ১/১।*
৫. *আহমাদ হা/২৩৬৮০, ২৩৬৮৬; মিশকাত হা/৫৩৩৪; ছহীহ আত-তারগীব হা/৩২।*

আপনি আরও জেনে রাখুন, মানুষ তাদের নিয়ত অনুযায়ী হাশরের ময়দানে উত্থিত হবে। নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّمَا يُبْعَثُ النَّاسُ عَلَى نِيَّاتِهِمْ 'মানুষ কেবলই তাদের নিয়ত অনুসারে উত্থিত হবে'।[৬]

এসব জানার পর ভাই-বোন আমার! আপনি নিজেকে যেন কখনই ভর্ৎসনা না করেন। যদি কিনা আপনি রিয়াকারীদের সাথে ধ্বংসপ্রাপ্তদের তালিকাভুক্ত হয়ে পড়েন।

ইখলাছের ফল :

ইখলাছের যেমন অনেক উপকারিতা রয়েছে, তেমনি বহু ফলও রয়েছে। নেককার ঈমানদার বান্দার অন্তরে যখন ইখলাছ বিদ্যমান থাকে তখন সে এসব উপকারিতা ও ফল লাভ করে থাকে। এখানে ইখলাছের কিছু ফল তুলে ধরা হ'ল :

১. আল্লাহ্র নিকট আমল কবুল হওয়া :

আবু উমামা আল-বাহেলী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ اللهَ لاَ يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلاَّ مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا وَابْتُغِىَ بِهِ وَجْهُهُ- 'নিশ্চয়ই আল্লাহ ঐ আমল কবুল করেন না, যা তার জন্য খালেছ হয় না এবং যা স্রেফ তাঁর চেহারা অন্বেষণের লক্ষ্যে না হয়'।[৭]

২. ছওয়াব লাভ :

সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِى بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلاَّ أُجِرْتَ عَلَيْهَا- 'তুমি যা কিছু আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের নিয়তে খরচ করবে অবশ্যই তার পুরস্কার পাবে'।[৮]

৩. ইখলাছ গুণে ছোট আমলও বড় আমলে রূপান্তরিত :

ইবনুল মুবারক (রহঃ) বলেন, رُبَّ عَمَلٍ صَغِيْرٍ تُعَظِّمُهُ النِّيَّةُ، وَرُبَّ عَمَلٍ كَبِيْرٍ تُصَغِّرُهُ النِّيَّةُ 'নিয়ত গুণে অনেক ছোট আমলও বড় আমলে পরিণত হয়; আবার অনেক বড় আমলও ছোট আমলে পরিণত হয়'।[৯]

৪. পাপ ক্ষমা :

ইখলাছ গোনাহ মাফের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপায়। ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেছেন, একটা আমলও যদি বান্দা এমনভাবে করতে পারে, যাতে আল্লাহ্র জন্য পরিপূর্ণভাবে ইখলাছ ও ইবাদত বজায় থাকে, তাহ'লে আল্লাহ তা'আলা তার বিনিময়ে ঐ বান্দার কবীরা গোনাহ পর্যন্ত মাফ করে দিতে পারেন। যেমন আব্দুল্লাহ বিন 'আমর ইবনুল 'আছ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

يُصَاحُ بِرَجُلٍ مِنْ أُمَّتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُءُوْسِ الْخَلاَئِقِ فَيُنْشَرُ لَهُ تِسْعَةٌ وَتِسْعُوْنَ سِجِلاًّ كُلُّ سِجِلٍّ مَدَّ الْبَصَرِ ثُمَّ يَقُوْلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ هَلْ تُنْكِرُ مِنْ هَذَا شَيْئًا فَيَقُوْلُ لاَ يَا رَبِّ فَيَقُولُ أَظَلَمَتْكَ كَتَبَتِى الْحَافِظُوْنَ ثُمَّ يَقُوْلُ أَلَكَ عُذْرٌ أَلَكَ حَسَنَةٌ فَيُهَابُ الرَّجُلُ فَيَقُولُ : لاَ. فَيَقُولُ : بَلَى إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَات وَإِنَّهُ لاَ ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ فَتُخْرَجُ لَهُ بِطَاقَةٌ فِيهَا أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ قَالَ فَيَقُولُ يَا رَبِّ مَا هَذِهِ الْبِطَاقَةُ مَعَ هَذِهِ السِّجِلاَّتِ، فَيَقُولُ : إِنَّكَ لاَ تُظْلَمُ. فَتُوضَعُ السِّجِلاَّتُ فِى كِفَّةٍ وَالْبِطَاقَةُ فِى كِفَّةٍ فَطَاشَتِ السِّجِلاَّتُ-

'ক্বিয়ামতের দিন আমার উম্মতের একজনকে সমগ্র সৃষ্টির সামনে ডাকা হবে। তারপর তার সামনে ৯৯টি ভলিউম খুলে ধরা হবে। প্রতিটি ভলিউমের দৈর্ঘ্য একজন মানুষের দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত। অতঃপর আল্লাহ তাকে বলবেন, তুমি কি এর কোনটা অস্বীকার করতে চাও? সে বলবে, না হে আমার রব! তিনি বলবেন, সংরক্ষণকারীরা কি এ লিখনে তোমার প্রতি কোন যুলুম করেছে? অতঃপর তিনি বলবেন, তোমার কি কোন ওযর আছে? তোমার কি কোন নেকী আছে? তখন লোকটি ভীত হয়ে বলবে, না (কোন নেকী নেই)। এ সময় আল্লাহ বলবেন, আমাদের কাছে তোমার কিছু নেকী আছে। আজ তোমার উপর কোন যুলুম করা হবে না। তারপর তার জন্য একটা চিরকুট বের করা হবে; তাতে লেখা থাকবে কালেমা শাহাদত- *আশহাদু আল লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু ওয়া রাসূলুহু*। এ দেখে সে বলবে, এতগুলো ভলিউমের মুকাবেলায় এই চিরকুটের কতটুকু মূল্য আছে? তখন আল্লাহ বলবেন, তোমার প্রতি যুলুম করা হবে না। অতঃপর এ চিরকুট এক পাল্লায় রাখা হবে এবং ভলিউমগুলো অন্য পাল্লায় রাখা হবে। তখন ভলিউমের পাল্লা হাল্কা হয়ে যাবে।[১০]

যে ইখলাছের সাথে সত্য মনে কালেমা *লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ* পড়বে তার অবস্থা এই চিরকুটওয়ালার মত হবে। নচেৎ জাহান্নামী কবীরা গুনাহগার মাত্রই তো কালেমা *লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ* উচ্চারণ করে। কিন্তু তাদের উচ্চারিত কালেমা তাদের পাপের পাল্লা থেকে ভারী হবে না, যেমন ভারী হবে এই চিরকুটওয়ালার পাল্লা।

অন্য হাদীছে এসেছে, أَنَّ امْرَأَةً بَغِيًّا رَأَتْ كَلْبًا فِىْ يَوْمٍ حَارٍّ يُطِيْفُ بِبِئْرٍ قَدْ أَدْلَعَ لِسَانَهُ مِنَ الْعَطَشِ فَنَزَعَتْ لَهُ بِمُوقِهَا فَغُفِرَ لَهَا 'জনৈক পতিতা মহিলা এক গরমের দিনে একটি

৬. *ইবনু মাজাহ হা/৪২২৯; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৩।*
৭. *নাসাঈ হা/৩১৪০, হাদীছ ছহীহ।*
৮. *বুখারী হা/৫৬; মুসলিম হা/১৬২৮; মিশকাত হা/৩০৭১।*
৯. *জামেউল উলূম ওয়াল হিকাম ১/১৩।*
১০. *তিরমিযী হা/২৬৩৯; ইবনু মাজাহ হা/৪৩০০; হাকেম হা/১৯৩৭।*

Contents

কুকুরকে একটা কূপের পাশে চক্কর দিতে দেখল। পিপাসায় তার জিহ্বা বেরিয়ে পড়েছিল। তখন সে তার মোযা খুলে কুকুরটিকে পানি পান করায়। এজন্যে তাকে মাফ করে দেওয়া হয়'।[১১]

এই মহিলা তার অন্তরে অবস্থিত নির্ভেজাল ঈমানের তাকীদে কুকুরটিকে পানি পান করিয়েছিল। ফলে তাকে মাফ করে দেওয়া হয়। নচেৎ যখনই কোন পতিতা কুকুরকে পানি পান করাবে আর অমনি ক্ষমা পেয়ে যাবে, তা কখনই হবে না।[১২]

আমল বাস্তবায়ন করতে না পারলেও শুধু ইখলাছের খাতিরে ছওয়াব লাভ :

ইখলাছ দ্বারা মানুষ যে আমল করতে ইচ্ছুক তা সম্পাদনে অক্ষম হ'লেও তার ছওয়াব ঠিকই পেয়ে যায়। এমনকি বিছানায় মরেও সে শহীদ ও মুজাহিদদের সমমর্যাদায় পৌঁছে যায়। নবী করীম (ছাঃ) যাদেরকে অর্থাভাবে তার সঙ্গে জিহাদে নিতে পারেননি তাদের প্রশংসায় আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, وَلاَ عَلَى الَّذِيْنَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لاَ أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلاَّ يَجِدُوْا مَا يُنْفِقُوْنَ- 'আর ঐসব লোকদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই যারা তোমার নিকট এজন্য আসে যে, তুমি তাদের (জিহাদে যাবার) জন্য বাহনের ব্যবস্থা করবে। অথচ তুমি বলেছ যে, আমার নিকটে এমন কোন বাহন নেই যার উপর তোমাদের সওয়ার করাব। তখন তারা এমন অবস্থায় ফিরে যায় যে, তাদের চক্ষুসমূহ হ'তে অশ্রু প্রবাহিত হ'তে থাকে এই দুঃখে যে, তারা এমন কিছু পাচ্ছে না যা তারা ব্যয় করবে' *(তওবা ৯/৯২)*।

আনাস বিন মালেক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ أَقْوَامًا بِالْمَدِيْنَةِ خَلْفَنَا، مَا سَلَكْنَا شِعْبًا وَلاَ وَادِيًا إِلاَّ وَهُمْ مَعَنَا فِيْهِ، حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ- 'মদীনাতে আমাদের পিছে এমন কিছু লোক রয়েছে যে, আমরা যেই গিরিপথ কিংবা উপত্যকাই অতিক্রম করি না কেন, সেখানে তারা আমাদের সাথে থাকে; ওযরবশতঃ তারা আটকা পড়ে গেছে'।[১৩] অন্য বর্ণনায় এসেছে, إِلاَّ شَرِكُوْكُمْ فِى الأَجْرِ 'তারা (প্রতিটি ক্ষেত্রে) ছওয়াবে তোমাদের সাথে শরীক থাকে'।[১৪]

আনাস বিন মালেক কর্তৃক নবী করীম (ছাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, مَنْ سَأَلَ اللهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ اللهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ- 'যে ব্যক্তি খাঁটি মনে শাহাদত লাভের দো'আ করবে, আল্লাহ তাকে শহীদদের স্তরে পৌঁছে দিবেন, যদিও সে বিছানায় শুয়ে মারা যায়'।[১৫]

এমনিভাবে নিয়ত গুণে একজন গরীব লোকও দানশীল ধনী লোকের সমতুল্য ছওয়াব লাভ করতে পারে। আবু কাবশা আল-আনমারী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَثَلُ هَذِهِ الأُمَّةِ كَمَثَلِ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ : رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالاً وَعِلْمًا فَهُوَ يَعْمَلُ بِعِلْمِهِ فِيْ مَالِهِ يُنْفِقُهُ فِيْ حَقِّهِ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ عِلْمًا وَلَمْ يُؤْتِهِ مَالاً فَهُوَ يَقُوْلُ : لَوْ كَانَ لِيْ مِثْلُ هَذَا عَمِلْتُ فِيْهِ مِثْلَ الَّذِيْ يَعْمَلُ. قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُمَا فِى الأَجْرِ سَوَاءٌ... 'এই উম্মতের উদাহরণ চারজন লোকের ন্যায়। একজন যাকে আল্লাহ অর্থ-বিত্ত ও বিদ্যা প্রদান করেছেন। সে তার অর্থ ব্যয় করে এবং অর্থের হক যথাযথ পরিশোধ করে। আরেকজনকে আল্লাহ শুধু বিদ্যা দিয়েছেন, অর্থ-সম্পদ দেননি। সে বলে, আমার যদি এ লোকের মত সম্পদ থাকত, তাহ'লে আমিও তার মত আমল করতাম। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ছওয়াব লাভে এরা দু'জনই সমান...।[১৬]

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে যা আলোচনার দাবী রাখে। কোন লোক হয়তো কোন আমল করতে আসলে অক্ষম নয়, কিন্তু সে মনে মনে ঐ আমল করার ইচ্ছা করে আর ভাবে, তার এই ইচ্ছার জন্য সে ছওয়াব পাবে এবং সেই ইচ্ছাকে সে নেক নিয়ত মনে করে। কিন্তু আসলে তা তার কুপ্রবৃত্তির অলীক আশা ও শয়তানী প্রবঞ্চনা মাত্র।

আমরা অনেককে দেখতে পাই, হয়তো সে বাড়িতে বসে কিংবা শুয়ে আছে, মসজিদে ছালাতে যাচ্ছে না, কিন্তু মনে মনে বলছে, আমি ছালাতে যেতে ভালবাসি। আর ভাবছে, আমার এই বলাতেই আমি মসজিদে গিয়ে জামা'আতে ছালাতের ছওয়াব পাব। এ ধরনের লোক আমাদের বর্ণিত ছওয়াব অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং হাদীছের আওতায়ও তারা পড়ে না। সুতরাং এ সম্বন্ধে হুঁশিয়ার থাকতে হবে।

ইখলাছের বদৌলতে মুবাহ ও অভ্যাস জাতীয় কাজও ইবাদতে রূপান্তরিত হয়, যার মাধ্যমে উচ্চমর্যাদা অর্জিত হয়:

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِى بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلاَّ أُجِرْتَ عَلَيْهَا، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِيْ فِيْ امْرَأَتِكَ-

সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের নিয়তে তুমি যে কোন প্রকার ব্যয়ই কর না কেন, সেজন্য তুমি

১১. মুসলিম হা/২২৪৫।
১২. ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ৬/২১৮-২২১।
১৩. বুখারী হা/২৮৩৯।
১৪. মুসলিম হা/১৯১১।
১৫. মুসলিম হা/১৯০৯; মিশকাত হা/৩৮০৮।
১৬. ইবনু মাজাহ হা/৪২২৮; আহমাদ হা/১৮০৫৩; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৬।

ছওয়াব পাবে। এমনকি তোমার স্ত্রীর মুখে যে খাদ্যের গ্রাস তুলে দিয়ে থাক সেজন্যও'।[১৭]

কল্যাণ লাভের এ এক মহৎ উপায়। যখনই কোন মুসলিম এ পথে প্রবেশ করবে তখনই সে মহা কল্যাণ ও অঢেল ছওয়াব লাভ করবে। আমরা যদি আমাদের নিত্যকার অভ্যাসে ও মুবাহমূলক কাজে আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের নিয়ত করি তাহ'লে অবশ্যই আমরা মহা পুরস্কার ও প্রচুর ছওয়াব লাভ করব।

যুবাইদ আল-ইয়ামী (রহঃ) বলেছেন, প্রতিটি কথায় ও কাজে আমার আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার নিয়ত থাকা আমি খুব পসন্দ করি, এমনকি খাদ্য-পানীয় গ্রহণের ক্ষেত্রেও।[১৮]

প্রিয় পাঠক! আপনি বাস্তব থেকে গৃহীত এই দৃষ্টান্তগুলো গ্রহণ করুন, আপনার প্রাত্যহিক জীবনে এগুলো কাজে আসতে পারে।

১. অনেকে খোশবু ব্যবহার করতে পসন্দ করে। সে যদি মসজিদে যাওয়ার আগে খোশবু মাখার সময় আল্লাহ্র ঘরের সম্মান করা এবং মানুষ ও ফেরেশতাদের তার মুখ ও দেহের গন্ধ দ্বারা কষ্ট দেওয়া থেকে হেফাযত করার নিয়ত করে তাহ'লে অবশ্যই ছওয়াব পাবে।

২. আমরা সবাই খাদ্য ও পানীয়ের মুখাপেক্ষী। কিন্তু যে খাদ্য-পানীয় গ্রহণ দ্বারা আল্লাহ্র ইবাদতে শক্তি অর্জনের নিয়ত করবে সে ছওয়াব পাবে।

৩. অধিকাংশ মানুষের বিবাহ করা প্রয়োজন। জৈবিক চাহিদা মিটাতে সাধারণত তারা বিবাহ করে। কিন্তু যদি বিবাহ দ্বারা তারা স্বামী-স্ত্রীর চারিত্রিক পবিত্রতা এবং এমন সন্তান কামনা করে যারা তাদের অবর্তমানে আল্লাহ্র ইবাদত করবে তাহ'লে সেজন্য তারা ছওয়াবের অধিকারী হবে।

৪. বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের লেখা-পড়ায় ভাল নিয়তের ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। একজন মেডিকেল ছাত্র তার অধ্যয়নে ভবিষ্যতে মুসলিম জনগোষ্ঠীর চিকিৎসা দানের নিয়ত করতে পারে। অনুরূপভাবে প্রকৌশল ও অন্যান্য শাখার শিক্ষার্থীরা প্রত্যেকেই তাদের বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের জ্ঞান দ্বারা ইসলাম ও মুসলিমদের সেবার নিয়ত করতে পারে।

এরূপ আরো অনেক বিষয় রয়েছে। আমাদের মধ্যে তো এমন কেউ নেই যার জীবন-জীবিকার জন্য কোন শ্রম দিতে হয় না বা পরিবার-পরিজনের জন্য ব্যয় করতে হয় না। আবার ঘুমানোর প্রয়োজন নেই এমনও কেউ নেই। তাহ'লে হে পাঠক! এসব মুবাহ কাজে খাঁটি নিয়ত আর ছওয়াবের প্রত্যাশা হ'তে পারে বিচার দিবসে আপনার মুক্তির অসীলা।

শয়তান থেকে আত্মরক্ষা :

শয়তান যখন আল্লাহ্র বান্দাদের বিপথগামী করার জন্য স্বপ্রণোদিত হয়ে অঙ্গীকার করেছিল তখন সে আল্লাহ্র খাঁটি বান্দাদের তা থেকে বাদ রেখেছিল। সে বলেছিল, إِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ 'তবে তাদের মধ্য থেকে তোমার নির্বাচিত বান্দারা ব্যতীত' *(হিজর ১৫/৪০)*।

তাহ'লে দেখা যাচ্ছে, যে ইখলাছের দুর্গে আশ্রয় নেয় শয়তান তাকে বিপথগামী করার সুযোগ পায় না। মা'রূফ কারখী (রহঃ) নিজের মনকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, হে মন! তুই ইখলাছ অবলম্বন কর বা খাঁটি হয়ে যা, তাহ'লে তুই মুক্তি পাবি।[১৯]

কুমন্ত্রণা ও লৌকিকতা থেকে নিরাপদ থাকা :

আবু সুলাইমান আদ-দারানী (রহঃ) বলেছেন, বান্দা যখন ইখলাছের সাথে কাজ করে তখন কুমন্ত্রণা ও লৌকিকতা থেকে সে বহুলাংশে নিরাপদ থাকে।[২০]

ফিৎনা-ফাসাদ হ'তে মুক্তি :

ইখলাছ বা আল্লাহ তা'আলার প্রতি নিষ্ঠার মাধ্যমে মানুষ ফিৎনা থেকে মুক্তি পায়। প্রবৃত্তির লালসার শিকার হওয়া থেকে সে আত্মরক্ষা করতে পারে, পাপাচারী দুর্নীতিবাজদের খপ্পর থেকে তার রেহাই মেলে। ইখলাছের ফলেই আল্লাহ তা'আলা ইউসুফ (আঃ)-কে মিশরীয় মন্ত্রীর স্ত্রীর কুপ্রস্তাব থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন। ফলে তাঁকে পাপাচার ও অন্যায়ের পাঁকে পড়তে হয়নি। আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلاَ أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوْءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ- 'উক্ত মহিলা তার বিষয়ে কুচিন্তা করেছিল এবং সেও তার প্রতি কল্পনা করত যদি না সে স্বীয় পালনকর্তার প্রমাণ অবলোকন করত। এভাবেই এটা একারণে যাতে আমরা তার থেকে যাবতীয় মন্দ ও অশ্লীল বিষয় সমূহ সরিয়ে দেই। নিশ্চয়ই সে ছিল আমাদের মনোনীত বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত' *(ইউসুফ ১২/২৪)*।

দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি, জীবিকা বৃদ্ধি :

মুখলেছ ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা যেমন দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দেন, তেমনি জীবিকাতে প্রাচুর্য দান করেন। এ বিষয়ে আনাস বিন মালিক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ كَانَتِ الآخِرَةُ هَمَّهُ جَعَلَ اللهُ غِنَاهُ فِىْ قَلْبِهِ وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِىَ رَاغِمَةٌ وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ جَعَلَ اللهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ مَا قُدِّرَ لَهُ- 'যার জীবনের লক্ষ্য হবে আখিরাত আল্লাহ তার অন্তরকে ধনী করে দিবেন। তার সব সুযোগ-সুবিধা একত্রিত করে দিবেন এবং দুনিয়া (ধন-সম্পদ) তার পায়ে লুটিয়ে পড়বে। আর যার জীবনের লক্ষ্য হবে দুনিয়া

---

১৭. *বুখারী হা/৪৫; মুসলিম হা/১৬২৮; মিশকাত হা/৩০৭১।*
১৮. *আল-ইখলাছ ওয়ান নিয়্যাত, পৃঃ ৬২।*
১৯. *গাযালী, ইইয়াউ উলূমিদ্দীন ৩/৪৬৫।*
২০. *মাদারিজুস সালিকীন ২/৯২।*

আল্লাহ তা'আলা দারিদ্র্যকে তার নিত্যসঙ্গী করে দিবেন। তার গোছানো বিষয় ছিন্নভিন্ন করে দিবেন এবং তার জন্য যতটুকু বরাদ্দ তার বাইরে সে দুনিয়ার কিছুই পাবে না'।[২১]

বিপদ থেকে উদ্ধার :

ইহজীবনে মানুষ নানা বিপদাপদের সম্মুখীন হয়। ইখলাছপূর্ণ জীবন-যাপন করলে আল্লাহ সেসব বিপদ থেকে তাকে উদ্ধার করেন। বিপদগ্রস্ত এমন তিনজন মানুষের কথা হাদীছে এসেছে যারা ইখলাছ বা সততার গুনে বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়েছিলেন।

ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'তিন ব্যক্তি পথে হাঁটছিল। এমন সময় বৃষ্টি শুরু হ'লে তারা একটি পাহাড়ী গুহায় আশ্রয় নিল। এ সময় একটি পাথর গড়িয়ে পড়ে তাদের গুহার মুখ বন্ধ করে দিল। তখন তারা পরস্পরে বলাবলি করল, তোমাদের জীবনের সর্বোত্তম আমলের অসীলা দিয়ে আল্লাহ্র নিকট দো'আ কর। তখন তাদের একজন বলল, ইয়া আল্লাহ, আমার দু'জন অতি বৃদ্ধ মাতা-পিতা ছিলেন। আমি পশু চরাতে বাড়ী থেকে বের হয়ে যেতাম। তারপর বাড়ী ফিরে দুধ দোহন করতাম। সেই দুধ নিয়ে আমার মাতা-পিতাকে দিতাম তারা তা পান করতেন। পরে শিশুদের এবং আমার স্ত্রী-পরিজনদের পান করতে দিতাম। এক রাতে আমি আটকা পড়ে গেলাম। যখন বাড়ি এলাম তখন মাতা-পিতা দু'জনেই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। আমি তাদের জাগাতে অপসন্দ করলাম। এদিকে ছোট ছেলে-মেয়েরা আমার পায়ের কাছে ক্ষুধায় কাতরাচ্ছিল। কিন্তু ভোর পর্যন্ত মাতা-পিতা ঘুমিয়েই রইলেন, আর আমিও তাদের অপেক্ষায় জেগে রইলাম। হে আল্লাহ! তোমার যদি মনে হয়, আমি একাজ তোমাকে সন্তুষ্ট করার জন্য করেছি তাহ'লে তুমি আমাদের জন্য গুহাটা এতটুকু ফাঁকা করে দাও যাতে আমরা আকাশ দেখতে পারি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, অতঃপর তাদের জন্য গুহার এক তৃতীয়াংশ ফাঁকা করে দেওয়া হ'ল।

এবার দ্বিতীয়জন বলল, হে আল্লাহ! তোমার জানা আছে- আমি আমার এক চাচাতো বোনকে ততোধিক ভালবাসতাম যতটা একজন পুরুষ কোন নারীকে ভালবাসে। সে আমাকে বলেছিল, একশ' দীনার না দেওয়া পর্যন্ত তার মনোস্কামনা পূরণ হবে না। আমি চেষ্টা করে ঐ পরিমাণ অর্থ জমা করলাম। অতঃপর আমি যখন তার সঙ্গে মিলিত হ'তে গেলাম এবং তার দু'পায়ের মাঝে বসলাম তখন সে আমাকে বলল, আল্লাহকে ভয় কর এবং অবৈধভাবে মোহর ছিন্ন কর না। আমি তখন তাকে ছেড়ে উঠে পড়লাম। (হে আল্লাহ) এখন যদি তোমার মনে হয়, আমি ঐ কাজ তোমাকে সন্তুষ্ট করার জন্য করেছি তাহ'লে আমাদের জন্য গুহার মুখটা আরেকটু ফাঁকা করে দাও। এবার গুহার মুখটা দুই-তৃতীয়াংশ ফাঁকা হয়ে গেল।

পরিশেষে তৃতীয়জন বলল, হে আল্লাহ, তোমার জানা আছে, আমি এক ফারাক (ওযন বিশেষ) ভুট্টার বিনিময়ে একজন মজুর নিয়োগ করেছিলাম। আমি তাকে ভুট্টা দিতে গেলে সে তা নিতে অস্বীকার করে। আমি সেই এক ফারাক ভুট্টা জমিতে বপন করি। তাতে যে ফসল হয় তা দিয়ে এক পাল গরু কিনি এবং একজন রাখাল নিয়োগ করি। অনেককাল পরে লোকটা এসে বলল, ওহে আল্লাহ্র বান্দা! আমার পাওনা আমাকে দাও। আমি বললাম, ঐ যে গরুর পাল ও তাদের রাখালকে দেখছ, ওখানে যাও। ওগুলো সবই তোমার। সে বলল, তুমি কি আমার সাথে তামাশা করছ? আমি বললাম, আমি তোমার সঙ্গে তামাশা করছি না। আসলে ওগুলো তোমারই। হে আল্লাহ! তুমি যদি মনে কর, আমি একাজ তোমার সন্তোষ অর্জনের মানসে করেছি তাহ'লে আমাদের মুক্ত করে দাও। অতঃপর আল্লাহ তাদের মুক্ত করে দিলেন'।[২২]

নিষ্ঠাবান ও মানুষের মাঝে সংঘটিত বিষয়ে আল্লাহই যথেষ্ট :

ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) বলেন, হক যদি কোন ব্যক্তির নিজের বিরুদ্ধেও যায় আর সে খালেছ বা খাঁটি নিয়তে ঐ হকের পক্ষে থাকে, তাহ'লে তার ও অন্যান্য মানুষের মাঝে যত যা কিছু হবে তাতে আল্লাহ তা'আলা তার সহায় থাকবেন'।[২৩]

ইখলাছওয়ালা প্রজ্ঞার অলঙ্কারে ভূষিত :

ইমাম মাকহূল (রহঃ) ছিলেন একজন খ্যাতিমান হাদীছবেত্তা। তিনি বলেছেন, কোন বান্দা যদি কখনো একাধারে চল্লিশ দিন যাবৎ ইখলাছের সাথে আমল করে তাহ'লে তার অন্তর থেকে মুখ পর্যন্ত প্রজ্ঞার ঝর্ণাধারা উৎসারিত হবে।[২৪]

ইখলাছের বদৌলতে বান্দা ভুল করলেও ছওয়াব পায় :

একজন গবেষক মুজতাহিদ, দ্বীনের আলিম, ফক্বীহ কিংবা ন্যায়বিচারক যখন তার গবেষণা বা ইজতিহাদে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের নিয়ত করে এবং সত্য ও সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হ'তে যথাসাধ্য চেষ্টা করে, তখন যদি সে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে নাও পারে তবুও সে ছওয়াব লাভ করবে।

ইখলাছেই যাবতীয় কল্যাণ :

ইমাম দাঊদ আত-তাঈ (রহঃ) বলেছেন, আমি দেখেছি, সদিচ্ছা বা ভাল নিয়তই কেবল সকল কল্যাণকে জড়ো করতে পারে। নিয়ত মোতাবেক কাজ করতে না পারলেও শুধু নিয়ত গুণেই কল্যাণ তোমার হাতে ধরা দিবে।[২৫] মুখলিছ বান্দাদের জন্য যখন এতসব ফায়েদা তখন আমাদের উচিত হল মুখলিছ হওয়া।

[চলবে]

---

২১. *তিরমিযী হা/২৪৬৫; দারেমী হা/২২৯; ছহীহাহ হা/৯৪৯।*

২২. *বুখারী হা/২১০২; মুসলিম হা/২৭৪৩।*

২৩. *বায়হাকী, সুনানুল কুবরা ১০/২৫০।*

২৪. *মাদারিজুস সালিকীন ২/৯২।*

২৫. *আল ইখলাছ ওয়ান নিয়্যাত ৬৪; জামিউল উলূম ওয়াল হিবাম-১৩।*

মুসলিম উম্মাহ্র পদস্খলনের কারণ

*মীযানুর রহমান**

মুসলিম উম্মাহ আজ সোজা-সরল পথ পরিহার করে বাঁকা পথে চলছে। ফলে তারা বহুধাবিভক্ত হয়ে পড়েছে। তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক হ্রাস পেয়েছে। শৌর্য-বীর্য হারিয়ে বাতিলের দ্বারে দ্বারে ঘুরছে। বাতিলরা তাদের উপর কর্তৃত্ব করছে। পরস্পরের মযবূত ঈমানী বন্ধুত্বের স্থান দখল করেছে শত্রুতা। এ সবকিছুর মূলে রয়েছে মুসলিম উম্মাহ্র পদস্খলন তথা কুরআন ও সুন্নাহ্র পথ থেকে সরে যাওয়া। আলোচ্য নিবন্ধে মুসলিম উম্মাহ্র পদস্খলনের কয়েকটি মৌলিক কারণ সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনা করার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ্।

প্রথম কারণ : ধর্মে বাড়াবাড়ি (الغلو في الدين) :

গুলূ (غلو) তথা ধর্ম পালনে বাড়াবাড়ি, এটা মুসলিম উম্মাহ্র পদস্খলনের অন্যতম কারণ। আদম (আঃ)-কে পৃথিবীতে প্রেরণের পর থেকে তাওহীদ বা এক আল্লাহ্র ইবাদতের লক্ষ্যে মানবজাতির জীবন যাত্রার সূচনা হয়। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'আদম ও নূহ (আঃ)-এর মাঝে দশ শতাব্দীর ব্যবধান ছিল। আর এ দীর্ঘ সময় তারা সবাই খাঁটি মুসলিম ছিলেন'।[১] অতঃপর কালক্রমে তারা নেক ও সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে গিয়ে সীমালংঘন শুরু করে। ফলে তাদের আক্বীদা-বিশ্বাসে ভ্রষ্টতার অনুপ্রবেশ ঘটে। নেককার বান্দাদের সম্পর্কে বাড়াবাড়ি করার সুযোগে শয়তান তাদের মূর্তি তৈরী করে তার পূজা করাকেই তাদের জন্য মনোহর করে তুলে। ইমাম বুখারী (রহঃ) তাঁর ছহীহ গ্রন্থে উল্লেখ করেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَقَالُوْا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوْثَ وَيَعُوْقَ وَنَسْرًا– 'তারা বলে, তোমরা তোমাদের উপাস্যদের ত্যাগ কর না এবং ত্যাগ কর না ওয়াদ, সুয়া, ইয়াগূছ, ইয়াঊক ও নাসরকে' *(নূহ ৭১/২৩)*।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'এরা নূহ (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত নেককার বান্দা ছিলেন। তাদের মৃত্যুর পর শয়তান তাদের অনুসারীদেরকে এই বলে প্ররোচিত করল যে, তোমরা যেসব মহাপুরুষের পদাঙ্ক অনুসরণ করে উপাসনা কর, তারা যে জায়গাগুলিতে বসতো সেখানে যদি তাদের প্রত্যেকের নামে প্রতিমা স্থাপন করে রেখে দাও, তাহ'লে তোমাদের উপাসনা পূর্ণতা লাভ করবে এবং বিনয় ও একাগ্রতা অর্জিত হবে। শয়তানের ধোঁকা বুঝতে না পেরে তারা মহাপুরুষদের প্রতিকৃতি তৈরী করে উপাসনালয়ে স্থাপন করল এবং তাদের স্মৃতি জাগরিত করে ইবাদতে বিশেষ মনোযোগ আসতে লাগল। কালক্রমে তারা সবাই দুনিয়া থেকে বিদায় নিল এবং নতুন এক বংশধর তাদের স্থলাভিষিক্ত হ'ল। পরবর্তী প্রজন্মের কাছে এ মূর্তিগুলি তৈরী এবং তা স্থাপনের প্রকৃত রহস্য অজানা ছিল। এ সুযোগে শয়তান এসে তাদেরকে বলল, তোমাদের পূর্বপুরুষরা এই মূর্তিগুলোরই উপাসনা করত। সুতরাং তোমরাও কর। তারা শয়তানের ফাঁদে পড়ে সেগুলোর পূজা শুরু করে দিল। এভাবেই তাদের ইবাদতের মধ্যে শিরকের সংমিশ্রণ ঘটল, যার মূল কারণ ছিল নেক ও সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের প্রতি ভালবাসায় অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ি।

গুলূ বা ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি একটি মারাত্মক ব্যাধি, যা আক্বীদা ও বিশ্বাসকে বিনষ্ট করে ফেলে। জাতিকে ধ্বংস করে। কারণ এর ফলে মানুষ আল্লাহ্র নির্দেশকে লংঘন করে এবং তাঁর বিধান পালনে সীমাতিক্রম করে। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করতে এবং কাউকে সম্মান করার ক্ষেত্রে অতিরঞ্জিত করতে নিষেধ করেছেন। তা আক্বীদা-বিশ্বাস, কথা ও কর্ম যে কিছুর মাধ্যমেই হোক না কেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ 'হে আহলে কিতাবগণ! তোমরা তোমাদের দ্বীনের মধ্যে বাড়াবাড়ি করো না' *(নিসা ৪/১৭১)*। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য যে সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তা অতিক্রম করো না। অত্র আয়াতে 'আহলে কিতাব' বলতে ইহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ তাদেরকে দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছেন এবং উম্মতে মুহাম্মাদীকেও একই নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি রাসূল (ছাঃ)-কে উদ্দেশ্য করে বলেন, فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ 'অতএব তুমি যেভাবে আদিষ্ট হয়েছ সেভাবে দৃঢ় থাক এবং যারা তোমার সাথে (শিরক ও কুফরী থেকে) তওবা করেছে তারাও। আর তোমরা সীমালংঘন করো না। নিশ্চয়ই তিনি তোমাদের সকল কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করেন' *(হূদ ১১/১১২)*।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِى الدِّيْنِ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوُّ فِى الدِّيْنِ 'তোমরা দ্বীনের মধ্যে বাড়াবাড়ি করা থেকে বিরত থেকো। কেননা তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা দ্বীনের ব্যাপারে সীমালংঘনের কারণেই ধ্বংস হয়েছে'।[২]

রাসূল (ছাঃ) কবরের পাশে কিংবা কবরের উপরে মসজিদ নির্মাণ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। কেননা ছালেহীনের কবরের পাশে ইবাদত করলে তা একপর্যায়ে তাদেরই ইবাদত হয়ে যেতে পারে। একদা উম্মু হাবীবা ও উম্মু সালামা (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-কে হাবশায় (আবিসিনিয়া) অবস্থিত গির্জার কথা বলেন, যাতে কিছু ছবি ও মূর্তি ছিল। তিনি শুনে বললেন, أُولَئِكَ إِذَا كَانَ فِيْهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ

---

* *লিসান্স, এম. এ (অধ্যয়নরত), মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব।*

১. *মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, নবীদের কাহিনী ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫১।*

২. *নাসাঈ হা/৩০৫৭; ইবনু মাজাহ হা/৩০২৯; ছহীহাহ হা/১২৮৩।*

Contents

فَمَاتَ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، وَصَوَّرُوْا فِيْهِ تِلْكَ الصُّوَرَ، فَأُوْلَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ– 'ওরা এমন জাতি যে, তাদের মধ্যে কোন নেককার লোক মারা গেলে তারা তার কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ করত এবং তাদের (সম্মানার্থে) সেখানে ছবি ও মূর্তি স্থাপন করতো। ওরাই কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট সৃষ্টি হিসাবে পরিগণিত হবে'।[৩] তেমনিভাবে রাসূল (ছাঃ) তাঁর অতিরঞ্জিত প্রশংসা করতে নিষেধ করে বলেন, لاَ تُطْرُوْنِى كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، فَقُوْلُوْا عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ 'তোমরা আমার প্রশংসায় অতিরঞ্জন কর না, যেমন নাছারারা (খ্রীষ্টানরা) মারিয়াম পুত্র ঈসা (আঃ)-এর ব্যাপারে করেছে। আমি কেবল আল্লাহ্র বান্দা। সুতরাং তোমরা বল, আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁর রাসূল'।[৪]

الإطراء প্রশংসায় বাড়াবাড়ি অর্থাৎ কারো প্রশংসার ব্যাপারে বাতিল ও মিথ্যার মাধ্যমে সীমালংঘন করা। আর রাসূল (ছাঃ) لا تطروني 'তোমরা আমার অতিশয় প্রশংসা কর না'-এর অর্থ তোমরা আমার মিথ্যা প্রশংসা কর না। অথবা তোমরা আমার প্রশংসা করার ব্যাপারে সীমাতিক্রম কর না।

الغلو তথা বাড়াবাড়ি বিষয়টি খ্রীষ্টানদের মাঝে ব্যাপক। কেননা তারা আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে ঈসা (আঃ)-কে উপাস্য হিসাবে গ্রহণ করেছে। তারা তাঁর ইবাদত করে যেমন আল্লাহ্র ইবাদত করে। এমনকি যারা নিজেদেরকে ঈসা (আঃ)-এর অনুসারী দাবী করে, তারা তাদেরকে মা'ছূম বা নিষ্পাপ মনে করে, তাদের প্রতিটি কথা হক বা বাতিল যাই হোক না কেন, তারা তা বিশ্বাস করে এবং অন্ধের মত তা অনুসরণও করে। অপরপক্ষে ইহুদীরা ঈসা (আঃ)-এর ব্যাপারে খ্রীষ্টানদের পুরো বিরোধী আক্বীদা পোষণ করে এবং তারা তাঁকে জারজ সন্তান মনে করে (নাঊযুবিল্লাহ)।

রাসূল (ছাঃ) যে বাড়াবাড়িকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন, উম্মতে মুহাম্মাদীও তাতেই লিপ্ত। যেমন অনেক মানুষ আল্লাহ্র দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করেছে এবং তাদের জন্য নির্ধারিত সীমারেখা অতিক্রম করেছে। ফলে তারা ইহুদী-খ্রীষ্টান ও তাদের সমতুল্যদের সাথে মিলে গেছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে সম্প্রদায় যাদের সাথে সাদৃশ্য রাখে, তারা তাদেরই দলভুক্ত'।[৫] যেমন চতুর্থ খলীফা আলী (রাঃ)-এর খেলাফতকালে ধর্মত্যাগী খারেজীদের আবির্ভাব ঘটেছিল। তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার কারণে তিনি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। আর এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) নির্দেশ দিয়েছেন, যা ছহীহ হাদীছ গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে। অনুরূপ রাফেযী, কাদারিয়া, জাহমিয়া ও মু'তাযিলারাও দ্বীনের মধ্যে সীমালংঘন করেছে। তিনি আরোও বলেন, 'রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে নিজেকে মুসলিম দাবী করে এবং পর্যাপ্ত ইবাদত করার পরও দ্বীনের বাপারে বাড়াবাড়ি করার কারণে কাউকে যদি ইসলাম বহির্ভূত গণ্য করা হয়ে থাকে, তাহ'লে জেনে রাখা দরকার যে, বর্তমানে নিজেকে কুরআন-সুন্নাহ্র অনুসারী দাবী করেও একই কারণে দ্বীন থেকে খারিজ হ'তে পারে। এর অনেকগুলো কারণ রয়েছে। তন্মধ্যে (غلو) তথা ধর্মের নামে এমন বাড়াবাড়ি করা, যাকে আল্লাহ তা'আলা কুরআন কারীমে তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন, 'হে আহলে কিতাব! তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না' *(নিসা ৪/১৭১)*।

উপরোক্ত অলোচনা হ'তে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, মানবজাতি যে সকল ফিৎনায় পতিত হয়, তন্মধ্যে বাড়াবাড়ি সবচেয়ে বড়। আর মুসলিম উম্মাহ্র সঠিক দ্বীন এবং সুস্থ চিন্তা-চেতনা থেকে বিচ্যুত হওয়ার অন্যতম কারণ ধর্মীয় বিষয়ে সীমালংঘন, যা মানুষকে গায়রুল্লাহ্র ইবাদতের দিকে ঠেলে দেয়। যেমন আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে আওলিয়া ও নেককার বান্দাদের নৈকট্য কামনা করা, তাদেরকে অসীলা হিসাবে গ্রহণ করা, তাদের কবরের পাশে ছালাত আদায়, তাদের কাছে দো'আ ও মাগফিরাত কামনা করা, যবেহ করা, মানত করা, নযর মানা, কবর তওয়াফ করা এবং এসবের মাধ্যমে বরকত কামনা করা ইত্যাদি। এসবই শিরকের অন্তর্ভুক্ত, যা থেকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে সতর্ক করেছেন।

দ্বিতীয় কারণ : ধর্ম সম্বন্ধে অজ্ঞতা (الجهل بالدين) :

ধর্মীয় বিষয়ে অজ্ঞতা একটি মারাত্মক ব্যাধি, যা মানুষকে পথভ্রষ্ট করে এবং এক পর্যায়ে তাকে ধ্বংসে নিপতিত করে। তাই মুসলিম জাতির সঠিক পথ হ'তে বিচ্যুতির অন্যতম কারণ এই ধর্মীয় অজ্ঞতা। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

إِنَّ اللهَ لاَ يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا، يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا، اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوْسًا جُهَّالاً فَسُئِلُوْا، فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوْا وَأَضَلُّوْا–

'আল্লাহ তা'আলা মানুষের নিকট থেকে বিদ্যা একেবারে তুলে নিবেন না। তবে আলেমগণকে তুলে নেয়ার মাধ্যমে ইল্ম উঠিয়ে নিবেন। এমনকি একজন আলেমও অবশিষ্ট থাকবে না। তখন মানুষ মূর্খ লোকদেরকে নেতা হিসাবে গ্রহণ করবে। অতঃপর তাদেরকে (দ্বীনের বিষয়ে) জিজ্ঞেস করা হ'লে তারা না জেনেই ফৎওয়া দিবে। ফলে তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হবে এবং অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে'।[৬]

৩. বুখারী হা/১৩৪১; মুসলিম হা/৫২৮; নাসাঈ হা/৭০৪।
৪. বুখারী হা/৩৪৪৫; মিশকাত হা/৪৮৯৭।
৫. আবু দাউদ হা/৪০৩৩; মিশকাত হা/৪৩৪৭; ছহীহুল জামে' হা/২৮৩১।
৬. বুখারী হা/১০০; মুসলিম হা/২৬৭৩; মিশকাত হা/২০৬।

ইমাম নববী (রহঃ) অত্র হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেন, 'উল্লিখিত হাদীছে আলেমগণের বক্ষ হ'তে ইলম উঠিয়ে নেয়া উদ্দেশ্য নয়। বরং এর অর্থ হ'ল আলেমগণের মৃত্যু হবে, আর মানুষ অজ্ঞ লোকদেরকে ধর্মীয় বিষয়ে ফায়ছালাকারী হিসাবে গ্রহণ করবে। ফলে তারা না জেনেই ফায়ছালা দিবে। এতে করে তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হবে এবং অন্যদেরও পথভ্রষ্ট করবে'।[৭]

হাদীছে 'ইলম' দ্বারা কিতাব ও সুন্নাতের জ্ঞান বুঝানো হয়েছে, যা নবীগণের উত্তরাধিকার হিসাবে আলেমগণ পেয়ে থাকেন। তাই তাঁদের চলে যাওয়ায় ইলমও উঠে যাবে, সুন্নাত মৃত্যুবরণ করবে, বিদ'আত ছড়িয়ে পড়বে ও অজ্ঞতা ব্যাপক আকার ধারণ করবে। পক্ষান্তরে দুনিয়াবী শিক্ষা তো দিন দিন বৃদ্ধির পথে। ফলে হাদীছ দ্বারা যে এই বিদ্যা উদ্দেশ্য নয় তা স্পষ্ট। এর প্রমাণ রাসূল (ছাঃ)-এর বাণী, فَسُئِلُوْا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوْا وَأَضَلُّوْا– 'তাদেরকে (ফৎওয়া) জিজ্ঞেস করা হ'লে তারা না জেনেই ফৎওয়া দিবে, ফলে নিজেরা পথভ্রষ্ট হবে এবং অন্যদেরকেও বিপথগামী করবে'। আর ভ্রষ্টতা কেবলমাত্র শারঈ জ্ঞান না থাকলে হয়ে থাকে। কারণ প্রকৃত আলেমগণ ইলম অনুযায়ী আমল করেন, জাতিকে দিকনির্দেশনা দেন এবং তাদেরকে সত্য ও সঠিক পথের দিশা দেন। আর সবচেয়ে বড় মূর্খতা হ'ল আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞান না থাকা এবং তাঁর সম্পর্কে না জেনেই কিছু বলা, তিনি যা হারাম করেছেন, তা হালাল সাব্যস্ত করা, অথবা যা হালাল করেছেন, তা হারাম করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ–

'তুমি বল, নিশ্চয়ই আমার প্রভু প্রকাশ্য ও গোপন সকল প্রকার অশ্লীলতা হারাম করেছেন এবং হারাম করেছেন সকল প্রকার পাপ ও অন্যায় বাড়াবাড়ি। আর তোমরা আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করো না যে বিষয়ে তিনি কোন প্রমাণ নাযিল করেননি এবং আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কথা বলো না যে বিষয়ে তোমরা কিছু জানো না' *(আ'রাফ ৭/৩৩)*। তিনি আরোও বলেন, فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ– 'অতএব ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা বড় যালেম আর কে আছে, যে মানুষকে পথভ্রষ্ট করার জন্য বিনা প্রমাণে আল্লাহ্র উপরে মিথ্যারোপ করে? নিশ্চয়ই আল্লাহ যালেম সম্প্রদায়কে সুপথ প্রদর্শন করেন না' *(আন'আম ৬/১৪৪)*। সুতরাং যে ব্যক্তি না জেনে ফৎওয়া দিবে, তাকে নিঃসন্দেহে নিজের পাপ এবং তা অনুযায়ী আমলকারীর পাপের বোঝা বহন করতে হবে।

মহান আল্লাহ্ বলেন, لِيَحْمِلُوْا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِيْنَ يُضِلُّوْنَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلاَ سَاءَ مَا يَزِرُوْنَ 'ফলে কিয়ামতের দিন ওরা পূর্ণমাত্রায় বহন করবে ওদের পাপভার এবং তাদের পাপভার যাদেরকে ওরা অজ্ঞতা হেতু বিভ্রান্ত করেছে। সাবধান! কতই না নিকৃষ্ট ভার তারা বহন করবে' *(নাহল ১৬/২৫)*।

অজ্ঞতার ভয়াবহ বিপদ ব্যক্তির মাঝে এমনভাবে লুকিয়ে থাকে যে, সে অহংকারবশতঃ সত্য শ্রবণে বিমুখ থাকে এবং সেটাকে ভারী বোঝা মনে করে। জ্ঞান অর্জনকে সে ভয়ঙ্কর ছায়ামূর্তি বা ভূত-প্রেতের মত অদ্ভুত বলে ধারণা করে। এমনকি সে ধারণা করে যে, তা অর্জন করা তার পক্ষে মোটেই সম্ভব নয়। ফলে সে আজীবন অজ্ঞই থেকে যায়। অজ্ঞতা থেকে মুক্তির একমাত্র কার্যকারী ঔষধ শরী'আতের জ্ঞান তথা কুরআন ও সুন্নাতের জ্ঞান অর্জন করা। কুরআন কারীমের অনেক জায়গায় এবং রাসূল (ছাঃ)-এর বহু অমিয় বাণীতে জ্ঞানার্জনের প্রতি উৎসাহিত করার পাশাপাশি জ্ঞানীদের মর্যাদা বর্ণনা ও তার ফযীলত আলোচিত হয়েছে। মহান আল্লাহ্ বলেন, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ– '(হে নবী!) তুমি বল, যারা জানে আর যারা জানে না তারা কী সমান? উপদেশ কেবল তারাই গ্রহণ করে, যারা বুদ্ধিমান' *(যুমার ৩৯/৯)*। তিনি আরো বলেন, يَرْفَعِ اللهُ الَّذِيْنَ آمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ أُوتُوْا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ– 'তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার এবং জ্ঞানপ্রাপ্ত, আল্লাহ তাদের মর্যাদা উঁচু করবেন, তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে সবিশেষ অবগত' *(মুজাদালাহ ৫৮/১১)*। মহান আল্লাহ আরোও বলেন, إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ 'আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে কেবল আলেমগণই তাঁকে ভয় করে' *(ফাত্বির ৩৫/২৮)*।

জ্ঞানের গুরুত্ব ও ফযীলত সম্পর্কে হাদীছে সবিস্তার বর্ণনা এসেছে। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ– 'আল্লাহ যার দ্বারা কল্যাণ চান, তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করেন'।[৮] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِىْ اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالاً فَسُلِّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِىْ الْحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الْحِكْمَةَ، فَهُوَ يَقْضِىْ بِهَا وَيُعَلِّمُهَا–

'কেবল দু'টি বিষয়ে ঈর্ষা করা বৈধ। এমন ব্যক্তি যাকে আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন, সে তা হক্বের পথে ব্যয় করেছে।

৭. মিরকাত ১/২৯০ পৃঃ।

৮. বুখারী হা/৩১১৬, ৭৩১২; মুসলিম হা/১০৩৭; মিশকাত হা/২০০।

Contents

আর ঐ ব্যক্তি যাকে আল্লাহ হিকমত (শরী'আতের জ্ঞান) দান করেছেন, অতঃপর সে তা দ্বারা বিচার ফায়ছালা করে এবং তা অন্যকেও শিক্ষা দেয়'।[৯] তিনি আরো বলেন,

مَثَلُ مَا بَعَثَنِى اللهُ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ الْغَيْثِ الْكَثِيْرِ أَصَابَ أَرْضًا، فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَّةٌ قَبِلَتِ الْمَاءَ، فَأَنْبَتَتِ الْكَلأَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيْرَ، وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ الْمَاءَ، فَنَفَعَ اللهُ بِهَا النَّاسَ، فَشَرِبُوْا وَسَقَوْا وَزَرَعُوْا، وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَةً أُخْرَى، إِنَّمَا هِىَ قِيْعَانٌ لاَ تُمْسِكُ مَاءً، وَلاَ تُنْبِتُ كَلأً، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقِهَ فِىْ دِيْنِ اللهِ وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِى اللهُ بِهِ، فَعَلِمَ وَعَلَّمَ،

'আল্লাহ আমাকে যে হেদায়াত ও ইলম দিয়ে পাঠিয়েছেন তার দৃষ্টান্ত হ'ল যমীনের উপর পতিত প্রবল বর্ষণের ন্যায়। কোন কোন ভূমি থাকে উর্বর যা সেই পানি শুষে নিয়ে প্রচুর ঘাসপাতা এবং তরুলতা উৎপাদন করে। আর কোন কোন ভূমি থাকে এমন কঠিন যা পানি আটকে রাখে। আল্লাহ তা দিয়ে মানুষের উপকার করেন; তারা নিজেরা পান করে ও (পশুপালকে) পান করায় এবং তা দ্বারা চাষাবাদ করে। আবার কোন কোন জমি রয়েছে যা একেবারে মসৃণ ও সমতল; তা না পানি আটকে রাখে আর না কোন ঘাসপাতা উৎপাদন করে। এই হ'ল সেই ব্যক্তির দৃষ্টান্ত যে দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করে এবং আল্লাহ আমাকে যা দিয়ে প্রেরণ করেছেন তাতে সে উপকৃত হয়। ফলে সে নিজে শিক্ষা করে এবং অন্যকেও শিখায়'।[১০]

এতদ্ব্যতীত কুরআন কারীমে ও হদীছে নববীতে আরোও অনেক দলীল রয়েছে, যাতে ইল্‌মের ফযীলত ও তা অর্জনের প্রতি উৎসাহিত করার পাশাপাশি সে অনুযায়ী আমল করার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

তৃতীয় কারণ : ধর্মে বিদ'আত সৃষ্টি (الابتداع في الدين) :

মুসলিম জাতির পথভ্রষ্ট হওয়ার আরেকটি বড় কারণ বিদ'আত। বিদ'আত (البدعة) অর্থ নতুন সৃষ্টি। পূর্ব দৃষ্টান্ত ছাড়াই কোন কিছু উদ্ভাবন করাকে বিদ'আত বলা হয়। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, بَدِيْعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُوْلُ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ– 'তিনিই নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলকে অনস্তিত্ব হ'তে অস্তিত্বে আনয়নকারী। যখন তিনি কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেন, তখন বলেন, হও! অতঃপর হয়ে যায়' *(বাক্বারাহ ২/১১৭)*। কোন ব্যক্তি যদি এমন একটি বিষয় উপস্থাপন করে, যা ইতিপূর্বে কেউ করেনি তাহ'লে বলা হয়, সে বিদ'আত নিয়ে এসেছে। অর্থাৎ নতুন কিছু নিয়ে এসেছে।

পারিভাষিক অর্থে বিদ'আতের পরিচয় দিতে গিয়ে ইমাম শাত্বেবী (রহঃ) বলেন, 'দ্বীনের মধ্যে এমন নতুন পন্থা সৃষ্টি করা, যা শরী'আত মনে করে করা হয় এবং এর মাধ্যমে আল্লাহ্‌র ইবাদতের ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন করা হয়'। মোটকথা বিদ'আত হ'ল দ্বীনের মধ্যে শরী'আত মনে করে নতুন কিছু চালু করা, যা কুরআন ও হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয় এবং ছাহাবায়ে কেরামের আমল দ্বারাও সমর্থিত নয়। রাসূল (ছাঃ) দ্বীনের মধ্যে বিদ'আত সৃষ্টি করতে নিষেধ করেছেন এবং তা থেকে সতর্ক করেছেন। তিনি তাঁর উম্মতের জন্য স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন যে, দ্বীনের মধ্যে প্রত্যেকটি বিদ'আতই গোমরাহী। হাদীছে এসেছে,

عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلاَةَ الصُّبْحِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللهِ كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا فَقَالَ أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِى فَسَيَرَى اخْتِلاَفًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِى وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ–

'ইরবায ইবনে সারিয়া (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে ফজরের ছালাত আদায় করালেন। অতঃপর আমাদের দিকে মুখ করে এমন সারগর্ভ বক্তব্য দিলেন, যাতে আমাদের অন্তর ভয়ে প্রকম্পিত হ'ল এবং চক্ষু অশ্রুসিক্ত হ'ল। এক ব্যক্তি বলল, 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! মনে হয়, এটিই বিদায়ী উপদেশ। সুতরাং আপনি আমাদের আরও ওছিয়ত করুন। তখন তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহভীতি, আমীরের কথা শ্রবণ ও তাঁর আনুগত্যের অছিয়ত করছি, যদিও আমীর হাবশী ক্রীতদাস হয়। আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আমার পরে বেঁচে থাকবে, সে অচিরেই বহু মতভেদ দেখতে পাবে। সুতরাং সে অবস্থায় তোমরা আমার সুন্নাত ও আমার হেদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদার সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরবে এবং তা দৃঢ়ভাবে ধরবে ও মাঢ়ির দাঁত দিয়ে আঁকড়ে ধরে থাকবে। আর তোমরা দ্বীনের মধ্যে নতুন সৃষ্টি থেকে সাবধান থাকবে। কেননা প্রত্যেকটি নতুন সৃষ্টিই বিদ'আত, আর প্রত্যেক বিদ'আতই ভ্রষ্টতা।[১১] তিনি আরো বলেন, مَنْ أَحْدَثَ فِىْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ 'যে ব্যক্তি আমাদের এই দ্বীনের মধ্যে এমন কিছু নতুন চালু করল যা তার অন্তর্ভুক্ত

৯. *বুখারী হা/১৪০৯, ৭১৪১; মুসলিম হা/৮১৬; মিশকাত হা/২০২।*
১০. *বুখারী হা/৭৯; মুসলিম হা/২২৮২; মিশকাত হা/১৫০।*
১১. *ইবনু মাজাহ হা/৪২; মিশকাত হা/১৬৫; ইরওয়াহ হা/২৪৫৫।*

নয়, তা প্রত্যাখ্যাত’।[১২] অন্যত্র তিনি আরো বলেন, مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ ‘যে ব্যক্তি এমন আমল করল যে বিষয়ে আমাদের নির্দেশনা নেই তা প্রত্যাখ্যাত’।[১৩] নিঃসন্দেহে দ্বীনের মধ্যে বিদ‘আত আগেও ছিল, এখনো আছে। আর এটিই মুসলিম উম্মাহ্কে সঠিক পথ হ’তে বিচ্যুতির অন্যতম কারণ, যা মুসলিমদের ঐক্য বিনষ্টে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে এবং একতা-সংহতি ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়েছে। ফলে মানুষ নানা দল ও মতে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। শাত্বেবী (রহঃ) বলেন, ‘অতঃপর কালক্রমে মুসলমানদের সংখ্যা বাড়তে থাকে এবং রাসূল (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় ও তাঁর মৃত্যুর পর ছাহাবীগণের যুগের অধিকাংশ সময় পর্যন্ত ইসলামে কোন ভেজালের অনুপ্রবেশ ঘটেনি। অর্থাৎ ইসলামের স্বকীয়তা বজায় ছিল এবং তাঁরা সকলেই সঠিক পথে ছিলেন। এক পর্যায়ে তাদের মধ্যে সুন্নাত হ’তে বিমুখতার রোগ ছড়িয়ে পড়ে এবং তারা বিদ‘আত সমূহের দিকে ঝুঁকে পড়তে শুরু করে’।[১৪]

বিদ‘আতের উৎপত্তি ও বিকাশ সম্পর্কে শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তায়মিয়া (রহঃ) বলেন, وَاعْلَمْ أَنَّ عَامَّةَ الْبِدَعِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْعُلُومِ وَالْعِبَادَاتِ فِي هَذَا الْقَدَرِ وَغَيْرِهِ إِنَّمَا وَقَعَ فِي الْأُمَّةِ فِي أَوَاخِرِ خِلَافَةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ كَمَا أَخْبَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ قَالَ : مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي– ‘জেনে রাখা দরকার যে, খুলাফায়ে রাশেদা তথা চার খলীফার খেলাফতকালের শেষের দিকে মুসলিম উম্মাহ্র মাঝে ইবাদতের ক্ষেত্রে বিদ‘আত ঢুকে পড়ে। আর এ সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেছেন, ‘তোমাদের মধ্যে যারা আমার পরে জীবিত থাকবে, তারা অচিরেই ব্যাপক মতানৈক্য দেখতে পাবে। সুতরাং সে অবস্থায় তোমরা আমার সুন্নাত ও আমার পরবর্তী খুলাফায়ে রাশেদার সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরবে’।[১৫]

কালক্রমে ক্বাদারিয়াদের বিদ‘আত প্রকাশ পায়। অতঃপর পর্যায়ক্রমে মুরজিয়া, শী‘আ ও খারেজীদের বিদ‘আত ছড়িয়ে পড়ে। যা রাসূল (ছাঃ) ঘোষিত শ্রেষ্ঠ যুগগুলির দ্বিতীয় যুগ তথা ছাহাবায়ে কেরামের সময়ে ঘটে। ঐ সমস্ত বিদ‘আত মাথা চাড়া দিয়ে উঠলে তৎকালীন ছাহাবীগণ এসবের তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং অপসন্দ করেন। অতঃপর মু‘তাযিলাদের বিদ‘আত প্রকাশ পায় এবং মুসলমানদের মাঝে ফিৎনা-ফাসাদ ছড়িয়ে পড়ে। তাদের মধ্যে ব্যাপক মতানৈক্য সৃষ্টি হয়। কিছু মানুষ নিজেদের খেয়াল-খুশীর বশবর্তী হয়ে ঐ সকল বিদ‘আতের দিকে ঝুঁকে পড়ে। এভাবেই দিন দিন বিদ‘আত বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তা বিভিন্নরূপে মুসলিম সমাজে ঢুকে পড়ে।

আধুনিক যুগের বিদ‘আতসমূহ যেমন মীলাদুন্নবী অনুষ্ঠান, বিভিন্ন স্থান ও প্রাচীন নিদর্শনাবলী ও অলী-আওলিয়াদের জীবিত এবং মৃত ব্যক্তির মাধ্যমে বরকত কামনা করা ইত্যাদি। এছাড়া ইবাদতের ক্ষেত্রেও বিদ‘আত চালু রয়েছে যেমন ছালাতের শুরুতে আরবীতে নিয়ত পড়া, ছালাতের পর দলবদ্ধ মুনাজাত করা, বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও মৃতব্যক্তির জন্য দো‘আ করার পর সূরা ফাতিহা পাঠ, মৃতের জন্য মাতম বা শোক সমাবেশের আয়োজন, ভোজের ব্যবস্থা ও কুরআন পাঠকারী ভাড়া করা...ইত্যাদি।

ইসরা ও মি‘রাজ, রাসূল (ছাঃ)-এর হিজরত... ইত্যাদি ধর্মীয় বিষয় উপলক্ষে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা এবং ছূফীদের বিশেষ পদ্ধতিতে যিকির করাও ইসলামী শরী‘আতে নবোদ্ভাবিত কর্ম বা বিদ‘আত। কেননা তাদের যিকিরের বাক্যসমূহ, পদ্ধতি ও সময়ের সাথে শারঈ যিকিরের কোন মিল নেই। বরং তা সম্পূর্ণ বিরোধী ও সাংঘর্ষিক। অনুরূপভাবে কবরের উপর ঘর নির্মাণ করে সেটিকে মসজিদ হিসাবে গ্রহণ করা, বরকতের আশায় সেখানে যিয়ারত করা, মৃতব্যক্তিদের অসীলা কামনা করা, এসবই শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

পরিশেষে ইমাম মালেক (রহঃ)-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ উক্তি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। তাঁর অন্যতম ছাত্র ও শিষ্য ইবনে মাজিশূন (রহঃ) বলেন, আমি ইমাম মালেক (রহঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে বিদ‘আত চালু করল এবং সেটিকে হাসানা বা ভাল মনে করল, সে যেন এমন দাবী করল যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) রিসালতের দায়িত্ব পালনে খেয়ানত করেছেন। কেননা আল্লাহ তা‘আলা বলেন, اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ‘আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম’ *(মায়েদা ৫/৩)*। সুতরাং সেদিন যা দ্বীন ছিল না, আজও তা দ্বীন হিসাবে পরিগণিত হবে না’।[১৬]

(চলবে)

১২. মুসলিম হা/৪৫৮৯; মিশকাত হা/১৪০।
১৩. মুসলিম হা/১৭১৮।
১৪. শাতেবী, আল-ই‘তিছাম ১/১২পৃঃ।
১৫. ঐ, ১/৩৩পৃঃ; ইবনু তায়মিয়া, মাজমূ‘ ফাতাওয়া ১০/২৫৪।
১৬. আল-ই‘তিছাম, ১/৬৪-৬৫ পৃঃ।

হালাল জীবিকা

*মুহাম্মাদ মীযানুর রহমান**

হালাল জীবিকা মুমিন জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুসঙ্গ। শারীরিক ও আর্থিক সকল প্রকার ইবাদত কবুল হওয়ার জন্য পূর্বশর্ত হ'ল হালাল জীবিকা। হালালকে গ্রহণ ও হারামকে বর্জনের মধ্যেই রয়েছে মুমিনের দুনিয়া ও আখেরাতে সফলতা। আলোচ্য প্রবন্ধে এ বিষয়ে আলোচনার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

হালালের পরিচয় :

হালালের আভিধানিক অর্থ হ'ল المباح বা বৈধ। পরিভাষায় হালাল হ'ল, هو المباح الذي انحلت عنه عقد الحظر وأذن الشارع في فعله 'হালাল ঐ বৈধ জিনিস যা নিষেধাজ্ঞার বন্ধন হ'তে মুক্ত এবং শরী'আত যে কর্মের প্রতি অনুমোদন দেয়'।[১] হাদীছের ভাষায়,

اَلْحَلاَلُ مَا أَحَلَّ اللهُ فِى كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللهُ فِى كِتَابِهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ

'আল্লাহ তাঁর কিতাবে যেসব জিনিস হালাল করেছেন তা হালাল এবং আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে যেসব জিনিস হারাম করেছেন তা হারাম। আর যেসব জিনিস সম্পর্কে তিনি নীরব থেকেছেন তা তিনি ক্ষমা করেছেন'।[২]

হালাল ও হারাম বিষয় জানার হুকুম :

প্রত্যেক মুমিনের জন্য হালাল-হারাম সম্পর্কে জানা যরূরী। আহমাদ বিন আহমাদ মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ বলেন,

معرفة الحلال من الحرام فرض عين على كل مسلم مكلف ليكون على بصيرة من دينه حتى لا يقع في المحظور ويخالف أحكام الإسلام،

'শরী'আতের বিধান প্রযোজ্য এমন মুসলিমের জন্য হারাম-হালাল জানা ফরয, যাতে তিনি দ্বীনের ব্যাপারে এমন জাগ্রত জ্ঞানসম্পন্ন হন যেন নিষিদ্ধ বিষয়ে পতিত না হন এবং ইসলামী বিধানের বিরোধিতা না করেন'।[৩]

হালাল জীবিকা উপার্জনের গুরুত্ব :

হালাল জীবিকা উপার্জন করা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একজন মুসলিম কর্মক্ষেত্রে, ব্যবসা-বাণিজ্যে, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য, পানীয় সর্বক্ষেত্রে হালালকে গ্রহণ করবে এবং হারাম ও সন্দেহযুক্ত বস্তু থেকে দূরে থাকবে। আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে বলেন,

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذَا دُعُوْا إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ-

'অথচ মুমিনদের কথা তো কেবল এটাই হ'তে পারে যে, যখন তাদেরকে আল্লাহ ও তার রাসূলের দিকে ডাকা হয় তাদের মধ্যে ফায়ছালা করে দেওয়ার জন্য, তখন তারা বলবে আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম। আর এরাই হ'ল সফলকাম' *(নূর ২৪/৫১)*।

হালাল জীবিকা গ্রহণ করা ওয়াজিব :

আল্লাহ্র শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য মুসলিম ব্যক্তি হালাল জীবিকা গ্রহণ করবে এবং হারাম উপার্জন থেকে বিরত থাকবে। আর এটাই হ'ল আল্লাহ তা'আলার চূড়ান্ত ফায়ছালা। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِيْنٌ- 'হে মানব জাতি! তোমরা পৃথিবী থেকে হালাল ও পবিত্র বস্তু ভক্ষণ কর এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু' *(বাক্বারাহ ২/১৬৮)*।

কুরতুবী (রহঃ) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বিদ্বানগণের নিম্নোক্ত অভিমত তুলে ধরেছেন-

(১) সাহল বিন আব্দুল্লাহ বলেন, النجاة في ثلاثة : أكل الحلال، وأداء الفرائض، والاقتداء بالنبي صلى آله عليه وسلم. 'নাজাত তিনটি জিনিসে। তাহ'ল ১. হালাল খাবার গ্রহণ করা, ২. ফরয সমূহ আদায় করা এবং ৩. নবী করীম (ছাঃ)-এর অনুসরণ করা।

(২) সাঈদ বিন ইয়াযীদ বলেন,

خمس خصال بها تمام العلم، وهي: معرفة الله عز وجل، ومعرفة الحق وإخلاص العمل لله، والعمل على السنة، وأكل الحلال، فإن فقدت واحدة لم يرفع العمل.

'পাঁচটি গুণে ইলমের পূর্ণতা রয়েছে। আর তা হ'ল আল্লাহকে চেনা, হক বুঝা, আল্লাহ্র জন্য ইখলাছপূর্ণ আমল করা, সুন্নাহ মোতাবেক আমল ও হালাল খাদ্য গ্রহণ করা। আর এর একটি নষ্ট হ'লে আমল কবুল হবে না'।[৪]

হালাল জীবিকা ব্যতীত ইবাদত কবুল হয় না :

হালাল রিযক ভক্ষণ ছাড়া আল্লাহ ইবাদত কবুল করেন না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنَ

* *রাণীগঞ্জ, ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।*

১. *মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ, ইত্তিকাউল হারাম ওয়াশ শুবুহাত ফী তালাবির রিযক, (রিয়াদ : দারু কুনুয ইশবিলিয়া, প্রথম সংস্করণ ১৪৩০ হিঃ/২০০৯ খ্রীঃ), পৃঃ ১১।*

২. *তিরমিযী হা/১৭২৬; ইবনু মাজাহ হা/৩৩৬৭; মিশকাত হা/৪২২৮, সনদ হাসান।*

৩. *ঐ, পৃঃ ১১।*

৪. *তাফসীরে কুরতুবী, ২/২০৮, সূরা বাক্বারাহ ১৬৮-নং আয়াতের তাফসীর দ্রঃ।*

السُّحْتِ وَكُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ كَانَتِ النَّارُ أَوْلَى بِهِ. 'যে দেহের গোশত হারাম মালে গঠিত, তা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। হারাম মালে গঠিত দেহের জন্য জাহান্নামই সমীচীন'।[৫] তিনি আরো বলেন, لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ جَسَدٌ غُذِّيَ بِالْحَرَامِ. 'হারাম দ্বারা পরিপুষ্ট দেহ জান্নাতে প্রবেশ করবে না'।[৬]

ইসলাম হালাল জীবিকার প্রতি উৎসাহ প্রদান করে :

হারাম উপার্জন কেবল ব্যক্তি জীবনকে নষ্ট করে না বরং সমাজ জীবনকেও ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এরপরে আখেরাতে ক্ষতি তো আছেই। ইসলামে দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।

(১) হালাল পথে জীবিকা অন্বেষণকারীদের কথা জিহাদের পূর্বে উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَآخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللهِ وَآخَرُوْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِي سَبِيْلِ اللهِ 'কেউ কেউ আল্লাহ্র অনুগ্রহ (জীবিকা) সন্ধানে দেশ ভ্রমণ করবে এবং কেউ কেউ আল্লাহ্র পথে সংগ্রামে লিপ্ত হবে' *(মুযযাম্মিল ৭৩/২০)*।

(২) ছালাত সম্পাদন করার পর হালাল জীবিকা তালাশ করার জন্যে যমীনে ছড়িয়ে পড়ার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেন, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللهِ 'ছালাত সমাপ্ত হ'লে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহ সন্ধান করবে' *(জুম'আহ ৬২/১০)*।

(৩) কখনো ফরয ইবাদত সম্পাদনের ক্ষেত্রেও হালাল জীবিকা উপার্জনকে নিষেধ করে না, বরং এতে উৎসাহ প্রদান করে। যেমন হজ্জ সম্পাদনের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা বলেন, لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ 'তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের অনুগ্রহ লাভের চেষ্টা করলে তাতে তোমাদের পক্ষে কোন অপরাধ নেই' *(বাক্বারাহ ২/১৯৮)*।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, জাহেলী যুগে লোকেরা ওকায ও যুলমাজাযে ব্যবসা-বাণিজ্য করত। কিন্তু যখন ইসলাম আগমন করল তখন তারা হজ্জের সময় এটাকে অপসন্দ করলে আল্লাহ তা'আলা উপরোক্ত আয়াত নাযিল করেন।[৭]

হালাল জীবিকা অর্জনে রাসূল (ছাঃ)-এর উৎসাহ প্রদান :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ– 'নিজ হাতে উপার্জিত খাদ্যের চেয়ে উত্তম খাদ্য কেউ কখনো খায় না। আল্লাহ্র নবী দাঊদ (আঃ) নিজ হাতে উপার্জন করে খেতেন'।[৮]

হালাল জীবিকা অবলম্বনের উপায় :

নিম্নোক্ত বিষয়গুলি মেনে চললে হালাল উপার্জন সহজতর হবে।-

(১) তাক্বওয়া অর্জন ও পরকালীন জবাবদিহিতার ভয় : কোন মানুষ যদি আল্লাহকে ভয় করে তাহ'লে সে হারাম উপার্জন করতে পারে না। তেমনি কেউ যদি পরকালে আল্লাহ্র কাছে সকল আমলের হিসাব দিতে হবে এ ভয় করে তাহ'লে সে সর্বতোভাবে হারাম থেকে বেঁচে থাকবে এবং হালাল উপার্জনে সচেষ্ট হবে।

(২) হালাল জীবিকার উপর তুষ্ট থাকা : শরী'আত সম্মত পথে উপার্জিত রিযিকে সন্তুষ্ট থাকলে হারাম জীবিকা অর্জন থেকে দূরে থাকা সম্ভব হবে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَرْبَعٌ إِذَا كُنَّ فِيْكَ فَلَا عَلَيْكَ مَا فَاتَكَ مِنَ الدُّنْيَا حِفْظُ أَمَانَةٍ وَصِدْقُ حَدِيْثٍ وَحُسْنُ خَلِيْقَةٍ وَعِفَّةٌ فِيْ طُعْمَةٍ. 'যদি চারটি জিনিস তোমার মধ্যে থাকে তাহ'লে দুনিয়ার কোন কিছু হারানোর বিষয়ে পরোয়া করবে না। (সে বিষয়গুলি হ'ল) (১) আমানত রক্ষা করা (২) সত্য কথা বলা (৩) সুন্দর চরিত্র এবং (৪) হালাল খাদ্য গ্রহণ করা'।[৯]

وَعِفَّةٌ فِيْ طُعْمَةٍ অর্থ হ'ল, أن يقنع المسلم ويكتفي ويعف نفسه بالحلال عن طلب الحرام 'মুসলিম অল্পে তুষ্ট থাকবে ও তাকে যথেষ্ট মনে করবে এবং হালাল উপার্জনের মাধ্যমে হারাম থেকে নিজেকে বিরত রাখবে'।[১০]

(৩) আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত বণ্টনের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা :

ধনী-গরীবের মধ্যকার ব্যবধান আল্লাহ তা'আলারই ব্যবস্থাপনা। তিনি যাকে খুশী অঢেল সম্পদ দিয়ে থাকেন। এটা মেনে নেয়া তাকদীরের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। আল্লাহ তা'আলা যাকে যতটুকু সম্পদ দিয়েছেন, এতে সন্তুষ্ট থেকে হারাম জীবিকা উপার্জনের যাবতীয় পথ থেকে দূরে থাকলে হালাল জীবিকা গ্রহণ সহজ হবে। এ দিকে ইঙ্গিত করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, انْظُرُوْا إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَا تَنْظُرُوْا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزْدَرُوْا نِعْمَةَ اللهِ 'তোমাদের চাইতে নিম্ন মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তির দিকে তাকাও এবং তোমাদের চাইতে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্নদের দিকে তাকিও না। আল্লাহ্র দেয়া অনুগ্রহকে তুচ্ছ মনে না করার জন্যে এটাই উৎকৃষ্ট পন্থা'।[১১]

---

৫. আহমাদ, দারেমী, বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান, মিশকাত হা/২৭৭২; ছহীহুল জামে' হা/৪৫১৯।

৬. বায়হাক্বী শু'আবুল ঈমান, মিশকাত হা/২৭৮৭; ছহীহাহ হা/২৬০৯।

৭. বুখারী, হা/২০৯৮; তবারাণী, সূরা বাক্বারাহ ১৯৮নং আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য।

৮. বুখারী, হা/২০৭২।

৯. ছহীহ তারগীব ওয়াত-তারগীব, হা/৪১৮১; ছহীহাহ হা/৭৭৩।

১০. ইত্তিকাউল হারাম ওয়াশ শুবহাত ফি তলাবির রিযক, পৃঃ ২৬।

১১. তিরমিযী হা/২৫১৩; ইবনু মাজাহ হা/৪১৪২, সনদ ছহীহ।

(৪) আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করা ও হালাল জীবিকার উপর অটল থাকা : আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَعَلَى اللهِ فَتَوَكَّلُوْا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ 'তোমরা আল্লাহ্‌র উপরই ভরসা কর, যদি তোমরা মুমিন হও' *(মায়েদাহ ৫/২৩)*। তিনি আরো বলেন, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللهَ بَالِغُ أَمْرِهِ 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, আল্লাহ তাঁর ইচ্ছা পূরণ করবেন' *(তালাক ৬৫/৩)*।

হালাল জীবিকা উপার্জনে শ্রেষ্ঠতম মানুষদের প্রচেষ্টা : প্রথম মানব আদম (আঃ) থেকে শুরু করে সকল যুগের শ্রেষ্ঠ মানবগণ হালাল জীবিকা উপার্জনে তৎপর ছিলেন। তাদের অনুসরণ করলে হালাল উপার্জনের প্রতি আমাদের আগ্রহ সৃষ্টি হবে এবং হারাম উপার্জনের চিন্তা চেতনা বিদূরিত হবে। নবী-রাসূলগণ মানব জাতির শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও তারা আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে বসে থাকেননি। বরং কাজ করেছেন। ঐ সমস্ত শ্রেষ্ঠ মানবদের জীবিকা উপার্জনের কিছু দিক এখানে তুলে ধরা হ'ল, যা থেকে শিক্ষা নিয়ে আমরা আমাদের কর্মজীবনে তা বাস্তবায়ন করতে পারি।

নবী-রাসূলগণ :

আদম (আঃ) : মানব জাতির আদি পিতা আদম (আঃ) ছিলেন একজন কৃষক। যিনি জমিতে ফসল ফলাতেন এবং নিজ হাতে কৃষি যন্ত্রপাতি তৈরী করতেন। আর এ কাজে তাঁর স্ত্রীও সাহায্য করতেন। তিনি একজন রাজ মিস্ত্রীও ছিলেন।[১২]

দাউদ (আঃ) :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِه 'আল্লাহ্‌র নবী দাঊদ (আঃ) নিজ হাতে উপার্জন করে খেতেন'।[১৩]

ইবনু আব্বাস (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত আছে যে, كَانَ دَاوُدُ زَرَّادًا وَكَانَ آدَمُ حَرَّاثًا وَكَانَ نُوحٌ نَجَّارًا وَكَانَ إِدْرِيسُ خَيَّاطًا وَكَانَ مُوْسَى رَاعِيًا 'দাঊদ (আঃ) ছিলেন বর্ম নির্মাতা, আদম (আঃ) ছিলেন কৃষক, নূহ (আঃ) ছিলেন কাঠ মিস্ত্রী, ইদ্রীস (আঃ) ছিলেন দর্জি, মূসা (আঃ) ছিলেন রাখাল'।[১৪]

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, كَانَ زَكَرِيَّاءُ نَجَّارًا 'যাকারিয়া (আঃ) ছিলেন কাঠ মিস্ত্রী'।[১৫]

ইদ্রীস (আঃ) : সর্বপ্রথম ইদ্রীস (আঃ) প্রথম ব্যক্তি যিনি সুতার তৈরী সেলাইযুক্ত পোষাক তৈরী করেন।

নূহ (আঃ) : নূহ (আঃ) নিজ কওমের ছাগল চরাতেন। তিনি কাঠ মিস্ত্রীও ছিলেন। তিনি প্লাবনের পূর্বে স্বহস্তে কাঠের নৌকা তৈরী করেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ 'সে নৌকা নির্মাণ করতে লাগল, আর যখনই তার কওমের প্রধানদের কোন দল তার নিকট দিয়ে গমন করত, তখনই তার সাথে উপহাস করত' *(হূদ ১১/৩৮)*।

ইউসুফ (আঃ) : ইউসুফ (আঃ) ছিলেন মিসরের অর্থমন্ত্রী। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলেন, قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ 'ইউসুফ বলল, আপনি আমাকে রাষ্ট্রীয় কোষাগারের দায়িত্বে নিয়োজিত করুন। নিশ্চয়ই আমি বিশ্বস্ত রক্ষক ও (এ বিষয়ে) বিজ্ঞ' *(ইউসুফ ১২/৫৫)*।

মূসা (আঃ) : মূসার দৈহিক শক্তি ও আমানতদারিতার কারণে আট বা দশ বছর শো'আয়েব (আঃ)-এর ছাগল চরানোর বিনিময়ে তার কন্যাকে বিবাহ করেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ 'নিশ্চয়ই কর্মচারী হিসাবে উত্তম হবে সে ব্যক্তি, যে শক্তিশালী, বিশ্বস্ত'।[১৬]

হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) : আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) কয়েক কীরাতের বিনিময়ে মক্কাবাসীর ছাগল চরাতেন। এ বিষয়ে আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَا بَعَثَ اللهُ نَبِيًّا إِلاَّ رَعَى الْغَنَمَ 'আল্লাহ তা'আলা এমন কোন নবী প্রেরণ করেননি, যিনি বকরী চরাননি। তখন তাঁর ছাহাবীগণ বলেন, আপনিও? তিনি বলেন, হ্যাঁ, আমি কয়েক কীরাতের (মুদ্রা) বিনিময়ে মক্কাবাসীদের ছাগল চরাতাম'।[১৭]

খোলাফায়ে রাশেদীন :

(১) আবুবকর (রাঃ) : আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ) ছিলেন জাহেলী যুগ থেকেই একজন সৎ ব্যবসায়ী। কুরাইশদের মধ্যে তিনি ছিলেন ধনাঢ্য ব্যক্তি। ইসলাম কবুল করার পর তার সম্পদ গোলাম আযাদ ও ইসলাম প্রচারের কাজে ব্যয় করেন। কিন্তু যখন তিনি খলীফা নিযুক্ত হন, তখনও কাপড় নিয়ে বাজারে বিক্রির জন্য বের হন। পরে ওমর ও আবু ওবায়দার পরামর্শক্রমে ভাতা নির্ধারণ করলে তা থেকে সংসার চালান।[১৮]

(২) ওমর ফারূক (রাঃ) : ওমর (রাঃ) ছিলেন একজন ব্যবসায়ী। এর মাধ্যমে তিনি জীবিকা নির্বাহ করতেন।[১৯]

(৩) ওছমান (রাঃ) : ওছমান (রাঃ) জাহেলী যুগে ও ইসলামী যুগে কাপড় বিক্রয় করতেন এবং এর মাধ্যমে তিনি জীবিকা নির্বাহ করতেন।[২০]

---

১২. *ইত্তিকাউল হারাম ওয়াশ শুবহাত ফি তালবির রিযক, পৃঃ ৬৪।*
১৩. *বুখারী, হা/২০৭২।*
১৪. *ফাৎহুল বারী ২০৭২নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।*
১৫. *মুসলিম হা/২৩৭৯।*
১৬. *ক্বাছাছ ২৮/২৬; ইত্তিকাউল হারাম ওয়াশ শুবহাত ফি তালবির রিযক, পৃঃ ৬৪।*
১৭. *বুখারী হা/২২৬২।*
১৮. *ফাৎহুল বারী হা/২০৭১নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।*
১৯. *ইত্তিকাউল হারাম ওয়াশ শুবুহাত ফি চলাবির রিযক, পৃঃ ৬৮।*
২০. *ঐ, পৃঃ ৬৮।*

Contents

(৪) আলী (রাঃ) : আলী (রাঃ) নিজ হাতে কাজ করতেন। তিনি খেজুরের বিনিময়ে কুপ থেকে পানি তুলে অন্যের জমিতে সেচ দিতেন। তার কষ্ট এমন পর্যায়ে পৌঁছতো যে হাতে রশির দাগ পড়ে যেত।[২১]

অন্যান্য ছাহাবী :

খাব্বাব ইবনে আরত ছিলেন কর্মকার, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসূদ (রাঃ) ছিলেন রাখাল, সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ) তীর প্রস্তুতকারী ছিলেন, জোবায়ের ইবনে আওয়াম দর্জী, বেলাল ইবনে রাবাহ ও আম্মার ইবনে ইয়াসির গোলাম ছিলেন। সালমান ফারসী ক্ষুরকার ও খেজুর গাছে পরাগায়নের কাজ করতেন। বারা ইবনে আযেব ও যায়েদ বিন আরকাম ছিলেন ব্যবসায়ী।[২২]

উপরোক্ত মহান ব্যক্তিদের কর্মজীবন থেকে শিক্ষা নিয়ে আমরা কি হালাল জীবিকা গ্রহণ করতে পারি না? যাতে আমাদের জীবন হবে কল্যাণকর। আর যাবতীয় হারাম জীবিকা ও হারাম উপার্জন, যেমন সূদী কারবার ও সূদের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে চাকরী করা, ওযনে কম দেওয়া ইত্যাদি হারাম ও নিষিদ্ধ কর্ম হ'তে বিরত থাকা যরূরী। কারণ পরকালে আল্লাহ মানুষের উপার্জিত সম্পদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيْمَا أَنْفَقَهُ 'তার সম্পদ সম্পর্কে (জিজ্ঞেস করা হবে) সে কোথা থেকে উপার্জন করেছে ও কোথায় ব্যয় করেছে'।[২৩] আর হারাম উপায়ে উপার্জিত সম্পদ খেলে জাহান্নামে যেতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ جَسَدٌ غُذِّيَ بِالْحَرَامِ 'হারাম খাদ্য দ্বারা গঠিত শরীর জান্নাতে প্রবেশ করবে না'।[২৪] অতএব মহান আল্লাহ আমাদের হালাল জীবিকার উপর সন্তুষ্ট থাকার তাওফীক দান করুন-আমীন!

২১. *ঐ, পৃঃ ৬৮।*
২২. *ঐ, পৃঃ ৭২।*
২৩. *তিরমিযী হা/২৪১৬; ইবনু মিশকাত হা/৫১৯৭, সনদ ছহীহ।*
২৪. *বায়হাক্বী, মিশকাত হা/২৭৮৭; ছহীহাহ হা/২৬০৯।*

Contents

শায়খ ইরশাদুল হক আছারী

[শায়খ ইরশাদুল হক আছারী (৬৯) সমকালীন পাকিস্তানের খ্যাতনামা মুহাক্কিক আলেম ও মুহাদ্দিছ। তিনি হাদীছ শাস্ত্রের বিখ্যাত কিছু গ্রন্থ যেমন ইবনুল জাওযীর আল-ইলাল আল-মুতানাহিয়াহ, মুসনাদ আবু ইয়া'লা, মুসনাদুস সার্রাজ প্রভৃতি গ্রন্থের তাহক্বীক সম্পন্ন করে উপমহাদেশ ও আরব বিশ্বে একজন বিদগ্ধ মুহাদ্দিছ হিসাবে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেছেন। এছাড়া সুন্নাহবিরোধীদের প্রতিরোধে উর্দু ভাষায় তাঁর রয়েছে অসংখ্য বলিষ্ঠ রচনা। আহাদীছে হেদায়াহ কী ফান্নী ওয়া তাহকীকী হায়ছিয়াত, ই'লাউস সুনান ফিল মীযান, তাওযীহুল কালাম ফী উজূবিল ক্বিরাআহ খালফাল ইমাম, আহাদীছে ছহীহ বুখারী ওয়া মুসলিম মে পারভেজী তাশকীক কা ইলমী মুহাসাবা প্রভৃতি তাঁর সুপ্রসিদ্ধ রচনা। সাপ্তাহিক তর্জুমানুল হাদীছ ও আল-ই'তিছামসহ বিভিন্ন পত্রিকায় তাঁর প্রবন্ধসমূহ নিয়মিত প্রকাশিত হয়। যা ইতিমধ্যে সংকলনাকারে ৬ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা ষাটোর্ধ। গবেষণার বাইরে দাওয়াতী ময়দানেও তিনি সমানভাবে সক্রিয়। দেশের বাইরে আমেরিকা এবং ইউরোপেও তিনি দাওয়াতী সফর করেছেন। বর্তমানে তিনি ফয়ছালাবাদে ইদারায়ে উলূমে আছারিয়ার পরিচালক এবং মারকাযুত তারবিয়াহ আল-ইসলামিয়ার শিক্ষক হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়া তিনি মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ পাকিস্তানের ফৎওয়া বোর্ডের প্রধান এবং মজলিসে ফুকাহা শারঈয়াহ আমেরিকার সদস্য। ১৯৯৮-১৯৯৯ সনে তিনি ইসলামী নযরিয়াতী কাউন্সিল পাকিস্তানের সদস্য ছিলেন। সম্প্রতি (১৬.০২.২০১৭ ইং) ফয়ছালাবাদে তাঁর নিজস্ব বাসভবনে মাসিক আত-তাহরীকের পক্ষ থেকে একটি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর গবেষণা সহকারী আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। সাক্ষাৎকারটি পাঠকদের খেদমতে পত্রস্থ করা হল।- সম্পাদক]

আত-তাহরীক : শায়খ, আপনার জন্ম ও শিক্ষাজীবন সম্পর্কে বলুন।

শায়খ ইরশাদুল হক আছারী : আমার জন্ম ১৯৪৮ সালে পাঞ্জাবের ভাওয়ালনগর যেলার ফকীরওয়ালী তাহছীলে। শৈশবে লিয়াকতপুরে কিছুকাল স্কুলে, পরে স্থানীয় একটি মাদরাসায় পড়াশোনা করি। ১৯৬৪ সালে জনৈক মাওলানা আব্দুর রহমানের পরামর্শে আমার আব্বা জামে'আ সালাফিইয়াহ ফয়ছালাবাদে ভর্তি করে দেন। সেখানে ৩ বছর অধ্যয়নের পর হাফেয মাওলানা বনীয়ামীনের একান্ত সান্নিধ্যে থেকে বুখারী, মুসলিম, আবুদাঊদ সহ বেশ কিছু কিতাব অধ্যয়ন করি। ১৯৬৮ সালে জামে'আ ইসলামিয়া গুজরানওয়ালায় গমন করি এবং মাওলানা আব্দুল্লাহ গোন্দলভীর সান্নিধ্যে কিছুদিন অতিবাহিত করি। অতঃপর ১৯৬৯ সালে ফয়ছালাবাদে ইদারায়ে উলূমে আছারিয়ায় মাওলানা আব্দুল্লাহ লায়ালপুরী এবং মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুহু ফাল্লাহের একান্ত শিষ্যত্ব গ্রহণ করি। এই ইদারায় অবস্থানকালে তাঁদের দারসে নিয়মিত অংশগ্রহণ করতাম। মাওলানা হানীফ নাদভী এবং তাঁর সহকর্মী মাওলানা ইসহাক ভাট্টীও কখনও আসতেন। মাওলানা নাদভী বিষয়ভিত্তিক দারস দিতেন এবং মাওলানা ভাট্টী লেখালেখির নিয়ম-কানূন শেখাতেন। অবশেষে এই প্রতিষ্ঠানেই আমার কর্মজীবন শুরু হয়।

আত-তাহরীক : আপনার শিক্ষকমণ্ডলী কারা ছিলেন?

শায়খ আছারী : শিক্ষক অনেকেই ছিলেন। তবে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় মাওলানা হাফেয বনীয়ামীন, শায়খুল হাদীছ মুহাম্মাদ গোন্দলভী, মাওলানা মুহাম্মাদ হায়াত এবং মাওলানা হাফেয মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ বাটীমালভীকে। এছাড়া শায়খ বদীউদ্দীন শাহ রাশেদী (১৯২৬-১৯৯৬ইং), শায়খ মুহাম্মাদ হায়াত লাশারী সিন্ধী এবং শায়খ ছুবহী বিন জাসেম আস-সামার্রাঈ আল-বাগদাদী (১৯৩৬-২০১৩ইং)-এর নিকট থেকে হাদীছের ইজাযাত গ্রহণ করার সুযোগ হয়েছে। শায়খ ছুবহী আল-বাগদাদী ১৯৮৯ সালে পাকিস্তানে আসলে তাঁর সাথে আমার সাক্ষাৎ হয় এবং ইরাকে ফিরে গিয়ে তিনি আমাকে লিখিতভাবে সনদ প্রেরণ করেন।

আত-তাহরীক : তাহকীকের ময়দানে নামার প্রেরণা পেলেন কোথা থেকে?

শায়খ আছারী : আমার পরিবার ছিল হানাফী ব্রেলভী। জামে'আ সালাফিইয়ায় ভর্তি হওয়ার পরও ২/৩ বছর আমি হানাফী হিসাবেই আমল করতাম। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার যে, এ ব্যাপারে মাদরাসার ছাত্র বা শিক্ষকগণ আমাকে একটিবারের জন্যও না-সূচক কিছু বলেননি। কখনও বলেননি যে এটা ঠিক নয়, ওটা কর। যদিও শিক্ষক-ছাত্রদের সাথে ইলমী বাহাছ হত কখনও। তাঁদের এই উদার আচরণ আমাকে স্বাধীনভাবে চিন্তা ও পড়াশোনা করার সুযোগ করে দিয়েছিল। ফলে আমি হানাফী ও আহলেহাদীছ ওলামায়ে কেরামের গ্রন্থসমূহ গভীর মনোযোগের সাথে অধ্যয়ন করতে লাগলাম। বিস্তৃত অধ্যয়নের ফলে দিনে দিনে বুঝতে পারলাম বহু দলীলের ক্ষেত্রে হানাফী ওলামায়ে কেরাম দূরতম ব্যাখ্যা কিংবা যুক্তির আশ্রয় নিয়েছেন মাযহাবকে রক্ষার জন্য। যেটা আমার কাছে বেইনছাফী মনে হতে লাগল। অবশেষে আব্দুর রহমান মুবারকপুরীর 'তুহফাতুল আহওয়াযী' অধ্যয়নের পর আমার আক্বীদা পুরোপুরি পরিবর্তন হয়ে গেল। এরপরই মূলতঃ লেখালেখি ও তাহকীকের ময়দানে নামতে উদ্বুদ্ধ হই।

আত-তাহরীক : আল-ইলাল আল-মুতানাহিয়াহ, মুসনাদ এবং মু'জামু আবু ইয়া'লা, মুসনাদুস সার্রাজ সহ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ হাদীছগ্রন্থের তাহকীক করেছেন আপনি। কোন প্রেক্ষাপটে কিভাবে শুরু করেছিলেন?

শায়খ আছারী : এতদিন পর আসলে সেসব কথা তেমন একটা মনে নেই। তবে ইদারায়ে উলূমে আছারিয়ায় কর্মরত থাকার কারণে এই সকল বড় কাজে হাত দেয়ার সুযোগ এসেছিল। আল-হামদুলিল্লাহ দিন-রাত পরিশ্রমে এবং সহকর্মীদের সহযোগিতায় আমি সফল হয়েছিলাম। সর্বপ্রথম ১৯৭২ সালে আল্লামা শামসুল হক আযীমাবাদী সংকলিত 'ই'লামু আহলিল আছর বি আহকামি রাক'আতাইল ফাজর'-এর মাধ্যমে আমার তাহকীকী জীবনের সূচনা হয়। অতঃপর

Contents

১৯৭৯ সালে ইবনুল জাওযী রচিত 'আল-ইলাল আল-মুতনাহিয়াহ', ১৯৮৮ সালে 'মুসনাদে আবী ইয়া'লা আল-মুছেলী' এবং ২০০২ সালে মুহাম্মাদ বিন ইসহাক আস-সার্রাজের 'মুসনাদুস সার্রাজ' প্রকাশিত হয়। আল্লাহ্র অশেষ শুকরিয়া যে, তিনি আমাকে সুযোগ করে দিয়েছেন। *আলহামদুলিল্লাহ।*

আত-তাহরীক : ইদারায়ে উলূমে আছারিয়া কখন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এর সাথে আপনি কিভাবে সম্পৃক্ত হলেন?

শায়খ আছারী : ১৯৬৮ সালে শায়খ মুহাম্মাদ ইসহাক চীমা ফয়ছালাবাদে এক আলোচনা বৈঠক ডাকেন। সেই বৈঠকে মাওলানা মুহাম্মাদ হানীফ নাদভী, মাওলানা আতাউল্লাহ হানীফ ভূজিয়ানী, মাওলানা আব্দুল্লাহ লায়ালপুরী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সেখানে আলোচনা শেষে সিদ্ধান্ত হয় যে, একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হবে যেখানে ইলমে হাদীছে উচ্চতর পাঠদানের জন্য একটি 'তাখাচ্ছুছ' বিভাগ এবং প্রাচীন হাদীছ গ্রন্থসমূহ তাহকীকের জন্য একটি গবেষণা বিভাগ থাকবে। যেই প্রতিষ্ঠানের নাম মুহাম্মাদ হানীফ নাদভীর প্রস্তাবানুসারে রাখা হয় ইদারাতুল উলূম আল-আছারিয়াহ। শায়খ মুহাম্মাদ ইসহাক চীমা ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক। আর্থিক সমস্যা সত্ত্বেও তিনি অসাধারণ হিম্মত ও উৎসাহ নিয়ে প্রতিষ্ঠানটিকে এগিয়ে নিয়ে যান। শায়খ আব্দুল্লাহ ফয়ছালাবাদী, শায়খ মুহাম্মাদ রফীক মদনপুরী এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক এবং গবেষক হিসাবে অনন্য ভূমিকা পালন করেন। ১৯৬৯ সালে এই প্রতিষ্ঠান থেকে ফারেগ হওয়ার পর আমি গবেষক হিসাবে যোগদান করি। সেই তরুণ বয়স থেকে আজ অবধি এই গবেষণাগারই আমার ধ্যান-জ্ঞান।

আত-তাহরীক : শায়খ যুবায়ের আলী যাঈ (রহঃ) সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কী?

শায়খ আছারী : তিনি আমাদের খুব ঘনিষ্ঠ ও প্রিয়ভাজন মানুষ ছিলেন। অসাধারণ মুহাক্কিক ও লেখক। সুগভীর ইলমের অধিকারী ছিলেন। মুখস্তশক্তি ছিল অসাধারণ। হাদীছ শাস্ত্রে তিনি অতুলনীয় খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন।

আত-তাহরীক : হাদীছ তাহকীকে তাঁর বিরুদ্ধে কিছুটা কঠোরতার অভিযোগ আনা হয়। বিশেষতঃ তিনি তাহকীকের ক্ষেত্রে বহু জায়গায় শায়খ আলবানীর খেলাফ মন্তব্য করেছেন। এ ব্যাপারে আপনার মত কী?

শায়খ আছারী : হ্যাঁ, তাঁর মানহাজে কিছুটা কঠোরতা ছিল। যেমন হাসান লি গায়রিহি হাদীছকে তিনি যঈফের পর্যায়ভুক্ত মনে করতেন। তিনি মনে করতেন যঈফ+যঈফ=যঈফ। তাঁর এই অবস্থান জমহূর মুহাদ্দিছীনের বিপরীত। কেননা যঈফ হাদীছ সবই একই পর্যায়ভুক্ত নয়। রাবীর মধ্যে দুর্বলতার নানা স্তর (যঈফ ইউ'তাবার/যঈফ লা ইউ'তাবার, গ্রহণযোগ্য/অগ্রহণযোগ্য) রয়েছে। নতুবা যঈফের মধ্যে মুহাদ্দিছগণ এত প্রকারভেদ করতেন না। এছাড়া তাদলীসের ক্ষেত্রেও তিনি কঠোরতা দেখিয়েছেন। শায়খ আলবানীর সাথে তাঁর তাহকীকের যে বৈপরিত্য দেখা যায় তা এই মানহাজী বৈপরিত্যের কারণে। তবে যদি কোন হাদীছে তাঁদের মধ্যে বিরোধ পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে দলীল মোতাবেক অধিকতর শক্তিশালী মতকে তারজীহ (অগ্রাধিকার) দিতে হবে। ব্যক্তি বিশেষকে অগ্রাধিকার দেয়া যাবে না।

আত-তাহরীক : পাকিস্তানের সমসাময়িক মুহাদ্দিছগণের মধ্যে কাদেরকে অগ্রগণ্য মনে করেন?

শায়খ আছারী : শায়খ ছানাউল্লাহ মাদানী। তিনি পাকিস্তানের বড় আলেম এবং সঊদী আরবে শায়খ আলবানী, শায়খ বিন বায, শায়খ শানক্বীত্বী, শায়খ হাম্মাদ আনছারীর মত মুহাদ্দিছদের সান্নিধ্য পেয়েছেন। এছাড়া হাদীছ শাস্ত্রে তাঁর অনেক খেদমত রয়েছে। অনুরূপভাবে ড. সুহায়েল হাসানও যোগ্যতাসম্পন্ন মুহাদ্দিছ। এভাবে আরও অনেকেই খেদমত করে যাচ্ছেন আল-হামদুলিল্লাহ।

আত-তাহরীক : হাদীছ সংক্রান্ত একটি প্রশ্ন। বর্তমানে কিছু মুহাদ্দিছ মনে করেন যে, যঈফ হাদীছ কেবল মুতাবা'আত দ্বারাই শক্তিশালী হয়, শাওয়াহেদ দ্বারা নয়। শাওয়াহেদের মাধ্যমে হাদীছ শক্তিশালী হওয়ার বিষয়টি পরবর্তী মুহাদ্দিছদের আবিষ্কার। এ বিষয়ে আপনার মতামত জানতে চাই।

শায়খ আছারী : এটা ভুল চিন্তা। শাহেদ পরিভাষাটি পূর্ববর্তী মুহাদ্দিছগণ ব্যবহার করেছেন। ইমাম তিরমিযী এর প্রয়োগ দেখিয়েছেন। যদি শাহেদ দ্বারা হাদীছ শক্তিশালী না হয়, তবে শাহেদের ভূমিকা খুব সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। শাহেদ নামটিই সাক্ষ্য দেয় যে, এটি হাদীছ সবল হওয়ার শক্তিশালী দলীল।

আত-তাহরীক : একজন প্রাজ্ঞ মুহাদ্দিছ হিসাবে হাদীছের ছাত্রদের প্রতি আপনার নছীহত কী?

শায়খ আছারী : হাদীছশাস্ত্র অধ্যয়নে দীর্ঘ সময় দেয়া অপরিহার্য। আমার শায়খ মুহাম্মাদ হানীফ নাদভী বলতেন, ইক্বরাউ, ইক্বরা, ইক্বরা হাত্তা তাক্বি। অর্থাৎ পড়, পড়, পড়, যতক্ষণ না (পড়তে পড়তে) বমি চলে আসে'। বিশেষ করে হাদীছের উছূল সংশ্লিষ্ট কিতাবসমূহ মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করতে হবে। ইলমুর রিজাল এবং ইলমুল জারাহ ওয়াত-তা'দীল সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। অতঃপর রেওয়ায়াতের ওপর সে সকল উছূল প্রয়োগ করা শিখতে হবে। ইলমী গভীরতার জন্য ইবনু দাক্বীকুল ঈদের 'আল-আহকাম', ইবনুল ক্বাত্ত্বানের 'বায়ানুল ওয়াহমে ওয়াল ঈহাম', ইমাম যায়লাঈর 'নাছবুর রা'য়াহ', ইবনু হাজার আসক্বালানীর 'আত-তালখীছুল হাবীর' এবং শায়খ আলবানীর কিতাবসমূহ অধ্যয়ন করতে হবে। জারাহ-তা'দীল বিষয়ক যে কোন কওলের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী মুহাদ্দিছদের বক্তব্যকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। উদাহরণস্বরূপ শায়খ আলবানী অনেক সময় হাদীছের কোন ইল্লাত সম্পর্কে ইমাম আলী ইবনুল মাদীনী বা ইমাম দারাকুৎনীর বক্তব্য উপেক্ষা করেছেন। এটা আমাদের কাছে সঠিক মানহাজ নয়। বরং সর্বদা পূর্ববর্তীদের বক্তব্যই অগ্রগণ্য। কেননা হাদীছের ত্রুটি-

Contents

বিচ্যুতি সম্পর্কে তাঁরাই অধিক অবগত ছিলেন। সর্বোপরি তাক্বওয়া অবলম্বন করতে হবে সবক্ষেত্রে।

আত-তাহরীক : এবার আহলেহাদীছ জামা'আত সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন। নেতৃত্বের বিভক্তির হওয়ার কারণে অনেকে বর্তমানে জামা'আত বা সংগঠনকেই বিদ'আত হিসাবে ধারণা দিতে চাচ্ছেন। এ বিষয়ে আপনার মত কি?

শায়খ আছারী : যদি কোন দেশে ইসলামী শাসন থাকে, আল্লাহ্র হুকুমসমূহ রাষ্ট্রীয়ভাবে বাস্তবায়িত হয়, যেমন সঊদী আরব, তবে সেখানে পৃথক কোন জামা'আত তৈরির প্রয়োজন নেই। কিন্তু পাকিস্তান, ইণ্ডিয়া, বাংলাদেশের মত দেশগুলোতে পৃথক জামা'আতের প্রয়োজন রয়েছে। কেননা ইসলামী রাষ্ট্র এবং মুসলমানদের রাষ্ট্র এক নয়; বরং বিপরীত। এসব মুসলিম রাষ্ট্রে মুসলমানরা শাসন করলেও সেখানে ইসলামী শাসনব্যবস্থা কায়েম নেই।

আত-তাহরীক : সালাফী বা আহলেহাদীছ নামকরণকে অনেকে বিতর্কিত ও ফির্কাবন্দী মনে করছেন এবং এর পরিবর্তে কেবল 'মুসলিম' হিসাবে পরিচয় দিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। এ বিষয়ে আপনার মত জানতে চাই।

শায়খ আছারী : এটা তো স্পষ্ট যে, আল্লাহ্র বান্দা হিসাবে মুসলিমই আমাদের পরিচয়। কিন্তু মুসলিম উম্মাহ্র মধ্যে প্রথম হাদীছ অস্বীকারকারী ফেরকা রাফেযীরা যখন বিশিষ্ট ছাহাবীদের কাফের আখ্যা দিয়ে তাদের বর্ণিত হাদীছ বর্জন শুরু করল এবং খারেজী, মু'তাযিলারাও অনুরূপ পথ ধরল, তখন এর বিপরীতে কুরআন ও হাদীছকে হুজ্জত বা শরী'আতের মূল দলীল হিসাবে গ্রহণকারী দল হিসাবে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের জন্ম হয়েছিল। তৎকালে গৃহীত আহলে সুন্নাতের মানহাজই আহলেহাদীছদের মানহাজ বা সালাফী মানহাজ। এর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। সুতরাং এতে আপত্তির কিছু নেই। বরং এটি সালাফদের দেখানো পথের বিরুদ্ধাচরণকারী ও বিদ'আতীদের থেকে পার্থক্যকারী মানহাজের নাম।

সালাফীদের মধ্যে শাখাগত বিভক্তি দেখা যায় কখনও। তবে কুরআন ও হাদীছকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দান এবং সালাফদের গৃহীত পথকে আঁকড়ে ধরার মানহাজে তারা সকলেই একমত। তারা কেউই মুরজিয়াদের মত বিশ্বাস করেন না যে, আমল যাই হোক, ঈমান থাকলেই যথেষ্ট। এটাই প্রমাণ করে যে, আক্বীদাগতভাবে তারা একই পথের অনুসারী। সুতরাং কিছু শাখাগত বিভক্তির যুক্তিতে আহলেহাদীছ ও সালাফী নামকরণকে ফির্কাবন্দী বা দলাদলি মনে করার সুযোগ নেই। তবে হ্যাঁ বর্তমানে সালাফী আক্বীদার দাবীদার হয়েও যে গোষ্ঠীটি তাকফীরী আক্বীদায় বিশ্বাস করে, তাদেরকে সালাফী বলা যাবে না।

আত-তাহরীক : বর্তমানে কি লিখছেন?

শায়খ আছারী : বর্তমানে শায়খ আলবানী (রহঃ) ছহীহ বুখারীর কিছু হাদীছের ওপর যেসব আপত্তি তুলেছেন, তার জবাব লিখছি। লাহোর থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'আল-ই'তিছাম'-এ প্রকাশিত হবে ইনশাআল্লাহ। এছাড়া অনেকদিন থেকে কুরআনের তাফসীর নিয়ে কাজ করছি। সেটিও চলমান রয়েছে। শারীরিক অসুস্থতা এবং মারকাযুত তারবিয়াহ আল-ইসলামিয়াতে ক্লাস নেয়ার ফাঁকে ফাঁকে যতদূর সম্ভব লেখালেখি চালিয়ে যাচ্ছি আল্লাহ্র রহমতে।

আত-তাহরীক : পরিশেষে বাংলাদেশীদের প্রতি আপনার কোন বার্তা?

শায়খ আছারী : এটাই বলব যে, আমাদেরকে সর্বদা সালাফদের বক্তব্যকে অগ্রাধিকার দেয়া উচিৎ। তাদের অনুসরণেই কল্যাণ রয়েছে। সর্বোপরি কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক জীবনই হল পরকালীন নাজাতের পথ। সুতরাং এই পথের উপর অটল থাকতে হবে।

আত-তাহরীক : আমাদেরকে এতক্ষণ সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। জাযাকাল্লাহু খাইরান।

শায়খ আছারী : আমিও অনেক খুশী হয়েছি। আমাদের এই সাক্ষাৎ যেন ক্বিয়ামতের দিন মুক্তির অসীলা হয়। কেননা এমন সাক্ষাৎ কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যই হয়। আল্লাহ্র জন্য পারস্পরিক ভালবাসাই আমাদেরকে এখানে একত্রিত করেছে। ড. আসাদুল্লাহ আল-গালিব ছাহেবের সাথে ২০০০ সালে মক্কায় হজ্জের সফরে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। সেসময় অনেক কথাবার্তা হয়েছিল। তাঁর প্রতি আমার সালাম রইল। বাংলাদেশের সকল দ্বীনী ভাইয়ের প্রতি আমার সালাম ও দো'আ রইল।

Contents

কবিতা

হিসাব দিতেই হবে

আবুল কাসেম
গোভীপুর, মেহেরপুর।

আজব কথায় গুজব তুলে ভুগছে কালা জ্বরে
উদোর বোঝা বুধোর ঘাড়ে চলছে জগৎ জুড়ে।
দুঃখে যাদের জীবন গড়া সুখের আশা যায় ভুলে
তবু তাদের দুঃখ আসে কুচক্রীর চক্রজালে।
সত্য যাদের প্রতিশ্রুতি করবে তারা কিসের ভয়?
বিপদ কালে ধৈর্য ধরলে মহান আল্লাহ হবেন সহায়।
রেহাই পায়নি নির্যাতন হ'তে মহামান্য ইমামগণ
হকের দাওয়াত দিতে গিয়ে জীবন দিয়েছেন বিসর্জন।
ওরা নাকি জোট বেঁধেছে সকল জাতি একত্রে মিলে,
ইসলামের ধারে না ধার কবর পুজায় ভিড় তোলে।
বাড়ির মালিক চুরি করে দোষী করল রাখাল
সত্য কথা গোপন করে রাখবে আর কতকাল?
কত নিরপরাধ মানুষ হয় যে বন্দি জেলখানায়
অমানবিক অত্যাচার চলে, সঠিক বিচার নেই।
জোট সরকারের পাতা ফাঁদে আহলেহাদীছ বন্দি হয়
ভুলের মাশূল দিতে হবে তাহার কোন বিকল্প নেই।

***

হারাইল কোন দেশে?

এফ.এম. নাছরুল্লাহ
কাঠিগ্রাম, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

ঈমান রাখা বড় কঠিন আধুনিকের রঙিন ছোঁয়ায়
চারিদিক আজ আঁধারে ঢাকা নেশার কালো ধোঁয়ায়।
রূপালী পর্দা, টিভি, ভিসিডিতে ছড়িয়ে গেছে গোটা দেশ
দিন-রাত সেথায় চলছে হরদম নেশায় মত্ত মানুষ বেশ।
মুওয়াযযিনের ডাকে মুছল্লীরা দেয় না তেমন সাড়া
ছালাত-ছিয়ামে মন বসে না টিভিতে মাতোয়ারা।
ধর্মের মূল আক্বীদা-বিশ্বাস পাক কুরআনের বুলি
কেমন করে ভুলল সবি দিল জলাঞ্জলি!
মুসলমানের দৃঢ় ঈমান হইল ধোলাই কিসে?
বীরের জাতির শিরের মুকুট হারাইল কোন দেশে?

***

নিষ্পাপ নিধনের কাল

মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম
শ্যামপুর, মতিহার, রাজশাহী।

শুনেছি একদা আরব দেশে
নিষ্পাপ নিধনের কাল ছিল মক্কার উপত্যকা জুড়ে,
পুঁতে দিত তারা জীবন্ত শিশুকে মাটি খুঁড়ে।
সে ছিল শুধুই কন্যা সন্তানের প্রতি অবিচার,
কার পাপে তাঁরা বলি হয়েছিল সেটা জানা নেই সবার।
তারপর গুনে গুনে চলে অতিক্রান্ত বহুকাল
সভ্যতার এ যুগেও শিশু হত্যা হচ্ছে আজকাল।
অসহায় শিশু গুম হয়, খুন হয়, থামে না মৃত্যুর মিছিল,
নাম বদলায়, ঘাট বদলায় দুর্গতি বাড়ে সীমাহীন।
শিশুর চারিদিকে এখন গভীর অন্ধকারের বলয়,
অথচ আমরা যেখান থেকে এসেছি
সেখানে ছিল তারকারাজির আলোক মেলা,
ছিল চিরবসন্তের অক্ষয় রাজ্য।
মহাকালের সিঁড়ি ভেঙ্গে আমরা তো ফিরে যাচ্ছি সেখানেই,
কিন্তু পৃথিবীতে আমাদের দু'হাতের কামাই লুকাবো কোথায়?
শিশু হত্যার মহাপাপগুলি নিশ্চয়ই পৌঁছে গেছে আরশে মুআল্লায়।
কেমন করে বয়ে যাই প্রভু এই গুরুভার, শোক জাগানিয়া প্রাণ,
হে আমাদের রব! আপনি তাঁদের নিরাপত্তা করেন দান।

***

হক বাতিলের সংঘাত

আতিয়ার রহমান
মাদরা, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

খাঁটি ঈমান হয় যে বাছাই
হক বাতিলের সংঘাতে,
নাও সাজানো দু'টি তীরে
উঠবে কেবা কোনটাতে?
চলতে গেলে হকের পথে
বাতিলকে ঠিক চিনতে হয়,
অজানা কোন শত্রু হ'লেও
সেই দলেতে ভীড় জমায়।
সৃষ্টি ধরার প্রথম হ'তে
হক-বাতিলের দ্বন্দ্বটা
ছাটাই-বাছাই করছে সদাই
এই ধরণীর দিন কটা।
বেশ ভূষাতে চিনতে নারি
হক-বাতিলের ঠিক স্বরূপ,
আল্লাহ্‌র রং এ রাঙায় জীবন
সেই ঈমানের আসল রূপ।
রব-এর পথে জীবন দিতে
যে জন রাযী এই ধারায়
সেই সে জনার মূল্য বহুত
কি হবে আর বেশ ভূষায়?
হক-বাতিলের দ্বন্দ্বকালীন
বাতিলের যে দেয় মদদ,
যে জন করে সত্য পথের
আল-কুরআনের কণ্ঠ রোধ।
হোক না সেজন ছালাতী আর
বেশ ভূষাতে দ্বীনের চিন
ছাড়তে হবে চিন্তা যত
জান্নাতের ঐ হূর রঙিন।

***

সুন্নাতের রাস্তা ধরে নির্ভয়ে চল হে পথিক! জান্নাতুল ফেরদৌসে সিধা চলে গেছে এ সড়ক।

Contents

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (জান্নাত)-এর সঠিক উত্তর

১. আল-কাওছার।
২. আদন হ'তে ওমানের বালকার মধ্যবর্তী দূরত্বের সমান। অন্য বর্ণনায় ১ মাসের পথের দূরত্ব সমপরিমাণ।
৩. এর পানি দুধের চেয়ে সাদা, মধুর চেয়ে মিষ্টি। যে ব্যক্তি তা পান করবে সে কখনো পিপাসার্ত হবে না।
৪. পাত্রের সংখ্যা আকাশের নক্ষত্র ও তারকারাজি অপেক্ষা অধিক।
৫. কর্পুর মিশ্রিত পানির ঝর্ণা, কস্তুরী মিশ্রিত তাসনীম নামক ঝর্ণা ও আদার সুগন্ধ মিশ্রিত পানির সালসাবীল নামক ঝর্ণা।
৬. আঙ্গুর, খেজুর, ডালিম, কুল ও কদলী ইত্যাদি বৃক্ষ।
৭. প্রান্তসীমার কুলবৃক্ষ। ৮. মিশক আম্বরের।
৯. স্বর্ণের। ১০. তূবা বৃক্ষের ফল বা মোচা থেকে।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (স্বদেশ)-এর সঠিক উত্তর

১. ১৯৯২, ১ম ভাইস চ্যান্সেলর ড. এম.এ. বারী।
২. ১৯৯৭, ১ম ভিসি ড. এম. এ. কাদেরী।
৩. ১৯৯৮, ১ম ভিসি ড. এম. এ. আশরাফুল কামাল।
৪. ২০০১, ১ম ভিসি ড. এ. এম. ফারূক।
৫. ২০০০, ১ম ভিসি ড. হারুণ কে. এম. ইউসুফ।
৬. ২০০০, ১ম ভিসি সৈয়দ মিরাজুল হোসেন।
৭. ২০০৩, ১ম ভিসি প্রফেসর ড. এম. খলীলুর রহমান।
৮. ২০০৩, ১ম ভিসি প্রফেসর ড. মীর শহীদুল ইসলাম।
৯. ২০০৩, ১ম ভিসি প্রফেসর ড. আনোয়ারুল আযীম।
১০. ২০০৩, ১ম ভিসি প্রফেসর ড. এ. এফ. এম. আনোয়ারুল হক।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (জান্নাত)

১. জান্নাতের দরজা কয়টি?
২. ছিয়াম পালনকারীদের জন্য নির্দিষ্ট দরজার নাম কি?
৩. জান্নাতের দরজার প্রশস্ততা কত?
৪. জান্নাতের সুগন্ধি কত দূর থেকে পাওয়া যায়?
৫. জান্নাতের শ্রেষ্ঠ সুগন্ধি কি?
৬. জান্নাতের বাযার কোন দিন বসবে?
৭. জান্নাতে সবচেয়ে বড় নে'আমত কি?
৮. জান্নাতবাসীদের পাত্র কি ধরনের?
৯. জান্নাতের পাত্র কিসের তৈরী?
১০. জান্নাতীদের চিরুনি কিসের তৈরী?

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (স্বদেশ)

১. খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (কুয়েট)-এর প্রতিষ্ঠাকাল কত ও ১ম ভাইস চ্যান্সেলর কে?
২. জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকাল কত ও ১ম ভিসি কে?
৩. সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকাল কত ও ১ম ভিসি কে?
৪. কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকাল কত ও ১ম ভিসি কে?
৫. চট্টগ্রাম ভেটেনারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকাল কত ও ১ম ভিসি কে?
৬. কবি নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকাল কত ও ১ম ভিসি কে?
৭. নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকাল কত ও ১ম ভিসি কে?
৮. বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস-এর প্রতিষ্ঠাকাল কত ও ১ম ভিসি কে?
৯. যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকাল কত ও ১ম ভিসি কে?
১০. বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকাল কত ও ১ম ভিসি কে?

সংগ্রহে : মুহাম্মাদ তরীকুল ইসলাম
বংশাল, ঢাকা।

সোনামণি সংবাদ

রহনপুর, গোমস্তাপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ২৭শে জানুয়ারী শুক্রবার : অদ্য বাদ যোহর রহনপুর ডাকবাংলা পাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'সোনামণি' পরিচালক মুহাম্মাদ আনোয়ার হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা দুররুল হুদা। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক মিনারুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ ছিয়াম।

মৈশালা, পাংশা, রাজবাড়ী ২৮শে ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার পাংশা থানাধীন মৈশালাস্থ আলহাজ আব্দুল জলীল নূরানী হাফেযিয়া মাদরাসায় এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সাবেক সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রায্যাকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক ঈমান আলী, অর্থ সম্পাদক আব্দুল বারী, মৈশালা আহলেহাদীছ জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা আব্দুল গাফফার ও অবসরপ্রাপ্ত সেনা সদস্য আব্দুল গফূর। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি রিয়ায হোসাইন মুজাহিদ ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে ইবরাহীম খলীল। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন অত্র মাদরাসার শিক্ষক হাফেয রবীউল ইসলাম।

চন্দ্রপুকুর, পবা, রাজশাহী ১৩ই মার্চ সোমবার : অদ্য সকাল ৭-টায় চন্দ্রপুকুরে ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত সহজ কুরআন শিক্ষা স্কুলে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র পতিষ্ঠানের শিক্ষক মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম ও যয়নুল আবেদীন। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি হাবীবা খাতুন এবং যৌথভাবে ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে যাকিয়া ও তার সাথীরা।

আত-তাহরীক

মুহাম্মাদ যহীরুল ইসলাম
বাঁকাল মাদরাসা, সাতক্ষীরা।

হক দ্বারা যেন মোর নিজ জীবন গড়ি
এ লক্ষ্যেই প্রতিমাসে আত-তাহরীক পড়ি।
আত-তাহরীকের সকল পাতা জ্ঞানের আলোয় ভরা
তাইতো মোদের সবার উচিত আত-তাহরীক পড়া।
চিকিৎসা জগৎতের পাতাগুলিতে রাখবেন সবে নযর
স্বদেশ-বিদেশের পাতায় থাকে নতুন নতুন খবর।
প্রবন্ধ-নিবন্ধ পড়ে বাড়াই অহি-র জ্ঞান
প্রশ্নোত্তর পড়ে পাই যুগ-জিজ্ঞাসার সমাধান।
সম্পাদকীয় পড়ে পাই অনেক কিছুর নির্দেশনা
আত-তাহরীক না পড়লে থাকবে সেসব অজানা।
তাই সবাইকে আত-তাহরীক পড়তে আহ্বান জানাই
তাহরীক পড়ে আমল করলে পৌঁছব সুখের ঠিকানায়।

***

Contents

স্বদেশ

পটুয়াখালীতে এক পরিবারে ৪৬ জন হাফেয!

পটুয়াখালীর বাউফল সদরের বিলবিলাস গ্রামের মৃত নূর মুহাম্মাদ হাওলাদারের ছোট ছেলে শাহজাহান হাওলাদার (৬৮)। ৩ বছর বয়সে মা ও ৭ বছর বয়সে পিতৃহারা এবং সাধারণ শিক্ষায় (এইচএসসি) শিক্ষিত এই মানুষটি সারাজীবন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি শিক্ষার প্রসারে কাজ করে সময় পার করছেন। তার হাতে বাউফল, বরিশাল ও ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ৮টি হাফেযিয়া মাদরাসা। এসব মাদরাসায় কুরআনের হাফেয বানিয়েছেন নিজের ছেলেমেয়েসহ তৃতীয় প্রজন্মের নাতি-নাতনীদেরও। বর্তমানে তার পরিবারে হাফেযের সংখ্যা ৪৬ জন। আর সব আত্মীয়-স্বজন মিলিয়ে তাদের বংশে কুরআনে হাফেযের সংখ্যা শতাধিক।

নিজের পরিবারে হাফেযদের সংখ্যা বিষয়ে তিনি বলেন, পিতা ছিলেন ধর্মপ্রাণ মুসলমান। তিনি হাফেযদের অত্যধিক সম্মান করতেন। পিতা-মাতা ও বড় ভাইয়ের মৃত্যুর পর পিতার কিছু সম্পদ বিক্রি করে বাড়ির পাশে একটি মাদরাসা নির্মাণ করেন। বাকী সম্পদের আয় দিয়ে মাদরাসার ব্যয় নির্বাহ করতে থাকেন। সেই সঙ্গে নিজের ১০ ছেলে-মেয়েদের হাফেযী পড়ান এবং সবাইকে বিবাহ দেন হাফেয ও হাফেযাদের সঙ্গে। ফলে ৩০-এর অধিক নাতি-নাতনীর মধ্যে অধিকাংশই হাফেয।

তিনি বলেন, নানা প্রতিকূলতা, আর্থিক সংকট সত্ত্বেও মাদরাসাগুলো টিকে আছে। সরকারী সহায়তা পেলে এগুলো আরও ভালোভাবে চালানো সম্ভব। এখনো মানুষের মধ্যে আরবী শিক্ষার প্রতি প্রচুর আগ্রহ রয়েছে।

তিনি বলেন, পিতার ইচ্ছা আমি পূরণ করেছি। আমি আমার ১০ সন্তানকেই হাফেযে কুরআন বানিয়েছি। ছেলে-মেয়েদের বিবাহ দিয়েছি হাফেয-হাফেযাদের সাথে। আমার ইচ্ছা পূরণে তারাও তাদের সন্তানদের হাফেযী পড়াচ্ছে। এখন আমার পরিবারে ৪৬ জন হাফেয রয়েছে। পাশাপাশি আরও ৪ জন হাফেয হওয়ার পথে। বিষয়টি আমার কাছে অনেক গর্বের ও প্রশান্তির।

তার প্রতিষ্ঠিত মাদরাসাগুলির তিনটি ছেলেদের ও তিনটি মেয়েদের। এগুলো সন্তানরা পরিচালনা করলেও পুরো দেখভাল তিনিই করেন। পরিবারের হাফেযের সংখ্যা প্রসঙ্গে শাহজাহান হাওলাদার বলেন, এসব ঘটনা ও কথা এতো বছর চাপিয়ে রাখলেও কিভাবে যে প্রকাশ পেল, তা আমি জানি না। আমি তো মানুষকে শোনানোর জন্য এসব করিনি। আল্লাহ যেন এ কারণে নারায না হন এবং পরিবারে হাফেযে কুরআনের সংখ্যা যেন না কমে যায়- সেজন্য দো'আ করবেন।

সঊদী অর্থায়নে দেশজুড়ে পাঁচ শতাধিক মডেল মসজিদ নির্মিত হবে

প্রতি যেলা ও উপযেলায় একটি করে মোট ৫৬০টি মডেল মসজিদ নির্মাণ করে দেবে সঊদী সরকার। মসজিদগুলোর পাশাপাশি স্থাপন করা হবে ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রও। এছাড়া কেরানীগঞ্জে ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাস স্থাপনেও আর্থিক সহায়তা দেবে মধ্যপ্রাচ্যের প্রভাবশালী এই দেশটি। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এক সভার কার্যবিবরণীতে এসব তথ্য পাওয়া গেছে। বিষয়টি নিশ্চিত করে ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব আবদুল জলীল বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সফরে সঊদী সরকার এ অর্থায়নের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। ইতিমধ্যে মসজিদের ত্রিমাত্রিক নকশা প্রস্তুত করা হয়েছে এবং প্রকল্প প্রস্তাবটি ইতিমধ্যে রিয়াদে বাংলাদেশ দূতাবাসেও পাঠানো হয়েছে। এছাড়া ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে কেরানীগঞ্জে ২০ একর জমি অধিগ্রহণের জন্য স্থান নির্বাচন করা হয়েছে বলে সভার কার্যবিবরণীতে জানানো হয়।

বিশ্বে বায়ুদূষণে দ্বিতীয় স্থানে ঢাকা

বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত বায়ুর শহরগুলোর মধ্যে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে ঢাকা। শীর্ষে রয়েছে ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লী। তৃতীয় ও চতুর্থ অবস্থানে রয়েছে যথাক্রমে পাকিস্তানের করাচী ও চীনের বেইজিং। ১৯৯০ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে বিশ্বে বায়ুদূষণ সবচেয়ে বেশী বেড়েছে ভারতে ও বাংলাদেশে। 'বৈশ্বিক বায়ু পরিস্থিতি ২০১৭' শীর্ষক প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে। গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী এ প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক দু'টি গবেষণা সংস্থার যৌথ উদ্যোগে প্রকাশিত ঐ প্রতিবেদন বলা হয়েছে, বায়ুতে যেসব ক্ষতিকর উপাদান আছে, তার মধ্যে মানবদেহের জন্য সবচেয়ে ক্ষতিকর উপাদান হচ্ছে পিএম ২.৫।

এতদিন এ উপাদান সবচেয়ে বেশী নির্গত করত চীন। গত দুই বছরে চীনকে টপকে ঐ দূষণকারী স্থানটি দখল করে নিয়েছে ভারত। চীন ও ভারতের পরই রয়েছে বাংলাদেশের স্থান। এক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো অবস্থানে রয়েছে জাপানের টোকিও শহর। প্রতিবেদন অনুযায়ী বায়ুদূষণের কারণে বাংলাদেশে বছরে ১ লাখ ২২ হাযার ৪০০ মানুষের মৃত্যু হয়।

কিডনী রোগে আক্রান্ত দেশের দুই কোটি মানুষ

-গোলটেবিল বৈঠকে বিশেষজ্ঞগণ

বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রায় এক-চতুর্থাংশ মানুষ স্থূল। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে, পুষ্টিহীনতার চেয়েও বেশী মৃত্যু হয় অতিভোজন ও অতি ওযনের জন্য। স্থূলতার সঙ্গে কিডনী রোগের সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। বাংলাদেশে প্রায় দু'কোটি মানুষ কোন না কোনভাবে কিডনী রোগে আক্রান্ত। গতকাল জাতীয় প্রেসক্লাবে এক গোল টেবিল বৈঠকে এ তথ্য জানান ল্যাবএইড স্পেশালাইজড হাসপাতালের কিডনী বিভাগের প্রধান প্রফেসর ডা. এম এ ছামাদ।

স্থূলতার সঙ্গে কিডনী রোগের সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে জানিয়ে এ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক জানান, বাড়তি ওযন সরাসরি কিডনীর ছাকনি নষ্ট করে দেয়। আবার পরোক্ষভাবে উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, হৃদরোগের মাধ্যমে কিডনির ক্ষতি হয়।

বৈঠকে কিডনী ফাউন্ডেশনের মহাসচিব প্রফেসর ডা. মুহিব্বুর রহমান জানান, শুধু লাইফ স্টাইল বা খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করে ৬৮ শতাংশ মৃত্যু ঝুঁকি কমানো সম্ভব। এজন্য পর্যাপ্ত ফলমূল ও শাকসবজি খাওয়া এবং ওযন নিয়ন্ত্রণে রাখা আবশ্যক।

ফারাক্কা ও গজলডোবা বাঁধ ভেঙ্গে দাও

-বাপা

জাতিসংঘ পানি প্রবাহ আইনের ভিত্তিতে গঙ্গা ও তিস্তা অববাহিকায় আঞ্চলিক পানি ব্যবহার চুক্তি নিশ্চিত করার দাবী জানিয়েছে বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) ও জাতীয় নদী রক্ষা আন্দোলন। একই সঙ্গে ফারাক্কা ও গজলডোবা বাঁধ ভেঙ্গে দেয়ার দাবীও জানায় তারা। গতকাল ১২ই মার্চ সোমবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি (ডিআরইউ) মিলনায়তনে আন্তর্জাতিক নদী কৃত্য দিবস ২০১৭ পালন উপলক্ষে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তারা এ দাবী জানান।

Contents

বিদেশ

ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের কবলে লাখ লাখ মানুষ

মানচিত্র থেকে মুছে যাচ্ছে দক্ষিণ সুদান

২০১১ সালে স্বাধীনতা লাভকারী দক্ষিণ সুদানের সংকট গত তিন বছরে আরো ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। স্বাধীনতা লাভের পর বিভিন্ন আদিবাসীর মধ্যে সংঘাতের কারণেই দেশটির সার্বিক পরিস্থিতি এতটা ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। গত জুলাইয়ে দেশটির জুবা প্রদেশ এবং ইকোটরিয়া রাজ্যে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে। এরপর থেকে দেশটির ৩ লাখ ৪০ হাযার মানুষ প্রতিবেশী দেশ উগান্ডায় আশ্রয় নিয়েছে। গত বছর কোন একটি দেশ থেকে এটা রেকর্ড পরিমাণ মানুষের শরণার্থী হওয়ার ঘটনা।

এছাড় হত্যা, ধর্ষণ, নির্যাতন ও আদিবাসী নিধনের ঘটনা তো ঘটেই চলেছে। উগান্ডার পথে পলায়নরত নেলসন লাবু থমাস বলেন, সেখানে নির্বিচারে মানুষ হত্যা করা হচ্ছে। গুলি না করে সোজাসুজি ছুরি দিয়ে মানুষ কেটে ফেলা হচ্ছে। নারী, শিশু কেউ তাদের হাত থেকে রক্ষা পাচ্ছে না।

তিনি বলেন, আমি দিনকা আদিবাসী গোষ্ঠীর সদস্য। নুয়ের গোষ্ঠীর লোকেরা আমাদের জীবিত দেখতে চায় না। তাদেরকে ইকোটরিয়া জিনকা আদিবাসী গোষ্ঠীর সদস্যদেরও দেখতে চায় না। দিনকা গোষ্ঠীর প্রেসিডেন্ট সালভা কীর ও নুয়ের গোষ্ঠীর সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট রিক মাচারের মধ্যকার বিভেদ থেকেই দক্ষিণ সুদানে সংঘাত ছড়িয়ে পড়ে।

দীর্ঘ এই গৃহযুদ্ধ ও অর্থনৈতিক সংকটের কারণে এ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। দেশটির প্রায় ১০ লাখ নাগরিক অনাহারে দিনাতিপাত করছে। যার সংখ্যা আরো বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। তবে জাতিসংঘের কর্মকর্তাদের মতে, কিছু কিছু এলাকায় প্রেসিডেন্ট সালভা কীর খাদ্য সহায়তা বন্ধ করে দেয়ায় দুর্ভিক্ষ আরো ভয়ানক আকার ধারণ করেছে।

বার্তাসংস্থা এপি বলছে, দক্ষিণ সুদানের ৫০ শতাংশ মানুষ (৫৫ লাখ) মারাত্মক খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় পড়তে যাচ্ছে। এছাড়া আগামী মাসগুলোতে তাদের জীবন মৃত্যুর মুখে পড়তে পারে।

[গণতন্ত্রের নামে ক্ষমতার লড়াই এভাবে সারা পৃথিবীকে অগ্নি গহ্বরে পরিণত করেছে নেতৃত্ব ও আনুগত্যের বিষয়গুলি ক্রমেই সমাজ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। আল্লাহ তুমি যালেমদের হেদায়াত কর (স.স.)]

ভারতে গরুর গোশত নিষিদ্ধের আবেদন হাইকোর্টে খারিজ

ভারতে গরুর গোশত নিষেধ চেয়ে করা এক আবেদন খারিজ করে দিয়েছে দেশটির সুপ্রিমকোর্ট। গত ২৭শে জানুয়ারী দেশটির সর্বোচ্চ আদালত এ আবেদন খারিজ করে দেন। দেশটির প্রধান বিচারপতি জে এস খেহার ও বিচারপতি এনভি রামনা আবেদনকারী বিনিত সাহাইর আইনজীবীকে বলেন, যে কোন রাজ্য নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিতে পারে আবার কোন রাজ্য নাও করতে পারে। এ ধরনের সিদ্ধান্তে আমরা হস্তক্ষেপ করতে পারি না। খবরে বলা হয়, হিন্দু ধর্মগ্রন্থে গরুকে 'মা' হিসাবে গণ্য করা হয় এবং গরু যবেহ ও গরুর গোশত খাওয়াকে অনেক পূজারীই ব্লাসফেমি বা খোদাদ্রোহ বলে মনে করে। তবে ভারতের মুসলিম, খ্রিস্টান ও নিম্নবর্ণের হিন্দুরাসহ কোটি কোটি সংখ্যালঘু জনগণ গরুর গোশত খায়। দেশটির ২৯টি রাজ্যের মধ্যে মাত্র আট রাজ্যে গরু যবেহ ও গরুর গোশত খাওয়ার অনুমতি আছে। কিছু বিজেপি শাসিত রাজ্যে গরু যবেহ, গোশত সংরক্ষণ ও খাওয়া প্রমাণিত হ'লে ১০ বছর জেলসহ আরও কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিজেপি ও আরও কয়েকটি গোড়া ধর্মীয় সংগঠন অনেক দিন ধরেই সারা ভারতে গরুর গোশত নিষেধ বাস্তবায়ন করতে প্রচার চালিয়ে আসছে।

[অবলা জীব গরু যদি কথা বলতে পারত, তবে সে নিশ্চয়ই বলত, আমি তোমাদের জন্য ভোগ্য প্রাণী মাত্র। তোমাদের ও আমার সৃষ্টিকর্তা একই। অতএব তোমরা আমাকে ছেড়ে আল্লাহ্‌র পূজা কর (স.স.)]

ইসলাম প্রচারে এগিয়ে নিউজিল্যান্ডের মুসলিমরা

নিউজিল্যান্ডে বিভিন্ন জাতির বসবাস। নয়নাভিরাম সৌন্দর্যের দেশটিতে ইসলামের প্রচার ও প্রসার হয় মূলত অভিবাসীদের মাধ্যমে। ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার পর ইউরোপ, এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকাসহ নানা দেশের বহু মানুষ এখানে এসে বসতি স্থাপন করে। ১৮৭০ সালে স্বর্ণ অনুসন্ধানকারী পেশার ১৫ জন চীনা মুসলমান জীবিকার অন্বেষণে পাড়ি জমিয়েছিলেন নিউজিল্যান্ডে। ওটাগোর ডানস্টানের স্বর্ণক্ষেত্রে তারা কাজ করতেন। পরে বিভিন্ন স্থান থেকে আরো কিছু মুসলিম সেখানে বসতি স্থাপন করে। নিউজিল্যান্ড সরকারের হিসাব মতে, ১৯৫০ সালে নিউজিল্যান্ডে মুসলমান অধিবাসী ছিল মাত্র ১৫০ জন। ১৯৬০ সালে এ সংখ্যা উন্নীত হয় ২৬০-এ। অভিবাসী মুসলমানদের বড় আকারে বসতি স্থাপন শুরু হয় ১৯৭০ সালে। সে সময় ফিজি থেকে আসা ভারতীয় বংশোদ্ভূত মুসলমানরা নিউজিল্যান্ডে বসতি স্থাপন শুরু করে। তাদের অনুসরণ করে ১৯৯০ সালের মধ্যে যুদ্ধবিধ্বস্ত অনেক দেশের উদ্বাস্তু মুসলমানরা পাড়ি জমায় নিউজিল্যান্ডে। এরপর থেকেই নিউজিল্যান্ডে মুসলিম জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ক্রমেই বাড়তে থাকে। বর্তমানে নিউজিল্যান্ডে মুসলমানের সংখ্যা প্রায় লাখের কাছাকাছি।

যাদের মাঝে অনেক যোগ্য ও অভিজ্ঞ আলেমও রয়েছেন। যাদের অনেকেই ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে ধর্মীয় শিক্ষা অর্জন করে এ দেশে এসেছেন। তারা নিউজিল্যান্ডে ইসলাম প্রচার ও সেখানকার মুসলিমদের ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করার পেছনে দিন-রাত শ্রম দিয়ে যাচ্ছেন। নিউজিল্যান্ডের বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলিম বসতি ঘেঁষে গড়ে উঠেছে মসজিদ। ব্যবস্থা করা হয়েছে শিশুদের ধর্মীয় প্রাথমিক শিক্ষার, হেফযখানা ইত্যাদির। কোন কোন মসজিদের উদ্যোগে সেখানে প্রতিষ্ঠা করেছে সানডে স্কুল। যেখানে ছুটির দিন শিশুদের দিনব্যাপী ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া হয়। এ শিক্ষাকে আরও উন্নত করার লক্ষ্যে সেখানে দিন দিন গড়ে উঠছে আরো অনেক আধুনিক মাদ্রাসা।

'ফেডারেশন অব ইসলামিক অ্যাসোসিয়েশন অব নিউজিল্যান্ড' নামে মুসলমানদের একটি সংগঠন রয়েছে। এটি নিউজিল্যান্ড সরকারের নিবন্ধিত একটি সমাজসেবামূলক সংগঠন। ১৯৭৯ সালে সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই তারা ইসলাম চর্চা, ইসলামী শিক্ষা, সামাজিক সম্পর্ক উন্নয়ন ছাড়াও নানা ধরনের সমাজসেবামূলক কাজ করে আসছে। নিউজিল্যান্ডের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কাছে ইসলামের বাণী পৌঁছানো সংগঠনটির অন্যতম লক্ষ্য। এছাড়া সংগঠনটি স্থানীয় একটি ইনস্টরমেন্ট কোম্পানির সঙ্গে এক হয়ে মুসলিমদের সূদমুক্ত উপায়ে বাড়ি করার পন্থা উদ্ঘাটনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। নিউজিল্যান্ডের মুসলিম জনগোষ্ঠী নিউজিল্যান্ডবাসীর মধ্যে ইসলামের বিশ্বাস, মূল্যবোধ, রীতিনীতি প্রভৃতি সম্পর্কে মাঝে-মধ্যেই ইতিবাচক প্রচারণা চালায়। ইসলাম সম্পর্কে সঠিক ধারণা দেওয়ার জন্য অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হয়। তাদের উদ্যোগে ইসলাম সম্পর্কিত ভুল ধারণা নিরসনে উন্মুক্ত মসজিদ নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। এ নীতির ফলে হ্যামিলটনে ইসলামের ব্যাপারে ভুল ধারণা চিরদিনের জন্য পাল্টে গেছে। মুসলিমরা সংখ্যায় কম হ'লেও নিউজিল্যান্ডে বেশ আন্তরিকতা ও ধর্মভীরুতার সঙ্গে ইসলাম প্রচার-প্রসারের কাজ করে যাচ্ছে। এই ইতিবাচক পরিবর্তনটা অনুসরণীয় একটি দিক।

Contents

মুসলিম জাহান

অনলাইনে দাওয়াত পেয়ে ২১০ জনের ইসলাম গ্রহণ

কুয়েতের জামঈয়্যাতুন নাজাত আল-খায়রিয়াহ-এর ইলেক্ট্রনিক দাওয়াত কমিটির আন্তরিক প্রচেষ্টায় ৪৪টি দেশের ২১০ জন ব্যক্তি ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। উক্ত কমিটির সাথে যুক্ত ড. জামাল আশ-শাত্বী বলেন, আমাদের লক্ষ্য এমন ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা যারা ইসলাম সম্পর্কে জানতে আগ্রহী। এ সংস্থার দাঈরা তাদেরকে ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে অবগত করেন এবং তাদের মনে ইসলাম সম্পর্কে সৃষ্ট সন্দেহ-সংশয় নিরসন করে থাকেন। সূত্র মতে গত বছর ২২৮৪ জন ব্যক্তির সাথে অনলাইনে যোগাযোগ করা হয়। তন্মধ্যে ২১০ জন ব্যক্তি চিন্তা-গবেষণা করে স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেন। ড. শাতীর তথ্য মতে দু'বছর পূর্বে ইসলাম অন লাইন সার্ভিস চালু করা হয়। এ বিভাগে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় দক্ষ এবং বিভিন্ন দেশের তাহযীব-তামাদ্দুন ও স্থানীয় ধর্ম সমূহ সম্পর্কে অবগত ব্যক্তিদেরকে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল। যাতে ইসলাম সম্পর্কে জানতে আগ্রহী ব্যক্তিদেরকে তারা তাদের ভাষায় ইসলামকে বুঝাতে পারে *(মাসিক মা'আরিফ, ইউপি, ভারত, মার্চ'১৭, পৃঃ ২২৪; ছিরাতে মুস্তাকীম, বার্মিংহাম, লণ্ডন, জানুয়ারী '১৭)*।

ইয়ামনে এখন প্রশ্ন- কোন শিশুটিকে রক্ষা করি!

যুদ্ধবিধ্বস্ত ইয়ামনের নাগরিক ওসামা হাসানের পরিবার এক কঠিন প্রশ্নের মুখোমুখি। তিলে তিলে নিঃশেষ হ'তে যাওয়া ২ বছর বয়সী হাসানকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাবে? নাকি অন্য শিশুদের মুখে জীবন রক্ষায় দু'মুঠো খাবার তুলে দেবে?

হাসানের পরিবারটির মতো এমন অবস্থা যুদ্ধবিধ্বস্ত ইয়ামনের হাযারো পরিবারের। দেশটির অধিকাংশ শিশুই এখন যুদ্ধের করাল থাবার শিকার। নিরুপায় হয়ে ওসামার জীবনের চেয়ে একবেলা খাবারকেই গুরুত্ব দিচ্ছে যুদ্ধবিধ্বস্ত ইয়ামেনের পরিবারটি। সম্প্রতি ওয়াশিংটন পোস্টের এক প্রতিবেদনে এ খবর প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশিত খবর অনুযায়ী সরেযমীনে গিয়ে দেখা যায়, একটি কাঠের খাটিয়ায় শুয়ে আছে অপুষ্টি ও অনাহারে শীর্ণ ওসামা। দু'পায়ে হাঁটার শক্তি নেই। জীর্ণ ঘরের কোণে পড়ে থাকা ওসামাকে অশ্রুসিক্ত চোখে দেখছিলেন দাদা আহমাদ ছাদেক। তিনি বলেন, 'আমরা তার জন্য কিছুই করতে পারছি না। আমি জানি সে মারা যাচ্ছে'।

গল্পটি ওসামার একার নয়। ইয়ামনের গ্রামাঞ্চলের সব শিশুই এখন এই বাস্তবতার মুখোমুখি। গ্রামগুলোর কবরস্থানে মৃত শিশুর সংখ্যা বেড়েই চলেছে। এখন আর তাদের কবরগুলো চিহ্নিত করে রাখাও হচ্ছে না। জানানো হচ্ছে না সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে।

মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে গরীব দেশ ইয়ামন। ২০১১ সালে আরব বসন্তের পর দেশটির অবস্থা আরো খারাপ হ'তে থাকে। এরপর ২০ মাসের গৃহযুদ্ধ দেশটিতে একপ্রকার দুর্ভিক্ষ ডেকে আনে। জাতিসংঘের এক জরিপ মতে, ইয়ামনে ৩ লাখ ৭০ হাযার শিশু অপুষ্টিতে ভুগে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এ মুহূর্তে সাহায্যের প্রয়োজন আরো ২০ লাখ শিশুর।

[জাহেলী আরবে ইয়ামন ছিল এক সমৃদ্ধ ব্যবসাকেন্দ্র। কুরায়েশগণ ব্যবসার জন্য শীতকালে ইয়ামন ও গ্রীষ্মকালে শামে তথা সিরিয়ায় যেতেন। দু'টি দেশই এখন আধুনিক জাহেলিয়াতের হামলায় ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। আল্লাহ তুমি মযলূমদের সাহায্য কর (স.স.)]

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

অন্ধদের জন্য ব্রেইল ট্যাবলেট কম্পিউটার

বিলিট্যাব নামক একটি কোম্পানী একই নামে ব্রেইল সিস্টেমে পরিচালিত অন্ধদের জন্য একটি ট্যাবলেট কম্পিউটার তৈরী করেছে। প্রথম পর্যায়ে তিন হাযার ব্যক্তির উপর সফলভাবে এর পরীক্ষা চালানো হয়েছে। এই কম্পিউটার বিশেষ পদ্ধতির মাধ্যমে স্ক্রিনে মজুদ সাধারণ লেখাকে ব্রেইল কোডে রূপান্তরিত করে দেয়। যেটি স্ক্রিনের সাথে সংযুক্ত 'ব্রেইল বোর্ডে' সুস্পষ্ট অক্ষররূপে দৃশ্যমান হয় এবং অন্ধ ব্যক্তিরা তা স্পর্শ করে পড়তে পারে। ঐ ব্রেইল বোর্ড ব্যবহার করে সেটা লিখতেও পারে। বিলিট্যাব-এ শব্দকে লেখায় এবং লেখাকে শব্দে রূপান্তরের সুবিধা রয়েছে। *(মাসিক মা'আরিফ, ইউপি, ভারত, মার্চ'১৭, পৃঃ ২২৪)*।

স্মার্টফোন আমাদের বোকা বানাচ্ছে?

সতেরো দুগুণে কত, তা বলতেও এখন পকেট থেকে ফোন বের করে ক্যালকুলেটর অ্যাপে হিসাব কষতে হয়। এমন অনেক কিছুই এখন আর কেউ নিজের মস্তিষ্কে সংরক্ষণ করতে চায় না। কারণ ঐ একটাই। সকল কাজের কাজি স্মার্টফোন তো আছেই। চৌকস এই ফোন দিন দিন আরও চৌকস হয়ে উঠলেও তা যে একই সঙ্গে মানুষকে দিন দিন বোকা আর পরনির্ভরশীল বানাচ্ছে, তা নিয়েই এখন গভীরভাবে শংকিত প্রযুক্তি বিশ্লেষকরা।

স্মার্টফোন ও ইন্টারনেটের ওপর নির্ভরশীলতা অনেকটা গাড়িতে চড়ার মতো। বিভিন্ন জায়গায় যাতায়াতের জন্য হাঁটার চেয়ে গাড়ির ব্যবহার নিঃসন্দেহে সহজ ও দ্রুততর উপায়। তবে তা যে ধীরে ধীরে নিজের দু'পায়ের ওপর থেকে আস্থা কমিয়ে দেয়, তা আমাদের মাথায় থাকে না। ঠিক একইভাবে মস্তিষ্কের ওপর চাপ কমালে এর কার্যক্ষমতা কমতে থাকে। কানাডার ম্যাকগিল ইউনিভার্সিটির এক গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব চালক গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেমসের (জিপিএস) দিকনির্দেশকের ওপর নির্ভর করে গাড়ি চালান, তাদের তুলনায় যারা নিজের মস্তিষ্কের ক্ষমতার ওপর নির্ভর করে গাড়ি চালান তাঁদের মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা অনেক বেশী হয়। বিশ্লেষকদের মতে, স্মার্টফোনের ওপর অত্যধিক নির্ভরশীলতা অনেকটা নিজের ব্যায়াম অন্য কাউকে দিয়ে করিয়ে নেওয়ার মতো।

প্রযুক্তিবিষয়ক লেখক নিকোলাস কার বলেন, 'গুগলের সাহায্য নিয়ে আমরা যদি সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া শুরু করি, তাতে হয়তো ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যাবে। কিন্তু তাতে আমরা সূক্ষ্ম ও গভীর চিন্তা করতে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করতে পারব না'। তিনি বলেন, যারা সর্বদা ইন্টারনেট ও স্মার্টফোন নিয়ে ব্যস্ত থাকে, অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের প্রতি বেশী মনোযোগী হওয়ার ফলে তারা বেশী মানুষের সঙ্গে থাকতে বিরক্তবোধ করে।

দিন দিন স্মার্টফোন মানব মস্তিষ্কের দীর্ঘস্থায়ী কার্যক্ষমতা কমিয়ে দিচ্ছে। পার্কে গিয়ে মুক্ত বাতাস আর পরিবেশ উপভোগ করার চেয়ে এখন ঘরের কোণে বসে ইউটিউবে মজার ভিডিও দেখাটাই পরিণত হয়েছে অধিক আনন্দদায়ক বিনোদনে। কিন্তু তা মানব মস্তিষ্কের তথ্য ও অনুভূতি প্রক্রিয়াজাত করার অংশটুকু ধীরে ধীরে দুর্বল করে দিচ্ছে। যার ফলে অদূর ভবিষ্যতে হয়ত মানব মস্তিষ্ক গভীর চিন্তাশক্তি ও মনোযোগ ধরে রাখার ক্ষমতা হারাতে বসবে।

Contents

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

তাবলীগী ইজতেমা ২০১৭ সম্পন্ন

রাজশাহী ২৩ ও ২৪শে ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতি ও শুক্রবার : 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর দু'দিনব্যাপী ২৭তম বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমা রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়া ট্রাক টার্মিনাল ময়দানে সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। *ফালিল্লা-হিল হাম্দ*। ১ম দিন বাদ আছর বিকাল ৪-টায় তাবলীগী ইজতেমা'১৭-এর সভাপতি ও 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**-এর সভাপতিত্বে ইজতেমার কার্যক্রম শুরু হয়। প্রথমে অর্থসহ পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহীর হিফয বিভাগের প্রধান হাফেয লুৎফর রহমান এবং স্বাগত ভাষণ পেশ করেন তাবলীগী ইজতেমা'১৭ ব্যবস্থাপনা কমিটির আহ্বায়ক ও 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ আব্দুল লতীফ।

উদ্বোধনী ভাষণ :

বাদ আছর ইজতেমার উদ্বোধনী ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, আমাদের সংগঠনের লক্ষ্য, সার্বিক জীবনে আল্লাহ্র দাসত্ব করা। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' এদেশের মাটিতে উক্ত আহ্বান নিয়ে যে পদযাত্রা শুরু করেছিল, সময়ের বিবর্তনে তা আজ সকলের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে। এ দাওয়াতের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা মানুষের হৃদয়ে যে গভীর অনুভূতি সৃষ্টি করেছে, তা কোন জেল-যুলুম বা দুনিয়াবী লোভ-লালসা দ্বারা প্রতিহত করা সম্ভব নয়। যে কারণেই দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলসমূহ থেকে এমনকি দেশের বাহির থেকেও প্রাণের টানে আপনারা আজকের এ ইজতেমায় ছুটে এসেছেন। মুমিনের সেই প্রাণের আহ্বানই হচ্ছে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর প্রকৃত আহ্বান।

কোন আন্দোলনের গতিশীলতা নির্ভর করে তার প্রাণস্রোত, তার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও মূলনীতি এবং সঠিক কর্মসূচী ও কর্মপদ্ধতির উপর। আর সবগুলোর ঐক্যতান যাদের হৃদয়ে অটুট থাকে, তারা দেশে বা প্রবাসে যেখানেই থাকুক না কেন, তাদের অন্তরে গভীর অনুরণন সৃষ্টি করে। এই অনুরণন যখন বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষের হৃদয়ে সমভাবে জাগ্রত হবে এবং তা ঐক্যবদ্ধ রূপ নিবে, তখনই এদেশের মাটিতে আল্লাহপাকের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা লাভ করবে ইনশাআল্লাহ।

আমাদের এই আহ্বান দল-মত ও ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমগ্র মানবজাতির নিকটে। সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাঁর নবী ও রাসূলগণের মাধ্যমে মানুষের প্রতি যে আহ্বান জানিয়েছেন, আহলেহাদীছ আন্দোলনের কর্মী হিসেবে আমাদেরও সেই একই আহ্বান সকল আদম সন্তানের প্রতি। সকল মানুষের নিকট উক্ত দাওয়াত পৌঁছানোর জন্যই আমাদের এই তাবলীগী ইজতেমা।

উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে আমাদের উপদেশ- ইজতেমার ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য রক্ষা করুন। এক ভাই অপর ভাইকে সহযোগিতা করুন। কেননা আল্লাহ তার বান্দার সাহায্যে অতক্ষণ থাকেন, যতক্ষণ বান্দা তার ভাইয়ের সাহায্যে থাকে। অতএব এক ভাই অপর ভাইকে আন্তরিক সহযোগিতার মাধ্যমে নেকী উপার্জনে প্রতিযোগিতা করুন। সবশেষে তিনি আল্লাহ্র নামে দু'দিনব্যাপী তাবলীগী ইজতেমার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

মুহতারাম আমীরে জামা'আতের উদ্বোধনী ভাষণের পর পূর্ব নির্ধারিত বিষয়বস্তু সমূহের উপরে ১ম দিন রাত পৌনে ১-টা পর্যন্ত বক্তব্য পেশ করেন মাওলানা রুস্তম আলী (মারকায), ড. মুহাম্মাদ আবু তাহের (সিলেট), আব্দুল হালীম (মারকায), আব্দুর রশীদ আখতার (কুষ্টিয়া), মাওলানা আব্দুল মান্নান (সাতক্ষীরা), মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল (পাবনা), মাওলানা শফীকুল ইসলাম (নারায়ণগঞ্জ), ইকবাল কবীর (নরসিংদী), মুহাম্মাদ আল-আমীন (বগুড়া) ও মুহাম্মাদ শহীদুল ইসলাম (মাদারীপুর)।

২য় দিন শুক্রবার বাদ ফজর দারুল হাদীছ জামে মসজিদে দরসে কুরআন পেশ করেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত। একই সময় প্যাণ্ডেলে দরসে হাদীছ পেশ করেন মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল (পাবনা)। অতঃপর সকাল ৯-টা পর্যন্ত বিষয় ভিত্তিক বক্তব্য সমূহ পেশ করেন, অধ্যাপক মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম (যশোর), অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম (মারকায), জামীলুর রহমান (কুমিল্লা), মাওলানা সাইফুল ইসলাম বিন হাবীব (ঢাকা) ও মাওলানা ছফিউল্লাহ (কুমিল্লা)।

অতঃপর ২য় দিন বাদ আছর হ'তে রাত ৪-টা পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে বক্তব্য পেশ করেন, অধ্যাপক জালালুদ্দীন (নরসিংদী), অধ্যাপক দুররুল হুদা (রাজশাহী), ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম (মারকায), মুহাম্মাদ আহসান (ঢাকা), মাওলানা সাঈদুর রহমান (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), তাসলীম সরকার (ঢাকা), মীযান বিন আব্দুল আযীয জৈনপুরী (ঢাকা), ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন (মারকায), মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম (খুলনা), মাওলানা দুররুল হুদা (রাজশাহী), অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম (সাতক্ষীরা), মুহাম্মাদ আফযাল হোসাইন (নওগাঁ), মাওলানা শামসুর রহমান (ঢাকা), মাওলানা আবুবকর (রাজশাহী) ও মাওলানা মুখলেছুর রহমান (নওগাঁ) প্রমুখ।

এবারের তাবলীগী ইজতেমার উপস্থিতি ছিল বিগত সকল ইজতেমার তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ। ফলে উদ্বোধনী ভাষণের সময়েই মূল প্যাণ্ডেল কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যায়। অতঃপর রাতে জায়গা না পেয়ে হাযার হাযার শ্রোতাকে প্যাণ্ডেলের বাইরে মহাসড়কে ও অন্যত্র খোলা আকাশের নীচে অবস্থান নিতে হয়। মহিলা প্যাণ্ডেলের অবস্থাও ছিল একই রকম। প্যাণ্ডেলে সংকুলান না হওয়ায় উঁচু প্রাচীর ঘেরা মহিলা মাদরাসা ক্যাম্পাসের সর্বত্রই মহিলাদের বসে বক্তব্য শ্রবণ করতে হয়েছে। এমনকি মহিলা মারকাযের ভিতরের পুকুরের শুকনা অংশে তাদের বসতে হয়েছে।

বাইরের যেলাগুলি থেকে সর্বমোট ২৮৪টি বড় রিজার্ভ বাস, ১১টি মাইক্রোবাস এবং কার, ভটভটি ও সিএনজি ছাড়াও বিচ্ছিন্নভাবে ৫২টি সাংগঠনিক যেলা থেকে ও বাইরের অন্য যেলা থেকেও ট্রেন, বাস, মাইক্রো, মটর সাইকেল, বাই সাইকেল ইত্যাদি বিভিন্ন যানবাহন যোগে হাযার হাযার মুছল্লী ইজতেমায় অংশগ্রহণ করেন। সঊদী আরব ও সিঙ্গাপুর সহ অন্যান্য দেশ থেকেও সদ্য দেশে ফেরা অনেক প্রবাসী কর্মী ও সুধী ইজতেমায় যোগদান করেন। প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত থেকেও অনেকে ভিসা নিয়ে ইজতেমায় অংশগ্রহণ করেন। ইন্টারনেট সংযোগের মাধ্যমে বিদেশী শাখা সমূহের কর্মীগণ ইজতেমার সরাসরি লাইভ প্রোগ্রাম শোনেন ও দেখেন।

Contents

দু'দিনব্যাপী তাবলীগী ইজতেমার বিভিন্ন অধিবেশনে সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর গবেষণা সহকারী নূরুল ইসলাম (রাজশাহী), ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক কাযী হারূনুর রশীদ ও 'যুবসংঘ' রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল মান্নান (রাজশাহী) প্রমুখ।

তাবলীগী ইজতেমার বিভিন্ন অধিবেশনে কুরআন তেলাওয়াত করেন হাফেয লুৎফর রহমান (বগুড়া), আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ (বগুড়া), আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির (সাতক্ষীরা), হাফেয শাহরিয়ার (রাজশাহী) ও ক্বারী মুনীরুল ইসলাম (রাজশাহী)। ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ (বগুড়া), মুহাম্মাদ মীযানুর রহমান (জয়পুরহাট), আব্দুল্লাহ আল-মামূন (সাতক্ষীরা), রোকনুযযামান (সাতক্ষীরা), আব্দুল গফূর (বগুড়া), ইয়াকূব (মেহেরপুর), আব্দুল আলীম (দিনাজপুর) এবং আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ছাত্র ওমর ফারূক (৯ম শ্রেণী), আলে ইমরান (৭ম শ্রেণী), মীর বখতিয়ার (৬ষ্ঠ শ্রেণী) প্রমুখ।

আমীরে জামা'আতের ১ম রাতের ভাষণ

'বিশ্বশান্তির উপায়' শীর্ষক আলোচনায় মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, আল্লাহপাক শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে বিশ্বশান্তির দূত হিসাবে পাঠিয়েছিলেন *(আম্বিয়া ২১/১০৭)*। অথচ তাঁকে সর্বদা অশান্তির নায়কদের হাতে লাঞ্ছনার শিকার হ'তে হয়েছে। তিনি প্রচলিত ধর্মীয় ও সামাজিক প্রথা সমূহের সাথে আপোষ করেননি। বরং মানুষের সার্বিক জীবনকে আল্লাহ্‌র অহি-র আলোকে ঢেলে সাজানোর ব্রত নিয়ে দাওয়াত দিয়ে গেছেন। যেহেতু তিনি শেষনবী ছিলেন এবং যেহেতু তাঁর মাধ্যমেই ইসলাম পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করেছে, সেহেতু আল্লাহ্‌র বিশেষ রহমতে তাঁর ইমারতের অধীনে সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় জামা'আতবদ্ধ ঈমানদারগণের মাধ্যমে মদীনাতে ইসলামের সার্বিক বিজয় সম্পন্ন হয়। যা পরবর্তীতে বিশ্ব বিজয়ের সূচনা করে। আজও সামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর রেখে যাওয়া আদর্শ ও তরীকার সনিষ্ঠ অনুসরণ অপরিহার্য। এর বাইরে বিশ্বশান্তির বিকল্প কোন রাস্তা নেই। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সে পথেই পরিচালিত এবং সে পথেই মানুষকে সংঘবদ্ধ করে।

২য় রাতের ভাষণ

'আহলেহাদীছ আন্দোলনের পরিচয়' শীর্ষক আলোচনায় তিনি জনগণকে আল্লাহ্‌র রজ্জু পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মর্ম কেন্দ্রে সমবেত হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, সামাজিক ঐক্য ও সংহতির জন্য আল্লাহ প্রেরিত একমাত্র মানদণ্ড হ'ল হাবলুল্লাহ তথা কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ। যখনই মানুষ 'হাবলুল্লাহ' বাদ দিয়ে আব্দুল্লাহদের পূজা করবে, তখনই সমাজ বিভক্ত হবে এবং শয়তান বিজয়ী হবে। তিনি ইসলামের প্রথম যুগ থেকে মুসলিম উম্মাহ্‌র ভাঙন চিত্র সংক্ষেপে তুলে ধরেন। অতঃপর তা দূরীকরণে যুগে যুগে আহলেহাদীছ আন্দোলনের ভূমিকা ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, আহলেহাদীছ আন্দোলনের মাধ্যমেই কেবল উম্মত ঐক্যবদ্ধ হ'তে পারে। এমনকি এই আন্দোলনের মাধ্যমে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সামাজিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। যা অন্য কোন আন্দোলনের মাধ্যমে সম্ভব নয়। এজন্য প্রয়োজন সমাজের বিভিন্ন স্তরে সত্যিকার অর্থে নিবেদিত প্রাণ জামা'আতবদ্ধ একদল প্রকৃত আহলেহাদীছ কর্মীর। অতএব আসুন! আমরা আমাদের সমাজকে শান্তির সমাজে পরিণত করার প্রচেষ্টায় জামা'আতবদ্ধ হই।

ইজতেমার অন্যান্য রিপোর্ট

জুম'আর খুৎবা :

ইজতেমার ২য় দিন শুক্রবার ইজতেমা ময়দানে মুহতারাম আমীরে জামা'আত এবং কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন। এ সময় মহিলা মাদরাসা ও ট্রাক টার্মিনালের পার্শ্ববর্তী পৃথক স্থানে মহিলা প্যাণ্ডেল সহ ট্রাক টার্মিনালের পুরো ময়দানব্যাপী সুবিশাল প্যাণ্ডেল পূর্ণ হয়ে প্যাণ্ডেলের বাইরে ও মহাসড়কে খোলা স্থানে বসে মুছল্লীরা খুৎবা শ্রবণ করেন। একই মাইক্রোফোনে প্রদত্ত জুম'আর খুৎবায় সমবেত পুরুষ ও মহিলা মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, 'জান্নাত লাভের আবশ্যিক পূর্বশর্ত হ'ল ইখলাছ'। তিনি সূরা লোকমান ৩৩ আয়াতের আলোকে বলেন, ক্বিয়ামত আসবেই। আল্লাহ্‌র নিকটে সবকাজের হিসাব দিতে হবেই। অতএব আমরা যেন পার্থিব জীবনের ধোঁকায় না পড়ি এবং শয়তানী প্রতারণার ফাঁদে পা না দেই। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র নিকট পুরস্কার ও দুনিয়াতে প্রসিদ্ধি দু'টি এক সঙ্গে কামনা করলে কোনটাই পাওয়া যাবে না। কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য ইখলাছের সাথে কাজ করলেই সেটি আল্লাহ্‌র নিকট কবুল হবে। অতএব আসুন! আমরা আমাদের সকল কাজ স্রেফ আল্লাহকে খুশী করার জন্য করি এবং তাঁর প্রেরিত তরীকা মোতাবেক সম্পন্ন করি।

উল্লেখ্য যে, খুৎবা শুরুর কিছু পূর্বে জুম'আর ছালাতের উদ্দেশ্যে মঞ্চে আগমন করেন রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের সাবেক মেয়র এ.এইচ.এম. খায়রুজ্জামান লিটন। জুম'আর ছালাতের পর তিনি উঠে মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে সালাম করেন। তখন সকলে তাঁর নিকটে ইজতেমার জন্য বৃহৎ আয়তন বিশিষ্ট সরকারী খাস জমি বরাদ্দ দাবী করেন। জবাবে তিনি এজন্য সার্বিক চেষ্টা করবেন বলে মুছল্লীদের আশ্বস্ত করেন।

যুবসমাবেশ :

ইজতেমার ২য় দিন সকাল ১০-টায় প্রস্তাবিত দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে পৃথক প্যাণ্ডেলে আয়োজিত 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে 'যুবসমাবেশ' অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণে **মুহতারাম আমীরে জামা'আত** বলেন, লক্ষ্যে দৃঢ়তা ও কর্মে একনিষ্ঠতা ব্যতীত কোন উদ্দেশ্যই সফলকাম হয় না। তাই 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কর্মীদের প্রতি আমাদের একটাই মাত্র উপদেশ, আপনারা সংগঠনের লক্ষ্য পূরণে অবিচল ও একনিষ্ঠ থাকুন।

সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম, শূরা সদস্য অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম ও পাবনা যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রবীণ উপদেষ্টা জনাব মুহাম্মাদ রবীউল ইসলাম। যেলা দায়িত্বশীলদের মধ্য থেকে বক্তব্য রাখেন 'যুবসংঘ' সাতক্ষীরা যেলা সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মামূন, জয়পুরহাট যেলা সভাপতি নাজমুল হক, নারায়ণগঞ্জ যেলা সভাপতি জালালুল কবীর, রংপুর যেলা সভাপতি শিহাবুদ্দীন, সিরাজগঞ্জ যেলা সভাপতি শামীম আহমাদ,

Contents

বগুড়া যেলা সভাপতি আল-আমীন, রাজশাহী সদর সাংগঠনিক যেলা সভাপতি হায়দার আলী, কুমিল্লা যেলা সাধারণ সম্পাদক আহমাদুল্লাহ ও রাজশাহী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার সাধারণ সম্পাদক যিল্লুর রহমান প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আবুল কালাম। সমাবেশে বিপুল সংখ্যক কর্মী ও সুধী অংশগ্রহণ করেন।

মহিলা সমাবেশ :

ইজতেমার ২য় দিন শুক্রবার সকাল ৮-টায় মহিলা সালাফিইয়াহ মাদরাসা ময়দানে মহিলাদের প্যাণ্ডেলে মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্যা আঞ্জুমান আরার সভানেত্রীত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত মহিলা সমাবেশ বক্তব্য রাখেন শরীফা খাতুন (মারকায বালিকা শাখা প্রধান) প্রমুখ। সমাবেশে মহিলা মাদ্রাসার ছাত্রীদের অংশগ্রহণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিচালিত হয়।

আত-তাহরীক এজেন্ট সম্মেলন :

ইজতেমার ২য় দিন বাদ আছর প্রস্তাবিত দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে প্রথম বারের মত মাসিক আত-তাহরীক-এর এজেন্ট সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে মোট ১০৩২ জন এজেন্টের অধিকাংশ উক্ত সম্মেলনে যোগদান করেন। এজেন্টদের সবাইকে আত-তাহরীকের পক্ষ থেকে একটি করে 'ডায়েরী' উপহার দেওয়া হয় এবং ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীদের ডায়েরী ছাড়াও বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হয়। ১ম হন আনীসুর রহমান (বগুড়া) ৩২০ কপি। ২য় হন হাবীবুর রহমান (সাতক্ষীরা) ২২৬ কপি এবং ৩য় হন মোস্তাক আহমাদ সরোয়ার (জয়পুরহাট) ২১০ কপি।

উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে আত-তাহরীক-এর প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** বলেন, নির্ভেজাল তাওহীদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার সহযোগী হিসাবে আত-তাহরীক প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং সে লক্ষ্যে অবিচল থেকে এটি এগিয়ে চলেছে। দুই- নেকীর উদ্দেশ্যে ও ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ হিসাবে আমরা আত-তাহরীক পরিচালনা করি। এজেন্ট ভাইগণ একই উদ্দেশ্যের সাথী। এজন্য তারা অনেক ক্ষতি স্বীকার করে থাকেন। তিন- সমাজ পরিবর্তনের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে আত-তাহরীক পরিচালিত হয়। সেকারণ তাকে অনেক চড়াই-উৎরাই পেরোতে হয়। আমরা কারাগারে থাকাকালীন একে লক্ষ্যচ্যুত করার সর্বোচ্চ চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু ইমারতের প্রতি অবিচল থাকায় বর্তমান সম্পাদক মণ্ডলীকে তারা নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে পারেনি। সরকারী রোষাণলেও মাঝে-মধ্যে পড়তে হচ্ছে। এজেন্ট ভাইদের অনেকে তাতে ভীত হচ্ছেন। ফলে গ্রাহক সংখ্যায় মাঝে-মধ্যে ছন্দ-পতন ঘটছে। তবুও দেশের প্রায় সকল ইসলামী পত্রিকার শীর্ষস্থানে রয়েছে মাসিক 'আত-তাহরীক'। কেননা এটি কেবল সংবাদপত্র নয়। বরং জ্ঞানের অক্ষয় খনি। যা ঘরে থাকলে সারা জীবন আপনাকে আলোর পথ দেখাবে *ইনশাআল্লাহ*।

মাসিক আত-তাহরীক-এর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক এবং 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর সচিব অধ্যাপক আব্দুল লতীফ, দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম ও 'আন্দোলন'-এর শূরা সদস্য অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম প্রমুখ। সম্মেলনে আত-তাহরীক পরিবারের পক্ষ থেকে সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম এবং এজেন্টদের মধ্য থেকে বক্তব্য রাখেন মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান (সাতক্ষীরা) ও আনীসুর রহমান (বগুড়া)। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর গবেষণা সহকারী নূরুল ইসলাম (রাজশাহী)।

জাতীয় গ্রন্থপাঠ প্রতিযোগিতার পুরস্কার প্রদান :

বিগত বছরের ন্যায় এবারও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে 'জাতীয় গ্রন্থপাঠ প্রতিযোগিতা' অনুষ্ঠিত হয়। এবারের নির্বাচিত গ্রন্থ ছিল আমীরে জামা'আত রচিত 'তাফসীরুল কুরআন ৩০তম পারা (২য় সংস্করণ)'। এতে শীর্ষস্থান অধিকারী তিনজন হ'ল যথাক্রমে ১. আসাদুল্লাহ আল-গালিব (কুষ্টিয়া), ২. শরীফুল ইসলাম (সাতক্ষীরা) ও ৩. আব্দুল কাদের (চাঁপাই নবাবগঞ্জ)। এছাড়া ৫ জনকে বিশেষ পুরস্কার প্রদান করা হয়। বিজয়ীদের হাতে সম্মাননা সনদ ও পুরস্কার তুলে দেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত।

ফৎওয়া বুথ :

২৭তম বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমা উপলক্ষে এবারই প্রথম ফৎওয়া বুথের ব্যবস্থা করা হয়। মাসিক আত-তাহরীক-এর কার্যালয়ে স্থাপিত ফৎওয়া বুথে বিভিন্ন যেলা থেকে আগত কর্মী ও সুধীবৃন্দের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর গবেষণা সহকারী মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম। বিকাল ৪-টা থেকে রাত ১১-টা পর্যন্ত এ কার্যক্রম অব্যাহত থাকে।

স্বেচ্ছাসেবী নিরাপদ রক্তদান সংস্থা 'আল-'আওন'-এর যাত্রা শুরু :

'মাদক মুক্ত রক্তদান, সুস্থ থাকবে জাতির প্রাণ' এই শ্লোগান নিয়ে ২৩শে ফেব্রুয়ারী ২০১৭ বৃহস্পতিবার 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর অন্যতম সমাজকল্যাণ সংগঠন হিসাবে **'আল-'আওন'** স্বেচ্ছাসেবী নিরাপদ রক্তদান সংস্থা যাত্রা শুরু করেছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে- রক্তের গ্রুপ সমূহ নির্ধারণ করে যেলা ভিত্তিক রক্তদাতাদের তালিকা প্রস্তুত করা এবং প্রয়োজন মুহূর্তে অসহায় রোগীকে চাহিবা মাত্র রক্ত দাতার সন্ধান দেওয়া। তাবলীগী ইজতেমার ১ম দিন বৃহস্পতিবার আমীরে জামা'আতের নির্দেশক্রমে এর কার্যক্রম শুরু করা হয় এবং ইজতেমার দু'দিন 'আল-'আওন'-এর দায়িত্বশীল ও কর্মীরা নিরলসভাবে প্রায় দু'শ জন স্বেচ্ছায় রক্তদাতার রক্তের গ্রুপ নির্ধারণ ও তাদের নাম-ঠিকানা তালিকাভুক্ত করেন।

উল্লেখ্য যে, 'আল-'আওন'-এর বর্তমান কার্যালয় আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর পূর্ব পার্শ্বস্থ ভবনের ২য় তলায় অবস্থিত।

বিদায়ী ভাষণ ও দো'আ :

ইজতেমার ৩য় দিন শনিবার ইজতেমা ময়দানে মুহতারাম আমীরে জামা'আত-এর ইমামতিতে ফজরের ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর তিনি মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত বিদায়ী ভাষণ পেশ করেন। সবাইকে ছহীহ-সালামতে স্ব স্ব গন্তব্যে পৌঁছে যাওয়ার জন্য আল্লাহ্র নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। অতঃপর সভাপতি হিসাবে তিনি বিদায়কালীন ও বৈঠক ভঙ্গের দো'আ পাঠের মাধ্যমে দু'দিনব্যাপী ২৭তম বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমার আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

ইজতেমায় গৃহীত প্রস্তাব সমূহ :

ইজতেমার ২য় দিন রাতে আমীরে জামা'আতের ভাষণের পর 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম সরকারের নিকট নিম্নোক্ত প্রস্তাব ও দাবী সমূহ পেশ করেন এবং উপস্থিত সকলে হাত তুলে সমস্বরে সেগুলির প্রতি

Contents

জোরালো সমর্থন ব্যক্ত করেন।-

(১) পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে দেশের আইন ও শাসন ব্যবস্থা ঢেলে সাজাতে হবে এবং মানুষের রক্তচোষা সূদভিত্তিক পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা বাতিল করে অনতিবিলম্বে ইসলামী অর্থনীতি চালু করতে হবে।

(২) হিংসা ও প্রতিহিংসার রাজনীতি বন্ধ করে দল ও প্রার্থীবিহীন ইসলামী নেতৃত্ব নির্বাচন ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

(৩) জঙ্গীবাদের বিশ্বাসগত ভ্রান্তি দূর করার জন্য শিক্ষার সর্বস্তরে সঠিক ইসলামী শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে।

(৪) মূর্তি ভাঙ্গা জাতি মুসলমানের দেশে সর্বোচ্চ আদালত প্রাঙ্গণে প্রাচীন গ্রীক দেবীর মূর্তি স্থাপন তাওহীদের বিরুদ্ধে শিরকের যুদ্ধ ঘোষণার শামিল। অতএব এ মূর্তি দ্রুত অপসারণ করতে হবে। সেই সাথে এই সম্মেলন হবিগঞ্জে জনৈক রজত রায় কর্তৃক কা'বাগৃহের উপরে হনুমানের মূর্তি স্থাপন করার ছবি ফেসবুকে ছেড়ে দেওয়ার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে ও দোষী ব্যক্তির দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবী জানাচ্ছে।

(৫) আহলেহাদীছদের বিরুদ্ধে বিষোদগার বন্ধ করতে হবে এবং জঙ্গীবাদের মিথ্যা অপবাদ দিয়ে নির্দোষ ব্যক্তিদের গ্রেফতার করে যামিন না দেওয়া এবং ইসলামী বই-পুস্তককে 'জিহাদী বই' বলে আখ্যায়িত করার অপতৎপরতা বন্ধ করতে হবে।

(৬) সুন্দরবনকে রক্ষার জন্য রামপাল কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র অন্যত্র সরিয়ে নিতে হবে এবং রূপপুর পারমাণবিক চুল্লী নির্মাণ প্রকল্প বন্ধ করতে হবে। সেই সাথে শিল্পায়নের নামে বিদেশীদেরকে শতশত একর জমি ইজারা দিয়ে ছোট্ট এই দেশটিকে অন্যদের করায়ত্ত করার সুযোগ না দেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছে।

(৭) আণবিক বোমার চেয়েও ভয়ংকর ফারাক্কা বাঁধ, গজলডোবা বাঁধ, ভারতের আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প প্রভৃতি ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক আদালতে মামলা করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে।

(৮) দলীয় সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে নিরপেক্ষভাবে দেশের সকল সেক্টরে মেধাবী ও যোগ্য ব্যক্তিদের নিযুক্ত করার আহ্বান জানাচ্ছে। সেই সাথে হিজাব ও নিক্বাবধারী পর্দানশীন ছাত্রী ও চাকুরী প্রার্থীদের হয়রানীর বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে।

(৯) বর্মী দুঃশাসন থেকে মুক্তির লক্ষ্যে রোহিঙ্গা মুসলমানদের জন্য 'পৃথক আরাকান রাষ্ট্র' ঘোষণা অথবা মিয়ানমারে তাদের নাগরিকত্ব পুনর্বহাল করে সসম্মানে পুনর্বাসনের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য এ সম্মেলন জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে।

(১০) যুব সমাজের নৈতিক অবক্ষয় রোধের জন্য মাদকের সয়লাব ও পর্ণো সাইট সমূহ বন্ধ করার জন্য এবং পিস টিভি বাংলার উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের জন্য এ সম্মেলন সরকারের প্রতি জোর দাবী জানাচ্ছে।

[স্থানীয় কয়েকটি দৈনিক ছাড়াও ২৪, ২৫ ও ২৭শে ফেব্রুয়ারী দৈনিক ইনকিলাবে প্রস্তাবগুলি সহ ইজতেমার পূর্ণ রিপোর্ট প্রকাশিত হয়।-সম্পাদক]

আলোচনা সভা

মোহনপুর, রাজশাহী ১৭ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার : অদ্য বাদ মাগরিব রাজশাহীর মোহনপুর থানাধীন মোহনপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' মহব্বতপুর শাখার সভাপতি আলহাজ্জ মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক হাবীবুর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন মোহনপুর উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আফাযুদ্দীন, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ এমদাদুল হক ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার সাবেক সভাপতি আশরাফুল ইসলাম। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন ধূরইল এলাকা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াহহাব।

ধূরইল, মোহনপুর, রাজশাহী ২১শে ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর ধূরইল আহলেহাদীছ হাফেযিয়া মাদরাসা সংলগ্ন জামে মসজিদ উদ্বোধন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বালানগর কামিল মাদরাসার অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মাদ আয়নাল হক্বের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক হাবীবুর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন অত্র মাদরাসার শিক্ষক মুহাম্মাদ আব্দুল বাছীর, মাদরাসা পরিচালনা কমিটির সদস্য ডা. মুহাম্মাদ মুহসিন আলী, মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম ও আলহাজ্জ আশরাফুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার সাবেক সভাপতি আশরাফুল ইসলাম।

মহিলা সমাবেশ

রসূলপুর, নিয়ামতপুর, নওগাঁ ২৮শে জানুয়ারী শনিবার : অদ্য বাদ মাগরিব রসূলপুর হাজীপাড়ায় এক মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র এলাকার বিশিষ্ট আহলেহাদীছ ব্যক্তিত্ব রেযাউল করীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম। উক্ত সমাবেশে প্রায় ৮০ জন মহিলা উপস্থিত ছিলেন।

'সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ দমন এবং ধর্মীয় সম্প্রীতি' বিষয়ক মতবিনিময় সভায় আহলেহাদীছ আন্দোলন নেতৃবৃন্দের যোগদান

রাজশাহী ৮ই মার্চ বুধবার : অদ্য সকাল সাড়ে দশটায় রাজশাহী মহানগরীর ঐতিহাসিক মাদরাসা ময়দানে রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত 'সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ দমন এবং ধর্মীয় সম্প্রীতি' বিষয়ক মতবিনিময় সভায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় ও রাজশাহী সদর যেলা নেতৃবৃন্দ যোগদান করেন। রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইনের নেতৃত্বে কেন্দ্র হ'তে একটি বাস যোগে জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসবাদ বিরোধী ব্যানারসহ 'আন্দোলন'-এর নেতা-কর্মীরা উক্ত সভায় যোগদান করেন। বাস থেকে নেমে ব্যানার সহ সারিবদ্ধভাবে পায়ে হেঁটে তারা সভাস্থলে পৌঁছেন এবং প্যাণ্ডেলের বাম পাশে শুরুতেই ব্যানারটি টাঙ্গিয়ে দেন। ব্যানারে লেখা ছিল *'ইসলামে জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসবাদের কোন স্থান নেই, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'*। এ সময় তারা 'আন্দোলন' কর্তৃক প্রকাশিত 'যাবতীয় চরমপন্থা থেকে বিরত থাকুন' শীর্ষক কয়েক হাযার প্রচারপত্র প্রশাসনের পদস্থ কর্মকর্তা ও উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্যে ব্যাপক হারে বিতরণ করেন। এমনকি এ সময়ে পুলিশ সদস্যদের

Contents

অনেককে আগ্রহের সাথে প্রচারপত্রটি চেয়ে নিতে দেখা গেছে।

রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের মাননীয় কমিশনার জনাব শফীকুল ইসলাম বিপিএম এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আসাদুযযামান খাঁন কামাল। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহীর এমপিগণ যথাক্রমে ফজলে হোসেন বাদশা, ওমর ফারূক চৌধুরী, আব্দুল ওয়াদূদ দারা, আয়েনুদ্দীন, রাজশাহী সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র খায়রুযযামান লিটন, রাজশাহী রেঞ্জের ডিআইজি খুরশিদ আলম, রাজশাহী যেলা প্রশাসক কাযী আশরাফুদ্দীন, বিভাগীয় কমিশনার নূরুর রহীম প্রমুখ। সভায় রাজশাহী মহানগরীর বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, আলেম-ওলামাসহ বহু শ্রোতা যোগদান করেন।

সিরাজগঞ্জের পুলিশ সুপারের সাথে 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদকের মতবিনিময়

সিরাজগঞ্জ ২০শে মার্চ সোমবার : অদ্য দুপুর সাড়ে ১২-টায় সিরাজগঞ্জ যেলার পুলিশ সুপার জনাব মেরাজুদ্দীন পিপিএম-এর সাথে তার অফিস কক্ষে সাক্ষাৎ করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। এ সময়ে তার সাথে ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক জনাব আব্দুল মতীন। তারা দেশে চলমান জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর ভূমিকা তুলে ধরেন। সেই সাথে সিরাজগঞ্জ যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি জনাব শফীউল ইসলামকে (৬২) মিথ্যা তথ্যের ভিত্তিতে গত ১৬ই মার্চ গ্রেফতার ও নিষিদ্ধ সংগঠনের নেতা হিসাবে ফলাও করে প্রচারের প্রতিবাদ জানিয়ে তাকে হয়রানী না করার জন্য পুলিশ সুপারের নিকট আবেদন রাখেন। তারা বলেন, জনাব শফীউল ইসলাম জঙ্গীবাদের সাথে কোন কালেও সম্পৃক্ত ছিলেন না। এরকম তথ্য কেউ দিয়ে থাকলে তা নিঃসন্দেহে ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত। বরং শফীউল ইসলাম সব সময়ই জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধেসোচ্চার ছিলেন। বিগত ২০02 সাল থেকেই তিনি 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' সিরাজগঞ্জ যেলার কর্মপরিষদ সদস্য। গত দুই সেশন থেকে তিনি যেলা সহ-সভাপতির দায়িত্ব পালন করে আসছেন। এরকম একজন নিরীহ নির্দোষ পরহেযগার মানুষকে হয়রানী পুলিশ প্রশাসনের নিরপেক্ষতাকে বরং প্রশ্নবিদ্ধ করবে।

মাদক ব্যবসা পরিত্যাগকারীদের পুনর্বাসন ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে 'আন্দোলন'-এর নেতৃবৃন্দ

রাজশাহী ২২শে মার্চ বুধবার : অদ্য বিকাল সাড়ে ৩-টায় রাজশাহী মহানগরীর শাহমখদুম থানা চত্বরে রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশ আয়োজিত মাদক ব্যবসা পরিত্যাগকারীদের পুনর্বাসন ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে শাহমখদুম থানার অফিসার ইন-চার্জ জনাব যিল্লুর রহমানের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন যোগদান করেন। এসময় তার সাথে ছিলেন রাজশাহী সদর যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক ডা. সিরাজুল হক। অনুষ্ঠানে আরএমপি (পূর্ব বিভাগ) উপ-পুলিশ কমিশনার আমীর জাফরের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আরএমপির পুলিশ কমিশনার শফিকুল ইসলাম বিপিএম। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, রাজশাহী সিটি করপোরেশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত মেয়র নিযাম উল আযীম, রাজশাহী চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি মনীরুযযামান মনি প্রমুখ। এ অনুষ্ঠানে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও এলাকার বিভিন্ন স্তরের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য যে, অনুষ্ঠানে ১০৫ জন মাদক ব্যবসা পরিত্যাগকারী নারী-পুরুষকে রিক্সা, ভ্যান ও সেলাই মেশিন নগদ প্রদান করা হয়।

মারকায সংবাদ

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন আয়োজিত সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় মারকাযের ছাত্রদের কৃতিত্ব

গত ১৩ই মার্চ'১৭ সোমবার রাজশাহীর পবা উপযেলা পরিষদ মিলনায়তনে 'ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর উদ্যোগে উপযেলা পর্যায়ে জাতীয় শিশু-কিশোর ইসলামী সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০১৬ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রতিযোগিতায় আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর ৩৫ জন ছাত্র অংশগ্রহণ করে ১৫ জন ছাত্র বিভিন্ন বিষয়ে মোট ১৬টি পুরস্কার লাভ করে। বিজয়ীরা হ'ল :

বিষয়	গ্রুপ- ক	স্থান
ক্বিরাআত	(১) আব্দুল্লাহ ছাকিব (৪র্থ শ্রেণী)	২য়
	(২) আব্দুল্লাহ রিয়ায (হিফয বিভাগ)	৩য়
আযান	(১) মাযহারুল ইসলাম (৭ম শ্রেণী)	৩য়
উপস্থিত বক্তৃতা	(১) মুদ্দাছ্ছির ছাকিব (১০ম শ্রেণী)	৩য়
	গ্রুপ- খ	
ক্বিরাআত	(১) মাযহারুল ইসলাম (৭ম শ্রেণী)	৩য়
আযান	(১) ফারহান (১০ম শ্রেণী)	২য়
	(২) আব্দুল্লাহ (৯ম শ্রেণী)	৩য়
হামদ ও না'ত	(১) আসাদুল্লাহ আল-গালিব (১০ম শ্রেণী)	১ম
	(২) ফরীদুল ইসলাম (৮ম শ্রেণী)	৩য়
উপস্থিত বক্তৃতা	(১) আব্দুর রহীম (১০ম শ্রেণী)	২য়
	(২) নাজমুন নাঈম (,,)	৩য়
রচনা	(১) আল-ছাবাহ (১০ম শ্রেণী)	১ম
	(২) আব্দুল কাদের (,,)	২য়
	(৩) আবু রায়হান (,,)	৩য়
কুইজ	(১) রামাযান আলী (৫ম শ্রেণী)	২য়
	(২) রূহুল আমীন (৪র্থ শ্রেণী)	৩য়

জেডিসি ও দাখিল পরীক্ষায় মারকাযের ছাত্রদের বৃত্তি লাভ

বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত ২০১৬ সালে ৮ম শ্রেণীর জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট (জেডিসি) পরীক্ষায় আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর একজন ছাত্র 'সাধারণ গ্রেডে' এবং একজন ছাত্রী 'ট্যালেন্টপুলে' বৃত্তি পেয়েছে। অনুরূপভাবে একই সালে অনুষ্ঠিত দাখিল পরীক্ষায় মারকাযের ৮ জন ছাত্র 'ট্যালেন্টপুলে' এবং ৪ জন ছাত্র 'সাধারণ গ্রেডে' বৃত্তি পেয়েছে।

মৃত্যু সংবাদ

(১) সিরাজগঞ্জ যেলার সদর থানার শহর সংলগ্ন রহমতগঞ্জ কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা ও জ্ঞানদানী উচ্চ বিদ্যালয়ের সাবেক সহকারী শিক্ষক মঈনুদ্দীন তালুকদার

(৭২) গত ১৭ই জানুয়ারী'১৭ মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৮-টায় ঢাকার ইবনে সীনা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিলা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন*। মৃত্যুকালে তিনি ২ পুত্র, ১ কন্যা, আত্মীয়-স্বজন ও বহু গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। পরদিন বাদ যোহর রহমতগঞ্জ কবরস্থান সংলগ্ন মাঠে তার জানাযা ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় ইমামতি করেন যেলা 'যুবসংঘে'র সাবেক অর্থ সম্পাদক ও মৃতের আপন ভাতিজা মামূনুর রশীদ (নূহ)। জানাযায় যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর নেতা-কর্মী, সিরাজগঞ্জ পৌর প্যানেল মেয়র ও বিশিষ্ট সাংবাদিক হেলালুদ্দীন এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গসহ বিপুল সংখ্যক মুছল্লী অংশগ্রহণ করেন।

অতঃপর ২০ জানুয়ারী 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার, প্রচার সম্পাদক আবুল বাশার আব্দুল্লাহ ও অত্র যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি শামীম আহমাদ মৃতের বাড়ীতে গিয়ে তার শোকাহত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন ও তাদেরকে দ্বীনে হক্বের প্রতি অটল থাকার পরামর্শ দেন।

(২) 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' পিরোজপুর যেলার বর্তমান উপদেষ্টা ও সাবেক সহ-সভাপতি ডাঃ মুহাম্মাদ আযীযুল হক (৮১) স্বরূপকাঠী থানাধীন সোহাগদল গ্রামের নিজ বাসভবনে গত ৭ মার্চ'১৭ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৯-টায় মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিলা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন*। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ২ পুত্র, ৫ কন্যা ও আত্মীয়-স্বজন ও বহু গুণগ্রাহী রেখে যান। ঐদিন বাদ এশা সোহাগদল পঞ্চায়েতবাড়ী কে,পি,ইউ হাই স্কুল ময়দানে তার জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযা ছালাতে ইমামতি করেন তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র মুহাম্মাদ মুরাদ হাসান। জানাযায় আহলেহাদীছ ছাড়াও দলমত নির্বিশেষে সকল স্তরের বিপুল সংখ্যক মুছল্লী অংশগ্রহণ করেন। তিনি দীর্ঘ ১৮ বছর যাবৎ সংগঠনের যেলা সহ-সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। তিনি মাসিক আত-তাহরীক পত্রিকার প্রতিষ্ঠাকাল থেকে আমৃত্যু গ্রাহক ও একনিষ্ঠ পাঠক ছিলেন।

ছোট ছোট শিশু বা বাচ্চারা যখন স্কুলে যায়, তখন বইপুস্তক খাতাপত্রে ঠাসা একটি ঢাউস সাইজের ব্যাগ তাদের গলা থেকে পেঁচিয়ে পিঠে ঝুলিয়ে দেয়া হয়। সেই ব্যাগের ভারে শিশু ছাত্র-ছাত্রীরা বাঁকা হয়ে হাঁটে। স্কুলের উঁচু ক্লাসে ছাত্রদের বিজনেস স্টাডিজ, এ্যানাটমি এসব বিষয় পড়ানো হয়। তারা বিষয়টি কি বুঝলো, সেটার ওপর যোর দেয়া হয় না। পরদিন বা তার পরদিন ক্লাসে ওই বিষয়ের উপর প্রশ্ন করা হয় অথবা টিউটোরিয়াল পরীক্ষায় পঠিত বিষয়ে উত্তর লিখতে হয়। আমাদের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা রেখেই বলছি, প্রতিদিন এক গাদা করে হোম টাস্ক দেয়া হয়। অথচ বিষয়গুলো ছাত্রদের ভালো করে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য তারা সময় ব্যয় করেন না। ফলে পড়া-লেখার সিস্টেমটাই হয়ে পড়েছে মুখস্থকেন্দ্রিক। মুখস্থ করতে গিয়ে ওই ছাত্র কী মুখস্থ করছে, সেই বিষয়টিই জানতে পারে না। তবুও পাস করার জন্য বা ভালো মার্কস পাওয়ার জন্য তারা অবিরাম মুখস্থ করে যাচ্ছে। এর ফলে একদিকে মুখস্থ করতে করতে তারা যেমন বিরক্ত হচ্ছে, অন্যদিকে তাদের মধ্যে সৃষ্টি হচ্ছে মুখস্থ ভীতি। *-মোবায়েদুর রহমান। (দৈনিক ইনকিলাব, ৭ই মার্চ'১৭)।*

চলে গেলেন নেপালের বর্ষীয়ান আহলেহাদীছ আলেম মাওলানা আব্দুল হান্নান ফায়যী

জামে'আ সিরাজুল উলূম আস-সালাফিইয়াহ, ঝাণ্ডানগর, নেপাল-এর শিক্ষক প্রখ্যাত আলেম মাওলানা আব্দুল হান্নান ফায়যী (৮৫) দীর্ঘ ৫৫ বছরের শিক্ষকতা জীবন শেষে গত ৩রা ফেব্রুয়ারী শুক্রবার রাত ১০-টায় মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিলা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন*। মৃত্যুকালে তিনি এক ছেলে, দুই মেয়ে, অসংখ্য নাতি-নাতনী এবং বহু গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। পরদিন বাদ যোহর তাঁর জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। এতে ইমামতি করেন ছাহেবে মির'আত আল্লামা ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরীর (১৯০৯-১৯৯৪ খৃঃ) ছেলে মাওলানা আব্দুর রহমান।

মাওলানা আব্দুল হান্নান ফায়যী ১৩৫৩ হিঃ মোতাবেক ১৯৩২ সালে ভারতের উত্তর প্রদেশের (ইউপি) সিদ্ধার্থনগর যেলার উতরী বাজার গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মাওলানা মুহাম্মাদ যামান রহমানী (১৯০২-১৯৭৮ খৃঃ) দারুল হাদীছ রহমানিয়া দিল্লীর ফারেগ ছিলেন। তিনি জামে'আ সিরাজুল উলূমে ত্রিশ বছর শিক্ষকতা করেন। ফায়যী উতরী বাজারের বাহরুল উলূম মাদরাসায় প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। অতঃপর ১৯৪৭ সালের দিকে দারুল উলূম শাশহানিয়াতে ভর্তি হন। ১৯৪৯ সালে তিনি পিতার সাথে জামে'আ সিরাজুল উলূমে চলে যান এবং সেখানে মিশকাত পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। এরপর ফায়যে 'আম (মৌনাথভঞ্জন) মাদরাসায় ভর্তি হন এবং ছয় বছর পড়াশোনা করে ১৯৫৮ সালে ফারেগ হন। এরপর থেকে তিনি আব্দুল হান্নান ফায়যী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁর শিক্ষকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন খতীবে ইসলাম মাওলানা আব্দুর রঊফ ঝাণ্ডানগরী, শায়খুল হাদীছ মাওলানা শামসুল হক সালাফী, মাওলানা আব্দুর রহমান নাহবী, মাওলানা আব্দুল মুঈদ বেনারসী, মাওলানা মুফতী হাবীবুর রহমান ফায়যী, মাওলানা মুছলেহুদ্দীন আ'যমী প্রমুখ।

ফায়যে 'আম মাদরাসা থেকে ফারেগ হওয়ার পর তিনি বলরামপুর যেলার মাদরাসা ইসলামিয়ায় শিক্ষকতা জীবন শুরু করেন। এক বছর পর তিনি মাদরাসা সাঈদিয়ায় (দারানগর, বেনারস) চলে যান। সেখানে ৪ বছর পাঠদান করেন। ১৯৬৪ সাল থেকে মৃত্যু অবধি তিনি জামে'আ সিরাজুল উলূমে শিক্ষকতার পাশাপাশি মুফতীর দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করেন। মাঝখানে তিনি কয়েক বছর জামে'আ সিরাজুল উলূমের শায়খুল জামে'আহও ছিলেন। ১৯৭৪-৭৭ চার বছর তিনি জামে'আ সালাফিইয়াহ বেনারসে শিক্ষকতা করেন। শিক্ষকতায় অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ হিন্দ 'অল ইণ্ডিয়া আহলেহাদীছ কনফারেন্স' পাকোড় সম্মেলনে তাঁকে পুরস্কারে ভূষিত করে। তাঁর ছাত্রদের মাঝে ড. রেযাউল্লাহ মুবারকপুরী, মাওলানা মুহাম্মাদ মুস্তাকীম সালাফী, মাওলানা আব্দুল বারী মাদানী (শিক্ষক, ইমাম মুহাম্মাদ বিন সঊদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব), মাওলানা ছালাহুদ্দীন মকবূল আহমাদ, মাওলানা আব্দুল্লাহ মাদানী ঝাণ্ডানগরী, বিশিষ্ট মুহাক্কিক ড. উযাইর শামস, মাওলানা খোরশেদ আহমাদ সালাফী, মাওলানা অছিউল্লাহ মাদানী, মাওলানা আব্দুল মান্নান সালাফী প্রমুখ অন্যতম। তাঁর একমাত্র পুত্র মাওলানা আব্দুল মান্নান সালাফী এবং পৌত্র সঊদ আখতার সালাফী উভয়েই জামে'আ সালাফিইয়াহ বেনারস ফারেগ এবং বর্তমানে জামে'আ সিরাজুল উলূমে শিক্ষকতায় নিয়োজিত রয়েছেন।

শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি সাংগঠনিক দায়িত্বও পালন করেন। তিনি প্রায় ১০ বছর জমঈয়তে আহলেহাদীছ বঢ়নীর আমীর এবং বিশ বছরের বেশী যেলা ও স্থানীয় জমঈয়তে আহলেহাদীছ-এর মজলিসে শূরা ও আমেলার সদস্য ছিলেন।

[আমরা তাঁদের রূহের মাগফেরাত কামনা করছি এবং তাঁদের শোকাহত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।- সম্পাদক]

Contents

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/২৪১) : আল্লাহ্‌র উপর পূর্ণ ভরসা রেখে কোন কঠিন পরিস্থিতিতে তাবীয বা এ জাতীয় কিছু ব্যবহার করা যাবে কি?

-আবু জাহিদ
বাগাডাংগা, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তর : আল্লাহ্‌র উপর ভরসা রেখে ঔষধ ব্যবহার করতে পারেন, তাবীয নয়। ঔষধের ক্রিয়া আছে, কিন্তু তাবীযের নিজস্ব কোন ক্রিয়া নেই। এটি মানুষকে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা বিনষ্ট করে মাত্র। সেকারণ রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি তাবীয লটকালো সে শিরক করল' *(আহমাদ, ছহীহাহ হা/৪৯২)*। অন্য হাদীছে তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি তাবীয লটকাবে আল্লাহ যেন তার উদ্দেশ্য পূর্ণ না করেন এবং যে কড়ি লটকাবে আল্লাহ যেন তাকে আরোগ্য দান না করেন' *(হাকেম হা/৭৫০১; আহমাদ হা/১৭৪৪০)*। এছাড়া শয়তানী কোন প্রভাব থেকে বাঁচার জন্য কুরআন ও হাদীছে বর্ণিত বিশুদ্ধ দো'আসমূহ পাঠ করবে। বিশেষ করে সকাল-সন্ধ্যায় সূরা নাস, ফালাক্ব ও ইখলাছ এবং নিয়মিত আয়াতুল কুরসী পাঠ করলে সকল প্রকার বিপদ থেকে যথেষ্ট হবে *(তিরমিযী, আবুদাউদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/২১৬৩; ছহীহুল জামে' হা/৪৪০৬)*।

প্রশ্ন (২/২৪২) : আমি একান্ত প্রয়োজনে কারু নিকট থেকে টাকা ধার নিয়ে পরে জানতে পারি যে তাকে সূদ দিতে হবে। এক্ষণে আমার করণীয় কি?

-ফারূক, মালয়েশিয়া।

উত্তর : জানার সাথে সাথে ঋণদাতাকে ডেকে সূদ গ্রহণের ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে অবহিত করতে হবে এবং তাকে তা গ্রহণ না করার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। অতঃপর করযে হাসানার নেকী সম্পর্কে বুঝাতে হবে। এভাবে সূদ ব্যতীত মূল টাকা ফেরত দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে। কারণ সূদ দেওয়া ও নেওয়া দু'টিই কবীরা গোনাহ *(মুসলিম, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২৮০৭, ২৮২৬)*। কোনভাবেই সে রাযী না হ'লে সূদসহই ফেরত দিবে বাধ্যগত অবস্থায় *(আন'আম ৬/১১৯)*। আর এর জন্য অনুতপ্ত হৃদয়ে আল্লাহ্‌র নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করবে। ফলে সূদ গ্রহীতাই কেবল গোনাহগার হবে।

প্রশ্ন (৩/২৪৩) : সূরা তওবার ১১১ নং আয়াতের ব্যাখ্যা জানতে চাই।

-ইসমাঈল, বাগহাটা, নরসিংদী।

উত্তর : আয়াতটির অর্থ : 'নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের নিকট থেকে তাদের জান ও মাল খরিদ করে নিয়েছেন জান্নাতের বিনিময়ে। তারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় যুদ্ধ করে। অতঃপর তারা হত্যা করে অথবা নিহত হয়। এর বিনিময়ে তাদের জন্য (জান্নাত লাভের) সত্য ওয়াদা করা হয়েছে তওরাত, ইনজীল ও কুরআনে। আর আল্লাহ্‌র চাইতে নিজের অঙ্গীকার অধিক পূরণকারী আর কে আছে? অতএব তোমরা এই ক্রয়-বিক্রয়ের বিনিময়ে (জান্নাতের) সুসংবাদ গ্রহণ কর যা তোমরা তাঁর সাথে করেছ। আর এটাই হ'ল মহা সফলতা' *(তওবাহ ৯/১১১)*। উপরোক্ত আয়াতে ১৩ নববী বর্ষে হজ্জের মওসুমে (১২ই যিলহাজ্জ) মক্কায় অনুষ্ঠিত বায়'আতে কুবরার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। উক্ত বায়'আতে ইয়াছরিব থেকে আগত ৭৩ জন পুরুষ ও ২ জন নারী শরীক ছিলেন। বায়'আতের পূর্বে হযরত আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহাহ বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি আপনার প্রভুর জন্য ও আপনার নিজের জন্য শর্ত পেশ করুন। তখন তিনি বললেন, আমি আমার প্রতিপালকের জন্য এই শর্ত পেশ করছি যে, তোমরা তাঁর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না। আর আমার নিজের জন্য শর্ত করছি যে, তোমরা আমাকে হেফাযত করবে ঐসব বস্তু থেকে যেসব থেকে তোমরা নিজেদের জান ও মাল হেফাযত করে থাক'। তারা বলল, এতে আমাদের কি লাভ যদি আমরা এগুলো করি? জবাবে রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'জান্নাত'। তখন তারা বলল, 'ব্যবসায়িক লাভের এই চুক্তি আমরা ভঙ্গ করব না এবং ভঙ্গ করার আবেদনও করব না'। তখন অত্র আয়াতটি নাযিল হয় *(ইবনু জারীর হা/১৭২৭০; কুরতুবী হা/৩৪৯৪; ফাতহুল বারী ৬/৪; ইবনু কাছীর ৪/২১৮, সনদ হাসান লিগাইরিহী)*।

অন্য বর্ণনায় এসেছে, তারা বলল, 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা কোন কথার উপরে আপনার নিকটে বায়'আত করব? তিনি বললেন, (১) সুখে-দুঃখে সর্বাবস্থায় আমার কথা শুনবে ও তা মেনে চলবে (২) কষ্টে ও সচ্ছলতায় (আল্লাহ্‌র রাস্তায়) খরচ করবে (৩) সর্বদা ন্যায়ের আদেশ দিবে ও অন্যায় থেকে নিষেধ করবে (৪) আল্লাহ্‌র জন্য কথা বলবে এভাবে যে, আল্লাহ্‌র পথে কোন নিন্দুকের নিন্দাবাদকে পরোয়া করবে না (৫) যখন আমি ইয়াছরিবে তোমাদের কাছে হিজরত করে যাব, তখন তোমরা আমাকে সাহায্য করবে এবং যেভাবে তোমরা নিজেদের ও নিজেদের স্ত্রী ও সন্তানদের হেফাযত করে থাক, সেভাবে আমাকে হেফাযত করবে। বিনিময়ে তোমরা 'জান্নাত' লাভ করবে' *(আহমাদ হা/১৪৪৯৬; ছহীহাহ হা/৬৩; সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ২১২-২১৬ পৃঃ)*।

অপরদিকে প্রকৃত পক্ষে যারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় লড়াই করে শাহাদাত বরণ করবে বা কাফেরদের হত্যা করে বিজয় লাভ করবে বা দু'টিই লাভ করবে তাদের পুরস্কারের কথা বলা হয়েছে *(ইবনু কাছীর, ঐ আয়াতের তাফসীর)*।

স্মর্তব্য যে, বর্তমানে বিশ্বময় জিহাদের জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলী পূরণ না করেই চটকদার কথা বলে যারা জিহাদের নামে জঙ্গীবাদী কার্যকলাপ করে যাচ্ছে, তারা ইসলামের শত্রু

Contents

এবং খারেজী চরমপন্থীদের দলভুক্ত। যাদের ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) বহুপূর্বেই মুসলিম উম্মাহকে সতর্ক করে গিয়েছেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৮৯৪; বিস্তারিত দ্রঃ 'জিহাদ ও ক্বিতাল' বই)*।

প্রশ্ন (৪/২৪৪) : আমাদের প্রভিডেন্ট ফাণ্ডে নিয়ম অনুযায়ী আমার মূল বেতনের ১৫% কাটা হয় এবং বেপজা এর সাথে ১৫% যোগ করে। চাকুরী হ'তে অবসর নেয়ার পর উভয়ের জমাকৃত টাকার দ্বিগুণ টাকা অবসরগ্রহণকারীকে দেওয়া হয়। এক্ষণে উক্ত অর্থ কতটুকু গ্রহণ করা জায়েয হবে?

-আমীনুল ইসলাম
উপ-সহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ), বেপজা, ঢাকা।

উত্তর : চাকুরী শেষে শুধুমাত্র মূল বেতন থেকে কর্তিত অর্থ এবং প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অনুরূপ জমাকৃত অর্থ গ্রহণ করা যাবে। এছাড়া সূদের অংশটি আলাদা করে নেকীর আশা ব্যতীত সমাজ কল্যাণে ব্যয় করতে হবে। আর যে কোন মূল্যে সূদ থেকে বেঁচে থাকা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য একান্ত কর্তব্য। কারণ হারাম রূযী দ্বারা পরিপুষ্ট দেহ কখনোই জান্নাতে যাবে না' *(বায়হাক্বী, মিশকাত হা/২৭৮৭; ছহীহাহ হা/২৬০৯)*।

প্রশ্ন (৫/২৪৫) : শুনেছি কফিতে ক্যাফেইন নামক ক্ষতিকর মাদক থাকে। এটি খাওয়া যাবে কি?

-বদরুল মীম, ঢাকা।

উত্তর : শরী'আত দু'টি বস্তু খাওয়া নিষিদ্ধ। (১) যা মাদকতা আনে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪২৯১)*। (২) যা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর *(ইবনু মাজাহ, ছহীহাহ হা/২৫০)*। কফির উৎস একপ্রকার ফলের বীজ থেকে। এটি পানে ঝিমুনি ভাব কেটে গিয়ে শক্তির মাত্রা বৃদ্ধি পায়। এতে মাদকতা আসে না এবং মানব দেহের কোন ক্ষতিও করে না। অতএব এটি হারাম নয় *(উছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন 'আলাদ দারব, অডিও রেকর্ড নং ৩৩৩)*।

প্রশ্ন (৬/২৪৬) : আমার মা ১ সপ্তাহ অচেতন থাকার পর মৃত্যুবরণ করেন। সে সময়ের ছালাত তিনি আদায় করতে পারেননি। এর কাফফারা কি হবে?

-রাশেদ, মেহেরপুর।

উত্তর : অজ্ঞান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করায় এর কোন কাফফারা দিতে হবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তিন ব্যক্তি থেকে কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। (১) ঘুমন্ত ব্যক্তি যতক্ষণ না জাগ্রত হয় (২) শিশু যতক্ষণ না বালেগ হয় (৩) পাগল যতক্ষণ না জ্ঞান ফিরে পায় *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৩২৮৭ 'বিবাহ' অধ্যায়)*।

প্রশ্ন (৭/২৪৭) : গৃহপালিত পশু মারা গেলে কবর দিয়ে আসতে হবে না কোন নির্জন স্থানে ফেলে দিয়ে আসতে হবে?

-ইমতিয়াযুদ্দীন
সাগরদিঘী, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তর : গৃহপলিত পশু মারা গেলে পশুটি মাটিতে পুঁতে দেওয়াই উচিত *(ফাতাওয়া লাজনাহ দায়েমাহ ৮/৪৪৪-৪৪৫)*। স্মর্তব্য যে, মৃত পশুর চামড়া আলাদা করে তা দ্বারা উপকার গ্রহণ করা যায় *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৯)*।

প্রশ্ন (৮/২৪৮) : হোটেল বা রেষ্টুরেন্টে ছেলে-মেয়ে একসাথে খাওয়া-দাওয়া কিংবা পার্টি করলে এর জন্য কি মালিকের কোন গুনাহ হবে? এছাড়াও অনেক ক্ষেত্রে আলো-আঁধারীর মাধ্যমে প্রেমিক-প্রেমিকাদের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরী করে রাখা হয়। সাধারণ মানুষরা কি এধরনের রেষ্টুরেন্টে খেতে যেতে পারবে?

-আব্দুল মালেক, খুলনা।

উত্তর : জেনেশুনে নারী-পুরুষের এরূপ অবাধ মেলামেশার সুযোগ দিলে হোটেল মালিক অবশ্যই গুনাহগার হবেন। এরূপ হোটেলে জেনে-শুনে যাওয়া উচিত নয়। গেলেও ফিরে আসতে হবে। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা পাপ ও সীমা লঙ্ঘনের কাজে একে অপরকে সহযোগিতা করো না *(মায়েদা ৫/২)*। অতএব হোটেল মালিকদের কর্তব্য হ'ল- এ ধরনের কোন সুযোগ না রাখা। এছাড়া হোটেলে সিসিটিভি ক্যামেরা চালু করা, অশ্লীলতা থেকে বিরত থাকার ও আল্লাহভীরুতার আহ্বান সম্বলিত ফেস্টুন-পোস্টার টাঙিয়ে রাখা। এজন্য 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' প্রকাশিত 'হে মানুষ আল্লাহকে ভয় কর' দেওয়ালপত্রটি হোটেলের বিভিন্ন স্থানে টাঙিয়ে রাখা যেতে পারে।

প্রশ্ন (৯/২৪৯) : বর্তমানে অনেক পরিবারে বিবাহ বার্ষিকী, জন্ম ও মৃত্যু দিবস, বাবা দিবস, মা দিবস ইত্যাদি অনুষ্ঠান পালিত হয়। নিছক সামাজিক সম্প্রীতি রক্ষার্থে ঘৃণা রেখে এসব অনুষ্ঠানে যোগদান করা যাবে কি? এসব অনুষ্ঠান থেকে কোন খাদ্য পাঠালে তা খাওয়া যাবে কি?

-কবীর মেহেদী, লালমাটিয়া, ঢাকা।

উত্তর : এসব দিবস পালন বিজাতীয় অপসংস্কৃতির অনুকরণ মাত্র। যা নিষিদ্ধ *(আবুদাঊদ হা/৪০৩১; তিরমিযী হা/২৬৯৫; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২১৯৪)*। তাই এসকল অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা বা তাদের প্রদত্ত খাবার খাওয়া অন্যায়কর্মে সহযোগিতার শামিল। যা থেকে আল্লাহ নিষেধ করেছেন *(মায়েদা ৫/২)*। বাধ্যগত অবস্থায় উক্ত খাদ্য গ্রহণ করতে হ'লে তা নেকীর আশা ছাড়াই গরীব-মিসকীনদের মাঝে বিতরণ করে দিতে হবে অথবা পশু-পক্ষীদের খাইয়ে দিতে হবে।

প্রশ্ন (১০/২৫০) : টেস্টটিউব পদ্ধতিতে সন্তান গ্রহণের ব্যাপারে শরী'আতের কোন নির্দেশনা আছে কি?

-আব্দুছ ছবূর মিয়াঁ, উত্তরা, ঢাকা।

উত্তর : উক্ত বিষয়ে নিম্নের দু'টি পদ্ধতি গ্রহণে কোন বাধা নেই। (১) স্বামী এবং স্ত্রী উভয়ের শুক্রানু ও ডিম্বানু পরাগায়ন করে স্ত্রীর রেহেমে পুশ করা। (২) স্বামীর শুক্রানু নিয়ে ইনজেকশনের মাধ্যমে স্ত্রীর রেহেমে পুশ করা। এছাড়া অন্য সকল পদ্ধতি শরী'আত বিরোধী *(মাজমা'উল ফিক্বহিল ইসলামী, জর্দান, পৃ. ৩৪)*।

Contents

প্রশ্ন (১১/২৫১) : আমার স্ত্রী দ্বীনী ব্যাপারে দারুণ অবহেলা করে। আমি তাকে তালাক দিতে চাই। কিন্তু আমার দেড় বছরের ১টি শিশু সন্তান রয়েছে। এক্ষণে তালাক দেওয়া ঠিক হবে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, ঢাকা।

উত্তর : উক্ত অবস্থায় স্ত্রীকে বেশী বেশী উপদেশ দিতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা নারীদেরকে উত্তম নছীহত কর। কেননা নারী জাতিকে পুরুষের পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর পাঁজরের হাড়গুলোর মধ্যে উপরের হাড়টি বেশী বাঁকা। তুমি যদি তা সোজা করতে যাও, তাহ'লে তা ভেঙ্গে যাবে। আর যদি ছেড়ে দাও, তাহ'লে তা সব সময় বাঁকাই থাকবে। অতএব নারীদের নছীহত করতে থাক' *(বুখারী হা/৩৩৩১; মুসলিম হা/১৪৬৮; মিশকাত হা/৩২৩৮)*।

তালাক থেকে সম্ভবপর দূরে থাকাই উত্তম। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ্র নিকট ঘৃণিত হালাল হ'ল তালাক প্রদান করা' *(আবুদাউদ হা/২১৭১; মিশকাত হা/৩২৮০; যঈফুল জামে' হা/৪৪)*। হাদীছটির সনদ মুরসাল হ'লেও মর্মগতভাবে সঠিক *(উছায়মীন, লিক্বাউল বাবিল মাফতূহ ৩/৫৫)*। এছাড়া স্বামী-স্ত্রীর অস্থির সম্পর্ক সন্তানদের মানসে দারুণ প্রভাব ফেলে। তাই সন্তানদের দিকে তাকিয়ে বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে। তবে দ্বীনের মৌলিক ভিত্তিসমূহের ব্যাপারে নিয়মিত অবহেলা দেখা গেলে এবং উপদেশে কোন কাজ না হ'লে অবশেষে তালাক দেওয়া সিদ্ধ।

প্রশ্ন (১২/২৫২) : হিন্দু বা অমুসলিমদের বাসা ভাড়া দেওয়া যাবে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, বিরল, দিনাজপুর।

উত্তর : হিন্দু বা অমুসলিমদের বাসা ভাড়া দেওয়ায় শরী'আতে কোন বাধা নেই, যদি তাদের থেকে কোন ক্ষতির আশংকা না থাকে *(আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়্যাহ ১/২৮৬; আল-মাবসূত্ব ১৬/৩৯)*। তবে তাদের ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের জন্য বা শরী'আতে হারাম এরূপ কোন কাজের জন্য ভাড়া দেওয়া যাবে না *(ইবনু কুদামা, মুগনী ৫/৪০৮)*। তাদের ধর্মীয় কাজে সমর্থন, অংশগ্রহণ বা কোনরূপ সহযোগিতা করা নিষিদ্ধ *(মায়েদাহ ৫/২)*।

প্রশ্ন (১৩/২৫৩) : কৃত্রিম পদ্ধতিতে গাভীর প্রজনন করা যাবে কি?

-শহীদুল ইসলাম
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : কৃত্রিম পদ্ধতিতে গাভী প্রজনন করা যাবে। গৃহপালিত প্রাণীসহ পৃথিবীর সকল প্রাণী আল্লাহ তা'আলা মানুষের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করেছেন। অনুরূপভাবে গাভীও একটি কল্যাণকর পশু। কাজেই গবাদী পশুর উন্নয়নের লক্ষ্যে যে কোন উন্নতমানের প্রজনন পদ্ধতি গ্রহণ করা যাবে। স্মর্তব্য যে, শরী'আতের বিধান কেবল জিন ও ইনসানের জন্য প্রযোজ্য *(যারিয়াত ৫১/৫৬; মায়েদাহ ৫/৩)*। পশুর জন্য নয়।

প্রশ্ন (১৪/২৫৪) : ছালাতুত তাসবীহ পড়া যাবে কি?

-রাসেল মিয়াঁ, পালবাড়ী, নরসিংদী।

উত্তর : না পড়াই উত্তম। কারণ এর পক্ষে কোন ছহীহ হাদীছ নেই। অধিক তাসবীহ পাঠের কারণে এই ছালাতকে 'ছালাতুত তাসবীহ' বলা হয়। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত এ সম্পর্কিত হাদীছকে কেউ 'মুরসাল' কেউ 'মওকূফ' কেউ 'যঈফ' কেউ 'মওযূ' বা জাল বলেছেন। ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) এরূপ হাদীছ দ্বারা ছালাতুত তাসবীহ সাব্যস্ত করা জায়েয হবে না বলে মন্তব্য করেছেন *(মাজমূ' ফাতাওয়া ১১/৫৭৯)*। সঊদী আরবের স্থায়ী ফৎওয়া কমিটি 'লাজনা দায়েমা' এই ছালাতকে বিদ'আত বলে ফৎওয়া দিয়েছে *(ফৎওয়া নং ২১৪১)*। উছায়মীন (রহঃ) এ ব্যাপারে বর্ণিত হাদীছ সমূহকে যঈফ বলেছেন *(মাজমূ' ফাতাওয়া ১৪/৩২৭)*। যদিও শায়খ আলবানী (রহঃ) উক্ত হাদীছের যঈফ সূত্র সমূহ পরস্পরকে শক্তিশালী করে মনে করে তাকে 'ছহীহ' বলেছেন এবং ইবনু হাজার আসক্বালানী ও ছাহেবে মির'আত একে 'হাসান' স্তরে উন্নীত বলেছেন। তবুও এরূপ বিতর্কিত, সন্দেহযুক্ত ও দুর্বল ভিত্তির উপরে কোন ইবাদত বিশেষ করে ছালাত প্রতিষ্ঠা করা যায় না। অতএব এথেকে দূরে থাকাই উচিত *(আবুদাউদ হা/১২৯৭-৯৯, ইবনু মাজাহ হা/১৩৮৬-৮৭; ঐ, মিশকাত হা/১৩২৮, 'ছালাতুত তাসবীহ' অনুচ্ছেদ-৪০: বিস্তারিত দ্রঃ ছালাতুর রাসূল ২৬৬ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (১৫/২৫৫) : যে ব্যক্তি ফজরের ছালাত ছেড়ে দিবে, তার চেহারার উজ্জ্বলতা নষ্ট হয়ে যাবে। যোহরের ছালাত ছাড়লে বরকত কমে যাবে। আছরের ছালাত ছাড়লে শক্তি কমে যাবে। মাগরিব ছাড়লে সন্তান কাজে আসবে না। এশা ছাড়লে নিদ্রা হবে না। এ মর্মে বর্ণিত হাদীছটির সত্যতা জানতে চাই।

-মুরাদ, পঞ্চগড়।

উত্তর : এটি কোন হাদীছ নয় এবং হাদীছের কোন কিতাবে এটি খুঁজে পাওয়া যায় না *(ফাতাওয়া লাজনাহ দায়েমা ৩/২৫৯)*। অতএব রাসূল (ছাঃ)-এর নামে এরূপ মিথ্যা প্রচার থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি এমন কথা বলল, যা আমি বলিনি। সে তার স্থান জাহান্নামে করে নিল' *(বুখারী হা/১০৯)*।

প্রশ্ন (১৬/২৫৬) : শারীরিক ক্ষতির সম্ভাবনা থাকায় স্ত্রীর সাথে স্বাভাবিক সংসর্গ ব্যতীত জৈবিক চাহিদা মেটানোর ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করা শরী'আতসম্মত হবে কি?

-হাবীবুল্লাহ, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তর : এরূপ পরিস্থিতিতে পশ্চাদ্দার ব্যবহার ও ক্ষতিকর পন্থা ব্যতীত যেকোন পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৫১; ইবনু মাজাহ হা/২৩৪০; ফাতাওয়া আশ-শাবকাতুল ইসলামিয়া, ফৎওয়া নং ৫৬৩১২)*।

প্রশ্ন (১৭/২৫৭) : জনৈক ব্যক্তির নিকটে আমি ঋণী আছি বলে জানতে পারি ৩২ বছর পর। অতঃপর আমি তার পাওনা

Contents

৫০০০ টাকা নিয়ে তার কাছে গেলে তিনি তা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলেন সেই সময়ের টাকার মান ছিল অনেক বেশী। তাই এখন ৫ লক্ষ টাকা দিতে হবে। এক্ষণে আমার করণীয় কি?

-ইস্রাঈল হোসাইন
কলেজ মোড়, মেহেরপুর।

উত্তর : ঋণদাতা পাওনা টাকার বাইরে দাবী করতে পারবে না। নির্ধারিত টাকার বেশী গ্রহণ করলে তা সূদ হবে *(ইরওয়া হা/১৩৯৭)*। তাই সূদের ভয়াবহ পরিণামের বিষয়টি তাকে বুঝানোর চেষ্টা করতে হবে। যেকোন উপায়ে উক্ত অর্থ তাকে প্রদান করে দায়িত্বমুক্ত হ'তে হবে।

প্রশ্ন (১৮/২৫৮) : দুনিয়াবী শিক্ষায় খুবই পারদর্শী হ'লেও কুরআন তেলাওয়াতে অত্যন্ত দুর্বল। এমন ব্যক্তি নিজে ভুলে ভরা তেলাওয়াতে ছালাত আদায় করলে তা কবুল হবে কি?

-রূহুল ইসলাম, আমেরিকা।

উত্তর : ছালাত হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। তবে শুদ্ধ তেলাওয়াত না শিখে এরূপ নিয়মিত ভুল পড়া কুরআনের প্রতি অবহেলার নামান্তর। অথচ রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'প্রত্যেক মুসলিমের উপর দ্বীনী ইলম শিক্ষা করা ফরয' *(ইবনু মাজাহ হা/২২৪; মিশকাত হা/২১৮)*। আর বিশুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াত শিক্ষা করা আবশ্যকীয় শিক্ষার অন্যতম। তাই বিনা ওযরে দুনিয়াবী ব্যস্ততার অজুহাতে কুরআনের শুদ্ধ তেলাওয়াত শিক্ষা থেকে বিরত থাকা যাবে না। এছাড়া যারা কষ্ট করে কুরআন শিখে এবং পাঠ করে তারা দ্বিগুণ ছওয়াব পায় *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২১১২)*।

প্রশ্ন (১৯/২৫৯) : আমাদের এখানে কসাইয়ের পেশায় যুক্ত অধিকাংশ মুসলমান ছালাত আদায় করে না। আবার পৌরসভা থেকে নিযুক্ত বিদ'আতী ইমাম তা যবেহ করে। এই গোশত খাওয়া যাবে কি?

-ইসমাঈল হোসাইন, মাগুরা।

উত্তর : 'বিসমিল্লাহ' বলে যবহ করলে এরূপ গোশত খাওয়া জায়েয। বিদ'আতীর যবহ এবং কসাইয়ের ছালাত আদায় না করার কারণে গোশত হারাম হবে না' *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ১২/৫০১; উছায়মীন, শারহুল মুমতে' ২৫/৬৬; নববী, আল-মাজমূ' ৯/৮০)*।

প্রশ্ন (২০/২৬০) : আমরা ৬ বোন ৩ ভাই। পিতা-মাতা মারা গেছেন। এক্ষণে আমাদের মাঝে পিতার সম্পদ কিভাবে বণ্টিত হবে?

-মুহাম্মাদ মানযূর
ব্রুকলিন, নিউইয়র্ক।

উত্তর : মোট সম্পত্তি ১২ ভাগ করে তিন ভাই দুই ভাগ করে নিবে এবং বোনেরা একভাগ করে নিবে *(নিসা ৪/১১)*।

প্রশ্ন (২১/২৬১) : আমাদের অফিসে সবগুলো টয়লেটে কমোড বসানো। তাই বসে পেশাব করার কোন উপায় নেই। এক্ষণে দাঁড়িয়ে পেশাব করা জায়েয হবে কি?

-আনোয়ারুল ইসলাম,
পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা।

উত্তর : এরূপ বাধ্যগত পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে পেশাব করা যায়। হুযায়ফা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) একদা একটি গোত্রের ডাষ্টবিনে দাঁড়িয়ে পেশাব করেন। বলা হয়েছে যে, সেটি ছিল ওযর বশতঃ *(বুখারী হা/২২৪; মুসলিম হা/২৭৩; মিশকাত হা/৩৬৪ 'পবিত্রতা' অধ্যায়)*। তবে যেন পেশাবের ছিটা কাপড়ে না লাগে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৩৮)*। বসে পেশাব করাই শরী'আতের বিধান। তাই অফিস কর্তৃপক্ষকে শরী'আতের বিধানটি জানিয়ে বসার উপযোগী কমোড স্থাপনের জন্য জোর দাবী জানাতে হবে।

প্রশ্ন (২২/২৬২) : স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া কেবল ইহসানের নিয়তে কোন ইয়াতীম, তালাকপ্রাপ্তা বা অসহায় নারীকে গোপনে বিবাহ করা জায়েয হবে কি? এছাড়া প্রথম স্ত্রীকে খুশী রাখতে ২য় স্ত্রী যদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বেচ্ছায় ছাড় দেয়, তা গ্রহণ করলে গুনাহগার হতে হবে কি?

-হাবীবুল্লাহ, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তর : প্রথমা স্ত্রীর অনুমতি নেওয়া শর্ত নয়। সামর্থ্য থাকলে একজন পুরুষ চারটি পর্যন্ত বিয়ে করার অধিকার রাখে *(নিসা৪/৩; বুখারী হা/৪৮৭৮)*। তবে সকল স্ত্রীর প্রতি ইনছাফ রাখতে হবে এবং কারো অধিকার আদায়ে কোনরূপ ত্রুটি করা যাবে না। কারণ আখেরাতে এর পরিণাম হবে অত্যন্ত ভয়াবহ *(তিরমিযী হা/১১৪১; মিশকাত হা/৩২৩৬)*। গোপনে বিবাহ করার উচিত হবে না। কারণ পরে জানাজানি হ'লে অধিক ফেৎনা সৃষ্টি হতে পারে। বরং ফেৎনা থেকে দূরে থাকার জন্য প্রথম স্ত্রীকে জানিয়ে দ্বিতীয় বিবাহ করাই সমীচীন হবে। তাছাড়া এক স্ত্রী স্বেচ্ছায় ছাড় দিলে তা গ্রহণ করাতে কোন বাধা নেই। সাওদা বিনতে যাম'আহ (রাঃ) তার দিনগুলো স্বেচ্ছায় আয়েশাকে দান করেছিলেন, যা রাসূল (ছাঃ) গ্রহণ করেছিলেন *(বুখারী হা/২৪৫৩, ২৫৯৩; মিশকাত হা/৩১৯৭)*।

প্রশ্ন (২৩/২৬৩) : টিভিতে সংবাদ পাঠকারী বেপর্দা মহিলা হ'লে সেই খবর দেখা যাবে কি?

-জাহিদ কাযী
বাগহাটা, নরসিংদী।

উত্তর : দেখা যাবে না। আল্লাহ বলেন, 'তুমি মুমিন পুরুষদের বলে দাও, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে' *(নূর ২৪/৩০)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'চোখের যেনা হ'ল (বেগানা) নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করা' *(বুখারী হা/৬২৪৩; মুসলিম হা/২৬৫৭; মিশকাত হা/৮৬)*।

প্রশ্ন (২৪/২৬৪) : মৃত ব্যক্তিকে কবরস্থ করার পর মানুষ ৪০ কদম পথ অতিক্রম করতেই মৃতের হিসাব শুরু হয়। বহুল প্রচলিত এই কথাটির কোন সত্যতা আছে কি?

-যহূরুল ইসলাম
বিরামপুর, দিনাজপুর।

Contents

উত্তর : এরূপ কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। বরং মৃত্যুর পর থেকেই হিসাবের কার্যক্রম শুরু হয়ে যায় *(বুখারী হা/১৩৭৯, মুসলিম হা/২৮৬৬; মিশকাত হা/১২৭; আহমাদ, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৬৩০)*। সেকারণ দাফনের ব্যস্ততা শেষ হওয়ার পর রাসূল (ছাঃ) বলতেন, 'তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তার দৃঢ় থাকার জন্য আল্লাহ্র নিকট দো'আ কর। কেননা এখন সে জিজ্ঞাসিত হচ্ছে' *(আবুদাঊদ হা/৩২২১; মিশকাত হা/১৩৩; ছহীহুল জামে' হা/৯৪৫)*। এখানে 'দাফনের পর' বলা হয়েছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মৃত্যু কেন্দ্রিক কার্যক্রমের হিসাবে। নইলে এটি (কবরস্থ হৌক বা না হৌক) সকল মৃতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য *(মির'আত হা/১৩০-এর ব্যাখ্যা)*।

প্রশ্ন (২৫/২৬৫) : রাসূল (ছাঃ)-এর নামের শেষে (ছাঃ) সংক্ষিপ্তভাবে লেখা শরী'আতসম্মত হবে কি?

-জিবরীল জিবরান, পাংশা, রাজবাড়ী।

উত্তর : সংক্ষেপে এরূপ লেখায় কোন বাধা নেই। আরবী, বাংলা, ইংরেজী সব ভাষাতেই এরূপ সংক্ষেপে বলার নিয়ম আছে। তবে পাঠক মুখে পুরাটাই বলবেন। শায়খ আলবানী বলেন, কেবল (ص) লেখায় কোন বাধা নেই। কারণ এটি রাসূল (ছাঃ)-এর উপর দরূদ পাঠের ইঙ্গিতবহ অক্ষরে পরিণত হয়েছে। ফলে এটি বোধগম্য হ'তে কোন অসুবিধা হয় না *(আলবানী, সিলসিলাতুল হুদা ওয়ান নূর, অডিও ক্লিপ নং ১৬৫)*।

প্রশ্ন (২৬/২৬৬) : কানাডা সরকার প্রতি মাসে সন্তান প্রতি ৫০০ ডলার প্রদান করে। পিতা-মাতার বাৎসরিক আয় অনুযায়ী বরাদ্দের পরিমাণ কমবেশী হয়। এক্ষণে সূদী কারবারের উপর প্রতিষ্ঠিত এই সরকারের অনুদান গ্রহণ করা যাবে কি?

-ইদ্রীস আলী, টরেন্টো, কানাডা।

উত্তর : উক্ত অনুদান গ্রহণ করা যাবে। কারণ সরকার গঠিত হয় জনকল্যাণের জন্য। এটি ব্যাংকের ন্যায় কেবল সূদী লেনদেনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় না। এক্ষণে যদি সরকারী তহবিলে কোন হারাম উপার্জন থেকে থাকে, তবে তার জন্য সরকার দায়ী হবে, জনগণ নয়। আল্লাহ বলেন, একজনের পাপের বোঝা অন্যে বহন করবে না *(আন'আম ৬/১৬৪)*। এছাড়া অবৈধ উপার্জনকারী তার উপার্জনের জন্য নিজে গোনাহগার হবেন। কিন্তু তার থেকে বৈধ পন্থায় গ্রহণকারী অন্য ব্যক্তি গোনাহগার হবেন না। ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেন, তার নিকটে জনৈক ব্যক্তি এসে বলল, আমার একজন প্রতিবেশী আছে যে সূদ খায় এবং সর্বদা আমাকে তার বাড়িতে খাওয়ার জন্য দাওয়াত দেয়। এক্ষণে আমি তার দাওয়াত কবুল করব কি? জওয়াবে তিনি বললেন, مَهْنَأُهُ لَكَ وَإِثْمُهُ عَلَيْهِ 'তোমার জন্য এটি বিনা কষ্টের অর্জন এবং এর গোনাহ বর্তাবে তার উপরে' *(মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/১৪৬৭৫, ইমাম আহমাদ আছারটি 'ছহীহ' বলেছেন; ইবনু রজব হাম্বলী, জামেউল উলূম ওয়াল হিকাম (বৈরূত : ১৪২২/২০০১), ২০১ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (২৭/২৬৭) : আমাদের সমাজে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী মেয়েরা তাদের পিতার ভিটা-বাড়ী অথবা আবাদী সম্পত্তির যেকোন একটির ওয়ারিছ হ'তে পারবে। আর ছেলেরা উভয় সম্পত্তির অংশীদার হবে। এরূপ করা জায়েয হবে কি? এছাড়া মা কি ছেলের সম্পদের ওয়ারিছ হবে?

-আলী আব্বাস
কালিহাতী, টাঙ্গাইল।

উত্তর : এটা সঠিক রীতি নয়। বরং পিতা-মাতার সমুদয় সম্পত্তিতে ছেলেদের সাথে মেয়েরাও অংশীদার হবে। আল্লাহ বলেন, পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষদের অংশ রয়েছে এবং নারীদের অংশ রয়েছে কম হৌক বা বেশী হৌক। এ অংশ সুনির্ধারিত' *(নিসা ৪/৭)*। তিনি আরো বলেন, আল্লাহ তোমাদের সন্তানদের (মধ্যে মীরাছ বণ্টনের) ব্যাপারে তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান *(নিসা ৪/১১)*। আর সন্তানের সম্পতিতে পিতা-মাতা ওয়ারিছ হবেন। আল্লাহ বলেন, মৃতের পিতা-মাতার প্রত্যেকে পরিত্যক্ত সম্পত্তির ছয় ভাগের এক ভাগ করে পাবে, যদি মৃতের কোন পুত্র সন্তান থাকে। আর যদি না থাকে এবং কেবল পিতা-মাতাই ওয়ারিছ হয়, তাহ'লে মা পাবে তিন ভাগের এক ভাগ। কিন্তু যদি মৃতের ভাইয়েরা থাকে, তাহ'লে মা পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ মৃতের অছিয়ত পূরণ করার পর এবং তার ঋণ পরিশোধের পর *(নিসা ৪/১১)*।

উল্লেখ্য যে, মীরাছ বণ্টনের সময় কিছু কমবেশী হবেই। অতএব এ সময় উত্তরাধিকারীগণ পূর্ণ ধৈর্য্য ও পারস্পরিক সমঝোতার পরিচয় দিবেন। নইলে সামান্য দুনিয়াবী স্বার্থের জন্য আখেরাত হারাতে হবে। কেননা পরিবারে ভাঙন ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ হ'ল মীরাছ বণ্টন। অতএব সকলে সাবধান!

প্রশ্ন (২৮/২৬৮) : আমি বিদ্যুতের লাইনম্যানের কাজ করি। গ্রাহকের কোন কাজ করে দিলে তারা আমাকে বখশিশ দেয়। অন্যদিকে আমি সরকার প্রদত্ত মাসিক বেতন পাই। এক্ষণে বখশিশের টাকা গ্রহণ করা যাবে কি?

-যহীরুল ইসলাম
সখীপুর, টাঙ্গাইল।

উত্তর : যাবে না। কারণ আপনি সরকার বা কোম্পানীর বেতনভুক। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, আমরা যাকে অর্থের বিনিময়ে কোন কাজে নিয়োজিত করি, তার অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করলে তা হবে খেয়ানত বা আত্মসাৎ *(আবুদাঊদ হা/২৯৪৩; মিশকাত হা/৩৭৪৮)*। রাসূল (ছাঃ) জনৈক ব্যক্তিকে যাকাত আদায়ের জন্য কর্মকর্তা হিসাবে নিয়োগ করলে সে এসে বলল যে, এগুলি জমাকৃত যাকাত এবং এগুলি আমাকে দেওয়া হাদিয়া। এ ঘটনা শুনে ক্রুদ্ধ হয়ে রাসূল (ছাঃ) বলেন, কর্মকর্তাদের কি হ'ল যে তারা এরূপ বলছে? সে তার পিতা-মাতার বাড়িতে বসে থেকে দেখুক তো কে তাকে হাদিয়া দেয়? যে সত্তার হাতে আমার জীবন তাঁর কসম করে বলছি,

Contents

উট, গরু, বকরী যা কিছুই সে গ্রহণ করবে, ক্বিয়ামতের দিন তা কাঁধে নিয়ে সে হাযির হবে' *(বুখারী হা/২৫৯৭; মুসলিম হা/১৮৩২; মিশকাত হা/১৭৭৯)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'কর্মচারীর হাদিয়া গ্রহণ আত্মসাৎ স্বরূপ' *(আহমাদ হা/২৩৬৪৯; ছহীহুল জামে' হা/৭০২১)*। তবে নিয়োগকারী সংস্থা যদি বেতনের অতিরিক্ত কিছু বখশিশ দেয়, তবে তা গ্রহণ করা জায়েয হবে।

প্রশ্ন (২৯/২৬৯) : পেশাবযুক্ত পানির ফোঁটা কাপড়ে লাগলে তা দ্বারা ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-হাসিনা খাতুন, রংপুর।

উত্তর : পেশাবের ছিটাযুক্ত স্থানের কাপড় ধুয়ে পবিত্র করতে হবে। জেনে-শুনে এরূপ পেশাবযুক্ত কাপড়ে ছালাত আদায় করলে উক্ত ছালাতের ক্বাযা আদায় করতে হবে। কারণ ছালাত আদায়ের জন্য পোষাক পবিত্র হওয়া শর্ত *(মুদ্দাছছির ৭৪/৪; ইবনু হিব্বান হা/২৩৩৩; ইবনু খুযায়মা হা/১০১৭)*। এছাড়া রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা পেশাবের অপবিত্রতার ব্যাপারে সতর্ক থাক। কারণ অধিকাংশ কবরের আযাব এর কারণে হয়ে থাকে *(দারাকুৎনী হা/৪৭৬; ছহীহুল জামে' হা/৩০০২)*। তবে দুগ্ধপোষ্য ছেলে শিশুর পেশাবে কাপড়ের উপর পানি ছিটিয়ে দিয়ে ছালাত আদায় করবে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৭)*।

প্রশ্ন (৩০/২৭০) : জনৈক আলেম বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক ছালাতের পর সূরা তওবার শেষ দুই আয়াত পাঠ করবে, সে হাশরের ময়দানে রাসূল (ছাঃ)-এর শাফা'আত লাভ করবে এবং দৈনিক ৪১ বার উক্ত আমল করলে স্বপ্নে রাসূল (ছাঃ) কে দেখবে। এ হাদীছ ছহীহ কি?

-ছায়েম আহমাদ

ছাতিহাটি, কালিহাতী, টাঙ্গাইল।

উত্তর : হুবহু উক্ত অর্থে কোন হাদীছ বর্ণিত হয়নি। কাছাকাছি অর্থে যে সকল বর্ণনা প্রচলিত আছে, তা ছহীহ নয়। আর সূরা তওবার শেষ আয়াতটি সকাল-সন্ধ্যা পাঠ করার ব্যাপারে যে বর্ণনা এসেছে তা জাল *(আলবানী, সিলসিলা যঈফাহ হা/৫২৮৬)*। আনাস (রাঃ)-এর সাথে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের যে কথোপকথন ও সূরা তওবার শেষ দুই আয়াত পাঠের ফযীলত মর্মে যা বর্ণিত হয়েছে তার সবগুলো যঈফ *(ত্বাবারাণী, আদ-দো'আ হা/১০৫৯; সনদ যঈফ, ইরাক্বী, তাখরীজুল ইহ্ইয়া হা/১১৮০)*।

প্রশ্ন (৩১/২৭১) : ফটো স্টুডিও-র ব্যবসা করা শরী'আত সম্মত হবে কি?

-রোকনুযযামান

দুর্গাপুর, রাজশাহী।

উত্তর : সাধারণভাবে প্রাণীর ছবি তোলা নিষিদ্ধ *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৪৪৯৮, 'ছবিসমূহ' অনুচ্ছেদ)*। ছবি সম্পর্কিত হাদীছসমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সম্মানের উদ্দেশ্যে অর্ধদেহী বা পূর্ণদেহী সকল প্রকার প্রাণীর ছবি টাঙানো বা স্থাপন করা নিষিদ্ধ। কেবল বাধ্যগত কারণে, জনগুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যে, রেকর্ড রাখার স্বার্থে ও হীনকর কাজে ব্যবহারের জন্য ছবি তোলা যায় *(দ্রঃ 'ছবি ও মূর্তি' বই)*। সে হিসাবে পাসপোর্ট, ভিসা, আইডেন্টিটি কার্ড, লাইসেন্স, পলাতক আসামী ধরার জন্য, গুরুত্বপূর্ণ রেকর্ড রাখার জন্য ইত্যাদি যরূরী কারণে ছবি তোলা জায়েয। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা সাধ্যমত আল্লাহকে ভয় কর' *(তাগাবুন ১৬; বাক্বারাহ ২/২৩৩, ২৮৬)*। তবে বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে কেবল এসব কাজের জন্য উক্ত ব্যবসা পরিচালনা করা কঠিন।

প্রশ্ন (৩২/২৭২) : জনৈক আলেম বলেন, যে পুত্রবধু শ্বশুর-শাশুড়ীর কাপড়-চোপড় পরিষ্কার করে, তার জন্য প্রভূত নেকী রয়েছে। একথা কি সঠিক?

-হুমায়ূন কবীর, দিনাজপুর।

উত্তর : শ্বশুর-শাশুড়ীর কাপড়-চোপড় পরিষ্কার করলে ও তাদের সেবা-যত্ন করলে তাতে অশেষ নেকী অর্জিত হবে। এর ফলে স্বামী তার স্ত্রীর প্রতি অধিক সন্তুষ্ট থাকবেন। রাসূল (ছাঃ) জনৈক মহিলাকে বলেন, তুমি লক্ষ্য রেখ যে, তুমি তোমার স্বামীর হৃদয়ের কোথায় অবস্থান করছ? কেননা সে তোমার জান্নাত এবং জাহান্নাম' *(আহমাদ হা/১৯০২৫; ছহীহাহ হা/২৬১২)*।

প্রশ্ন (৩৩/২৭৩) : ফেরেশতাগণ কি ক্বিয়ামতের পূর্বে মৃত্যুবরণ করবেন এবং পুনরায় তাদের জীবিত করা হবে কি?

-জাহিদুল ইসলাম, শনির আখড়া, ঢাকা।

উত্তর : ফেরেশতাগণও মৃত্যুবরণ করবেন। আল্লাহ বলেন, 'আর তুমি আল্লাহ্র সাথে অন্য কোন উপাস্যকে আহ্বান করো না। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। প্রত্যেক বস্তুই ধ্বংস হবে তাঁর চেহারা ব্যতীত। বিধান কেবল তাঁরই এবং তাঁর কাছেই তোমরা ফিরে যাবে' *(ক্বাছাছ ২৮/৮৮)*। তিনি আরো বলেন, ..এবং শিংগায় ফুঁক দেওয়া হবে। ফলে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সবাই অজ্ঞান হয়ে পড়বে যাদেরকে আল্লাহ ইচ্ছা করেন তারা ব্যতীত। অতঃপর দ্বিতীয়বার শিংগায় ফুঁক দেওয়া হবে, তখন সকলে দণ্ডায়মান হয়ে তাকাতে থাকবে *(যুমার ৩৯/৬৮)*। অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, আসমান ও যমীনবাসী সকলে মৃত্যুবরণ করবে। অতঃপর সবশেষে মালাকুল মাউত মারা যাবেন এবং শুধুমাত্র আল্লাহ বাকী থাকবেন, যিনি চিরঞ্জীব *(ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা যুমার ৬৮ আয়াত)*। শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, সমস্ত সৃষ্টি মৃত্যুবরণ করবে, এমনকি ফেরেশতারাও। অবশেষে মালাকুল মউতও *(মাজমূ' ফাতাওয়া ৪/২৫৯, ১৬/৩৪)*। তবে পরবর্তীতে তাদেরকেও জীবিত করা হবে। কেননা তারাই পরবর্তীতে আল্লাহ্র নির্দেশমত যাবতীয় কর্মকাণ্ড সম্পাদন করবেন।

প্রশ্ন (৩৪/২৭৪) : কোন মুসলিম ব্যক্তি মারা যাওয়ার খবর শুনলে ইন্নালিল্লাহি..., আর কোন অমুসলিম মারা যাওয়ার সংবাদে 'ফী নারে জাহান্নাম' বলতে হবে কি?

-যাকির হোসাইন

বাসাবো, সবুজবাগ, ঢাকা।

Contents

উত্তর : মুসলিম ব্যক্তি মারা গেলে ইন্নালিল্লাহি...বলতে হবে *(বাক্বারাহ ২/১৫৬)*। কিন্তু অমুসলিমদের মৃত্যুতে ‘ফী নারে জাহান্নাম’ বলতে হবে এটা নিতান্তই বানোয়াট কথা। তবে অমুসলিমরা নিশ্চিতভাবেই জাহান্নামে যাবে। আল্লাহ বলেন, আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করে, তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন। তাতে তারা চিরস্থায়ী হবে *(জিন ৭২/২৩)*। তিনি আরো বলেন, আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা কুফরী করে এবং মুশরিকরা জাহান্নামের আগুনে চিরকাল থাকবে। এরা হ’ল সৃষ্টির অধম *(বাইয়েনাহ ৯৮/০৬)*।

প্রশ্ন (৩৫/২৭৫) : ছালাতের সময় জামার হাতা গুটিয়ে রাখায় কোন বাধা আছে কি?

-আরীফ, কোরপাই, বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তর : ছালাত অবস্থায় পুরুষের জন্য জামার হাতা সমূহ বা কাপড় গুটিয়ে রাখা উচিত নয়। বরং খোলামেলা ছেড়ে দিতে হবে *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৮৮৭, ‘সিজদা ও তার ফযীলত’ অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (৩৬/২৭৬) : আমাদের এখানে অনেক মহিলার স্বামী বিদেশে থাকেন। তাই বিভিন্ন প্রয়োজনে তাদের বাজারে যেতেই হয়। কিন্তু আলেমগণ বলেন, নারীদের বাজারে যাওয়া হারাম। এমতাবস্থায় আমাদের করণীয় কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, ঢাকা।

উত্তর : মাহরাম ব্যতীত মহিলাদের একাকী সফরে বের হওয়া শরী‘আতে নিষিদ্ধ *(বুখারী হা/৩০০৬; মিশকাত হা/২৫১৩)*। তাই স্বামীর অনুপস্থিতিতে তারা অন্য মাহরামদের সহযোগিতা নিবেন বা অন্য কাউকে দিয়ে বাজার করিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করবেন। তবে স্বামীর অনুমতিক্রমে শহরের মধ্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তু ক্রয়ের জন্য বাধ্যগত অবস্থায় নিরাপত্তার নিশ্চয়তা থাকলে মুখমণ্ডলসহ সমস্ত শরীর আবৃত করে বাজারে যেতে পারে *(ফাৎহুল ক্বাদীর ৪/৩০৪; আহযাব ৫৯ আয়াতের ব্যাখ্যা; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ১৭/২২৮; ১৩/১৬-১৭)*। এছাড়া সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে রাসূল (ছাঃ)-এর বাণী- ‘নারী হ’ল গোপন বস্তু। যখন সে বের হয়, শয়তান তার পিছু নেয়’ *(তিরমিযী হা/১১৭৩; মিশকাত হা/৩১০৯)*।

প্রশ্ন (৩৭/২৭৭) : দ্বীনী ইলম অর্জনে লিপ্ত থাকা প্রত্যেক মুমিনের জন্য আবশ্যিক কি? ন্যূনতম কতটুকু দ্বীনী জ্ঞান অর্জন করলে ফরযিয়াত আদায় হবে?

-আব্দুল্লাহ আল-মা‘রূফ
বংশাল, ঢাকা।

উত্তর : দ্বীনের মৌলিক জ্ঞান অর্জন করা ফরযে আইন, যা সকল মুসলমানের জন্য আবশ্যিক। সেগুলি হ’ল- ঈমান ও তা বিনষ্টকারী বিষয়সমূহ, বিশুদ্ধ ও বাতিল আক্বীদা, তাওহীদ-শিরক, হালাল-হারাম, ছালাত-ছিয়াম, হজ্জ-যাকাত ইত্যাদি যাবতীয় ফরয ইবাদত পালনের নিয়ম-পদ্ধতি সমূহ *(আল-ফাক্বীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ হা/১৬৩)*। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘প্রত্যেক মুসলিমের উপর দ্বীনী ইলম শিক্ষা করা ফরয’ *(ইবনু মাজাহ হা/২২৪; মিশকাত হা/২১৮)*। অতএব ন্যূনতম উক্ত ইলম অর্জন করলে ফরযিয়াত আদায় হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

এসব জ্ঞানার্জন ছাড়াই দুনিয়াবী জ্ঞান নিয়ে যারা পড়ে আছে তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলার সতর্কবাণী- ‘নিশ্চয়ই যারা আমাদের সাথে সাক্ষাতের আশা করে না এবং পার্থিব জীবন নিয়েই তৃপ্ত থাকে ও তার মধ্যেই নিশ্চিন্ত হয় এবং যারা আমাদের নিদর্শনাবলী সম্পর্কে উদাসীন। এসব লোকদের ঠিকানা হ’ল জাহান্নাম তাদের কৃতকর্মের কারণে *(ইউনুস ১০/৭-৮)*।

দ্বিতীয় প্রকার ইলম হ’ল দ্বীনের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় গভীর জ্ঞান অর্জন করা। যা ‘ফরযে কিফায়াহ’ তথা কিছু মুসলিম তা অর্জন করলে বাকীরা দায়মুক্ত হবে। আল্লাহ বলেন, অতএব তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ কেন বের হয় না, যাতে তারা দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করে এবং ফিরে এসে নিজ কওমকে (আল্লাহ্র নাফরমানী হ’তে) ভয় প্রদর্শন করে যাতে তারা সতর্ক হয় *(তওবা ৯/১২২)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি ইলম হাছিলের জন্য কোন পথ অবলম্বন করে, আল্লাহ তার মাধ্যমে তাকে জান্নাতের পথ সমূহের একটি পথে পৌঁছে দেন।... আলেমগণের মর্যাদা আবেদগণের উপরে ঐরূপ, পূর্ণিমার রাতে চাঁদের মর্যাদা অন্যান্য তারকাসমূহের উপরে যেরূপ। নিশ্চয়ই আলেমগণ হ’লেন নবীগণের উত্তরাধিকারী... *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২১২)*।

উছায়মীন (রহঃ) বলেন, কল্যাণের পথ বহু রয়েছে। কিন্তু আমার দৃষ্টিতে আল্লাহ কর্তৃক ফরযকৃত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফরয হ’ল শারঈ ইলম অর্জন করা *(উছায়মীন, শারহু রিয়াযিছ ছালেহীন ২/১৫০)*।

প্রশ্ন (৩৮/২৭৮) : কোন বিধবা বা তালাকপ্রাপ্তা নারীকে বিবাহ করার ক্ষেত্রে তার পূর্বস্বামীর সন্তানের খরচ বহন করা যরূরী কি? উক্ত নারী কি নতুন বিবাহের পর উক্ত সন্তানদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারবে?

-সামীর আলী, ঢাকা।

উত্তর : উক্ত সন্তানদের খরচ বহন করা অপরিহার্য নয়। বরং মায়ের অধীনে থাকলে অভিভাবক হিসাবে মা তাদের খরচ বহন করার ব্যাপারে দায়িত্বশীল হবে। তবে মা যেহেতু ব্যক্তির স্ত্রী হিসাবে তার নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, সেহেতু অশেষ ছওয়াবের আশায় উক্ত সন্তানদের খরচ বহন করা উচিৎ। রাসূল (ছাঃ)-এর স্ত্রী সাওদা (রাঃ)-এর পূর্ব স্বামীর পাঁচটি বা ছয়টি সন্তানের লালন-পালনের দায়িত্বসহ তাকে বিবাহ করেন *(আহমাদ হা/২৯২৬; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৫২৩)*। এছাড়া তিনি অপর স্ত্রী উম্মে সালামার পূর্ব স্বামীর সন্তানদের লালন-পালন করেছিলেন *(বুখারী হা/৫৩৭৬; মুসলিম হা/২০২২)*।

প্রশ্ন (৩৯/২৭৯) : দেশের বিভিন্ন এলাকায় দোকানে বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে সকাল-সন্ধ্যায় আগরবাতি জ্বালানোর প্রচলন রয়েছে। শারঈ দৃষ্টিকোন থেকে বিষয়টি বৈধ কি?

-মাযহারুল ইসলাম, মিরপুর, ঢাকা।

উত্তর : সাধারণভাবে এতে কোন দোষ নেই। কিন্তু ব্যবসা-

Contents

বাণিজ্যে অধিক লাভ বা কল্যাণের উদ্দেশ্যে এরূপ আগরবাতি জ্বালালে তা অবশ্যই শিরক হবে। দোকান, বাড়ী বা নিজেকে সুগন্ধিময় রাখা উত্তম অভ্যাসের অন্তর্ভুক্ত। মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, দুনিয়ার তিনটি বস্তু রাসূল (ছাঃ)-এর পসন্দ ছিল। যার দু'টি তিনি পেয়েছিলেন, একটি পাননি। তিনি নারী ও সুগন্ধি লাভ করেছিলেন। কিন্তু খাদ্য অর্জন করতে পারেননি *(আহমাদ, মিশকাত হা/৫২৬০ 'রিক্বাক্ব' অধ্যায়, 'দারিদ্র্যের ফযীলত ও নবী করীম (ছাঃ)-এর জীবন যাপন' অনুচ্ছেদ)*। অন্য এক বর্ণনায় রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আমার নিকট পসন্দনীয় হচ্ছে সুগন্ধি, নারী ও ছালাত, যে ছালাতকে আমার চোখের জন্য শীতল করে দেওয়া হয়েছে *(নাসাঈ, মিশকাত হা/৫২৬১, সনদ হাসান)*।

প্রশ্ন (৪০/২৮০) : জনৈক নারী ২০ বছর যাবৎ ফরয ছিয়াম নিয়মিতভাবে আদায় করে আসলেও হায়েয অবস্থায় কোন ছিয়াম পালন করেনি। বর্তমানে এজন্য সে অনুতপ্ত। এক্ষণে তার করণীয় কি?

-কাযী সাজ্জাদ, কালাই, জয়পুরহাট।

উত্তর : ঐ নারী আল্লাহ্র নিকটে অনুতপ্ত হৃদয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করবে এবং উক্ত ছিয়ামগুলির ক্বাযা আদায় করবে। কেননা আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমাদেরকে ঋতুকালীন সময়ে ছিয়ামের ক্বাযা আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হ'ত। কিন্তু ছালাতের ক্বাযা আদায়ের আদেশ দেওয়া হ'ত না *(মুসলিম হা/৩৩৫; মিশকাত হা/২০৩২; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ১০/১৫১)*। গণনায় ভুল হ'লে সর্বোচ্চ ধারণার ভিত্তিতে ক্বাযা আদায় করবে। কেননা আল্লাহ বলেন, 'তোমরা সাধ্যমত আল্লাহকে ভয় কর' *(তাগাবুন ৬৪/১৬)*। বাধ্যগত কারণে অপারগ হ'লে প্রতিদিনের ফিদইয়া হিসাবে একজন করে মিসকীন খাওয়াবে *(বাক্বারাহ ২/১৮৪)*। ঐ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে উত্তরাধিকারীগণ উক্ত ফিদইয়া আদায় করবে। যার পরিমাণ দৈনিক এক মুদ গম (বা চাউল) *(বায়হাক্বী হা/৮০০৫, ৪/২৫৪ পৃ., সনদ ছহীহ, যঈফাহ হা/৪৫৫৭-এর আলোচনা, ১০/৬২ পৃ.)*। যদি পরিত্যক্ত সম্পদের এক তৃতীয়াংশে উক্ত ফিদইয়ার সংকুলান হয়। নইলে মাফ *(মির'আত হা/২০৫৪-এর ব্যাখ্যা, ৭/৩২ পৃ.)*।